Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০০২

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

رب زدني علما

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
جلد:٥ عدد: ١٢، جمادى الثانية و رجب ١٤٢٣ه/ستمبر ٢٠٠٢م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিত ঃ তাওহীদ ট্রাস্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত নাচুনীযগোয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, গাইবান্ধা।

Mothly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writes of home and abroad, aiming at establishing a pure islamic society in Banladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ	ঃ	*৪০০০/-*
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	*৩৫০০/-*
তৃতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	*৩০০০/-*
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	ঃ	*২০০০/-*
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	ঃ	*১২০০/-*
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	*৭০০/-*
সাধারণ অর্ধ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	*৩৫০/-*

● স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার ঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/= (ষান্মাষিক ৮০/=)	= = =
এশিয়া মহাদেশ ঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটান ঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তান ঃ	৫৪০/=	৪৭০/-
ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশ ঃ	৮৭০/=	৮০০/=

ভি, পি, পি যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।
বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফট বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর ঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি - ১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHRAEEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৫ম বর্ষঃ	১২তম সংখ্যা
জুমাঃ ছানিয়া - রজব	১৪২৩ হিঃ
ভাদ্র - আশ্বিন	১৪০৯ বাং
সেপ্টেম্বর	২০০২ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক **আত-তাহরীক**
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮।
সার্কুলেশন ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১।

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- ✪ সম্পাদকীয় ০২
  - ❐ ইসলামী খেলাফতঃ জাতির নিকটে আমাদের প্রস্তাব
- ✪ দরসে হাদীছঃ
  - ❐ ছবি ও মূর্তি ০৩
- ✪ প্রবন্ধঃ
  - ❐ শামায়েলে মুহাম্মাদী (ছাঃ) ১৪
    - মুহাম্মাদ হারূন আযীযী নদভী (৩য় কিস্তি)
  - ❐ বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে নারীঃ একটি সমীক্ষা ১৬
    - হাফেয মাসঊদ আহমাদ (২য় কিস্তি)
- ✪ সোনামণিদের পাতা ১৭
- ✪ স্বদেশ-বিদেশ ১৮
- ✪ মুসলিম জাহান ২২
- ✪ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ২৪
- ✪ সংগঠন সংবাদ ২৪
- ✪ প্রশ্নোত্তর ২৬
- ✪ বর্ষসূচী ৩৪

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

Contents

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

ইসলামী খেলাফতঃ জাতির নিকটে আমাদের প্রস্তাব

খৃষ্টীয় সপ্তাম শতাব্দীতে খুলাফায়ে রাশেদীনের স্বর্ণযুগ শেষ হওয়ার পর থেকে মন্দের ভাল হিসাবে হ'লেও উমাইয়া, আব্বাসীয়, ফাতেমীয় এবং ওছমানীয়দের ইসলামী খেলাফত বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগ পর্যন্ত বহাল ছিল। তুরস্কের ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী নেতা কামাল পাশার নেতৃত্বে যার পতন ঘটে। এভাবে ১৯২৪ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নকদের হাতে ওছমানীয় খেলাফতের পতনের পর ভারতীয় উপমহাদেশে খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয়। এতে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ চেতনার ব্যাপক উন্মেষ ঘটে। যা পরবর্তীতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে বারি সিঞ্চন করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সেখানে স্বাধীন ও বাধাহীন পরিবেশে ইসলামী খেলাফত বা ইসলামী হুকুমত কায়েম হবার বুকভরা স্বপ্ন দেখেছিল পাকিস্তানী জনগণ। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানহীন ও দুনিয়া সর্বস্ব চতুর নেতাদের ধূর্তামির নীচে সরল-সিধা সাধারণ জনগণের পবিত্র আকাংখা সমূহ একে একে পিষ্ট হ'তে থাকে এবং এক পর্যায়ে তা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঘোষিত লক্ষ্যের সাথে বেঈমানী করার ফল হাতেনাতে পেয়েছেন নেতৃবৃন্দ। দেশটি দু'টুকরো হয়েছে। নেতৃবৃন্দ মর্মান্তিকভাবে বিদায় হয়ে গেছেন চিরতরে।

আজ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একই ভূখণ্ডে একই ভাব-ভাষার ও একই আবহাওয়াগত পরিবেশে এত ঘনবসতিসম্পন্ন বিপুল সংখ্যায় মুসলমানের বাস পৃথিবীর কোন দেশে নেই। আমাদের সাধারণ ঐক্যের একটিই মাত্র আদর্শিক সেতুবন্ধন হ'ল 'ইসলাম'। এই বরকতময় ও পবিত্র বন্ধনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আমরা ইচ্ছা করলে সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর একটি প্রশাসন উপহার দিতে পারি। কেননা এটা সকল জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীকার করে থাকেন যে, ইসলাম একটি বিশ্বজনীন জীবনাদর্শের নাম, যা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য প্রেরিত হয়েছে। যার মধ্যে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক বিধি-বিধানসমূহের মৌলিক ও চিরস্থায়ী হেদায়াত সমূহ পেশ করা হয়েছে। ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত না হ'লে মানুষ ইসলামের কল্যাণ বিধান সমূহের সুফল হ'তে বঞ্চিত হয়। যা ব্যাপক সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ হয়। আমরা যার বাস্তব শিকারে পরিণত হয়েছি।

'খেলাফত' অর্থ প্রতিনিধিত্ব। ইসলামী খেলাফত হ'লঃ আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র বান্দাদের উপরে আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্ব মূলক শাসন ব্যবস্থার নাম। খেলাফতের 'আমীর' আল্লাহ্র বিধান সমূহকে আল্লাহ্র বান্দাদের উপরে প্রয়োগ করে থাকেন আল্লাহ্র বান্দাদের সম্মতিক্রমে। যা খেলাফতের অধীনে বসবাসরত মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিকের জন্য হয়ে থাকে সমভাবে কল্যাণকর।

ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠায় প্রধান বাধাগুলি চিরকাল ছিল একই। তারা হ'লেনঃ ধর্ম নেতা, সমাজ নেতা, রাজনৈতিক নেতা ও অর্থনৈতিক নেতাগণ। আজও এ সকল বাধা বিদ্যমান আছে। তবুও একটি সহজ পন্থা আমরা বর্তমান জোট সরকারের নিকটে পেশ করতে পারি। সেটি এই যে, তাঁরা সকলে একমত হয়ে বাংলাদেশে 'ইসলামী খেলাফত' প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। এ বিষয়ে তাঁরা 'গণভোট' নিতে পারেন। ইনশাআল্লাহ গণভোটে তারা জয়ী হবেন।

অতঃপর ইসলামী সংবিধান রচনার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করবেন। সেই কমিটিতে দেশের জনসংখ্যা অনুপাতে 'আহলেহাদীছ' 'হানাফী' 'শী'আ' সকলের প্রতিনিধি থাকবেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও অন্যান্য তফসিলী জাতির প্রতিনিধিও গ্রহণ করা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের প্রণীত এ সংবিধানের কপি তারা প্রকাশ করবেন ও তার উপরে জনগণের লিখিত পরামর্শসমূহ আহ্বান করবেন। অতঃপর সুনির্দিষ্টভাবে প্রণীত ইসলামী সংবিধান জাতীয় সংসদে পেশ করবেন ও সেখানে পাশ হবার পর তা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করবেন। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে তাদের বেশীর বেশী এক বৎসর সময় লাগবে। উল্লেখ্য যে, এই কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছেন মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান 'ধর্ম নিরপেক্ষতা'-কে সংবিধান থেকে বাদ দেওয়ার মাধ্যমে। আরও এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট এরশাদ ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' ঘোষণার মাধ্যমে। তাছাড়া এবারের জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি, আওয়ামী লীগসহ সকল দলই 'ইসলামের পরিপন্থী কোন আইন করবেন না' বলে জাতির নিকটে ওয়াদা দিয়েছিলেন। অতএব এই অনুকূল আবহাওয়ায় জাতীয় সংসদে দুই তৃতীয়াংশের অধিক আসনের অধিকারী জোট সরকারের জন্য 'ইসলামী খেলাফত' প্রতিষ্ঠার প্রয়াসই হবে তাদের সবচাইতে বড় ও স্মরণীয় কীর্তি। এর মাধ্যমে তারা শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বের তাবৎ মুসলিম উম্মাহ্র দো'আ পাবেন। এটি ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মুসলিম দেশে একটি 'মডেল' হিসাবে গৃহীত হ'তে পারে। পরবর্তীতে 'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা'র সদস্য দেশ সমূহের মাধ্যমে মিলিতভাবে একটি বৃহত্তর 'ইসলামী খেলাফত' প্রতিষ্ঠিত হবার পথ সুগম হ'তে পারে। এর ফলে আল্লাহ্র রহমতে মুসলমানদের হারানো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি আবারো ফিরে আসতে পারে। ইসলাম সহজেই বিশ্বশক্তি হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। ইসলামী শাসনের কল্যাণ স্পর্শে জগত সংসার ধন্য হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স.স.)।

বর্ষ শেষের নিবেদন ও মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণাঃ

আল্লাহ্র রহমতে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাসিক 'আত-তাহরীক' পঞ্চম বর্ষ শেষ করল। এই সুযোগে আমরা আমাদের দেশী-বিদেশী গ্রাহক-এজেন্ট, পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ী সকলের প্রতি জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। এই সাথে কষ্ট হ'লেও জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, সবকিছুর দুর্মূল্যের কারণে আমরা ৬ষ্ঠ বর্ষের ১ম সংখ্যা হ'তে প্রতি সংখ্যা পত্রিকার মূল্য ১২/= (বারো) টাকা করতে বাধ্য হচ্ছি। এজন্য আমরা দুঃখিত। (সম্পাদক)।

দরসে হাদীছ

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা,

ছবি ও মূর্তি

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ الْمُصَوِّرُوْنَ، متفق عليه –

১. **অনুবাদঃ** আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাযিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকটে সর্বাধিক আযাব প্রাপ্ত লোক হবে ছবি প্রস্তুতকারীগণ।[১]

২. **ব্যাখ্যাঃ** হাদীছে تَصَاوِيْرُ، تَمَاثِيْلُ، تَصَالِيْبُ তিনটি বহুবচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেগুলির একবচনের অর্থ হ'লঃ যথাক্রমে ছবি, মূর্তি ও ক্রুশযুক্ত ছবি। তবে 'ছবি' বলতে সবগুলিকেই বুঝায়। মূর্তি বলতে মাটি বা পাথরের মূর্তি, প্রতিকৃতি, তৈলচিত্র ও কাপড়ে বুনা চিত্র কিংবা নকশাকে বুঝায়। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, সাধারণ ছবির চাইতে ক্রুশযুক্ত ছবি অধিকতর নিষিদ্ধ। কেননা ক্রুশ ঐসকল বস্তুর অন্তর্ভুক্ত, যাকে পূজা করা হয় আল্লাহকে বাদ দিয়ে। পক্ষান্তরে সকল ছবি পূজা করা হয় না।[২]

তিনি বলেন, যেসব বস্তু পূজিত হয়, সে সবের ছবি প্রস্তুতকারী ক্বিয়ামতের দিন সর্বাধিক আযাব প্রাপ্ত হবে। এগুলি ব্যতীত অন্যগুলির ছবি প্রস্তুতকারীও গোনাহগার হবে। তবে তাদের শাস্তি তুলনামূলকভাবে কম হবে। কুরতুবী বলেন, জাহেলী আরবের লোকেরা সবকিছুর মূর্তি তৈরী করত। এমনকি তাদের কেউ কেউ মূল্যবান 'আজওয়া' খেজুর দিয়ে মূর্তি বানাতো। তারপর ক্ষুধার্ত হ'লে তা খেয়ে নিত'।[৩] এ যুগে যারা বিভিন্ন প্রাণী ও ফল-ফুলের আকারে কেক বা মিষ্টান্ন তৈরী করে ভক্ষণ করেন, তারা উক্ত জাহেলী রীতির বিষয়টি অনুধাবন করুন। অমনিভাবে যারা খৃষ্টানদের পূজ্য ক্রুশ-এর অনুকরণে গলায় টাই ঝুলাতে ভালবাসেন, আশূরার দিন হোসায়েন (রাঃ)-এর নামে কেক-পাউরুটি বানিয়ে তাকে বরকত মনে করে ভক্ষণ করেন কিংবা খৃষ্টানদের অনুকরণে কেক কেটে শুভ কাজের উদ্বোধন করেন, তারাও বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

ছাহেবে মিরক্বাত মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন যে, হাদীছে ছবি অংকন বলতে প্রাণীর ছবির কথা বলা হয়েছে যা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং যা দেওয়ালে বা পর্দার কাপড়ে থাকে।[৪]

তিনি বলেন, আমাদের (হানাফী) মাযহাবের বিদ্বানগণ ছাড়াও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন যে, প্রাণীর ছবি অংকন কঠিনতম হারাম ও কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। চাই সেটা কাপড়ে হৌক, বিছানায় হৌক, টাকা-পয়সা বা অন্য কিছুতে হৌক। তবে যদি তা বালিশে, বিছানায় বা অনুরূপ হীনকর কোন বস্তুতে হয়, তবে তা হারাম নয় এবং ঐ অবস্থায় ঐ ঘরে ফিরিশতা আসতে বাধা নেই। অনুরূপভাবে শিকারী কুকুর, ফসল ও বাড়ী পাহারাদার কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর থাকলে সে বাড়ীতে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। যারা ঐ বাড়ীর উপরে আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষণ করে এবং বাড়ীওয়ালার জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে। অবশ্য এরা ঐসকল ফেরেশতা নয়, যারা সর্বাবস্থায় বান্দার সাথে থাকে তার হেফাযতকারী হিসাবে'।[৫] ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, ছবি-মূর্তি ওয়ালা ঘরে কেবল ফেরেশতাই প্রবেশ করে না। বরং নবীগণ ও তাঁদের সনিষ্ট অনুসারী আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগণও প্রবেশ করেন না।[৬] ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, প্রাণীর হৌক বা বস্তুর হৌক, ছবি অংকন বিষয়টিই মকরূহ বা শরী'আতে অপসন্দনীয় বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এগুলি মানুষকে অনর্থক কাজে ব্যস্ত রাখে। উপরন্তু ছবি-মূর্তির শাস্তি কঠিন হওয়ার প্রধানতম কারণ হ'ল এই যে, এতে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের উপাসনা করা হয়'। মোল্লা আলী ক্বারী বলেন,... আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে উপাসনা করার বিষয়টি যদি প্রাণী ছাড়াও সূর্য-চন্দ্র বা অন্য কোন জড় বস্তু হয়, তাহ'লে সেই সব ছবি-মূর্তিও হারাম হবে'।[৭]

উল্লেখ্য যে, আমাদের আলোচনায় ছবি ও মূর্তিকে একই শিরোনামে বর্ণনা করার কারণ এই যে, দু'টির হুকুম একই এবং দু'টির ব্যবহারিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া একই। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে মূর্তির চাইতে ছবি, চিত্র, তৈলচিত্র, ছায়াচিত্র ও চলচ্চিত্রের প্রতিক্রিয়া আরও বেশী মারাত্মক হয়। সম্প্রতি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপযেলার বাড়াইশ গ্রামের জনৈকা ৭ মাসের অন্তঃসত্তা গৃহবধু বাংলাদেশ টেলিভিশনে পরিবেশিত একটি প্রেমমূলক নাটক দেখার পরদিনই ব্যর্থ প্রেমিকার অনুকরণে নিজের দেহে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করেছে বলে পত্রিকায় খবর বের হয়েছে।[৮]

---

১. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, আলবানী, মিশকাত হা/৪৪৯৭ 'পোষাক' অধ্যায় 'ছবি সমূহ' অনুচ্ছেদ; এম, আফলাতুন কায়সার, বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফ হা/৪২৯৮ (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী ২য় মুদ্রণ ১৯৯৫) ৮/২৫৬ পৃঃ।
২. বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৫৯৫২-এর ভাষ্য, ১০/৩৯৮-৯৯ ও ৪০১ পৃঃ।
৩. বুখারী, ফাৎহুল বারী 'পোষাক' অধ্যায় ৭৭, অনুচ্ছেদ ৮৯, ১০/৩৯৮।
৪. মোল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাত শরহে মিশকাত (ঢাকাঃ রশীদিয়া লাইব্রেরী, তাবি) ৮/৩২৫ পৃঃ।
৫. ঐ ৮/৩২৬। ৬. ঐ পৃঃ ৩২৯। ৭. ঐ, পৃঃ ৩৩১।
৮. ঢাকাঃ দৈনিক ইনকিলাব ১৬ এপ্রিল ২০০২, পৃঃ ১২।

আমেরিকায় টিভির ব্যবহার ও প্রভাব বিষয়ক সেদেশের একটি রিপোর্ট এই যে, সেদেশের ৯৬% পরিবারে অন্তত একটি টিভি সেট রয়েছে। সেদেশের ৩ থেকে ৫ বছরের শিশুরা সপ্তাহে গড়ে ৫০ ঘন্টা টিভি দেখে। উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত ছাত্ররা টিভির সামনে বসে পার করে দেয় ২২০০০ ঘন্টারও বেশী সময়। অথচ স্কুলে কাটায় মাত্র ১১০০০ ঘন্টা। টিভিতে অধিকহারে সন্ত্রাস দেখানোর ফলে তারাও সন্ত্রাসী ও বিধ্বংসী হয়ে ওঠে'।[৯]

বিগত যুগে মানুষ নিজ হাতে মৃত সৎ লোকের মূর্তি বানিয়ে তার উপাসনা করত। বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে ঐসব মানুষের ছবি, চিত্র বা তৈলচিত্রকে একই রূপ সম্মান দেখানো হচ্ছে। বিগত যুগে কাঠ, মাটি বা পাথরের তৈরী মূর্তির সম্মুখে তার সম্মানে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হ'ত। আজকের যুগেও তার সম্মানে একইভাবে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হচ্ছে। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের ছবি ঘরে ঘরে শোভা পাচ্ছে। মূল্যবান তরতাজা ফুলগুলিকে ছিঁড়ে এনে মালা বানিয়ে তা ছবিতে পরানো হচ্ছে। তার চিত্রে বা কবরে এমনকি কবরবিহীনভাবে নিজেদের বানানো তথাকথিত শহীদ মিনারে, স্মৃতিসৌধে ও স্তম্ভে 'শিখা অনির্বাণ' ও 'শিখা চিরন্তন' নামীয় অগ্নিশিখার পাদদেশে অগ্নিপূজকদের ন্যায় শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হচ্ছে। এমনকি পীর-ফকীর ও অলি-আউলিয়া উপাধিধারী লোকদের কবরে ও তাদের ছবি ও তৈলচিত্রে রীতিমত সিজদা ও তার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করা হচ্ছে। শী'আ নামধারী কিছু বিভ্রান্ত মুসলমান 'তা'যিয়ার' নামে হুসায়েন (রাঃ)-এর ভুয়া কবর বানিয়ে পূজা করছে। আলেম নামধারী একদল দুষ্টমতি লোক পীর-আউলিয়াদের নামে উদ্ভট গল্প সমূহ রচনা করে বই লিখছে ও প্রবন্ধ রচনা করে পত্রিকায় ছাপছে। রেডিও-টিভিতে ও বিভিন্ন ধর্মীয় জালসায় ওয়াযের নামে ভিত্তিহীন গাল-গল্প করছে। যাতে এইসব শিরকের আড্ডাখানা গুলিতে লোক সমাগম বৃদ্ধি পায় ও নযর-নেয়াযের নামে সেখানে অর্থের পাহাড় গড়ে ওঠে।

কবর ও স্থান পূজা সম্পর্কে হুঁশিয়ারীঃ

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِيْ أُمَّتِيْ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِيْ بِالْمُشْرِكِيْنَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِيْ الْأَوْثَانَ وَأَنَّهُ سَيَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ كَذَّابُوْنَ ثَلَثُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ وَلاَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ لاَيَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ، رواه ابو داؤد والترمذى-

'আমার উম্মতের মধ্যে যখন একবার তরবারী চালিত হবে, তখন আর তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না। আর ক্বিয়ামত সেই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে না, যতদিন না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সাথে মিশে যাবে এবং যতদিন না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মূর্তি বা স্থানপূজা করবে। অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মাঝে ত্রিশ জন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে, যাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌র নবী হওয়ার দাবী করবে। অথচ বাস্তব কথা এই যে, 'আমিই শেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী নেই'। আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল চিরকাল সত্যের উপরে অবিচল থাকবে। বিরোধিতাকারীগণ তাদের কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে"।[১০]

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুর মাত্র পাঁচদিন পূর্বে অন্তিম শয়নে স্বীয় উম্মতকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন,

أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَالِكَ، رواه مسلم-

'তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা তাদের নবী ও নেককার লোকদের কবর সমূহকে সিজদা বা উপাসনার স্থল হিসাবে গ্রহণ করেছিল। সাবধান! তোমরা যেন কবর সমূহকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ কর না। আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে নিষেধ করে যাচ্ছি'।[১১]

(৩) তিনি বলেন,

لاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَدُ... رواه المؤطا و احمد-

'তোমরা আমার কবরকে মূর্তিতে (وَثَنًا) পরিণত করোনা, যাকে পূজা করা হয়'।[১২]

(৪) অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَلاَتَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا...

'তোমরা আমার কবরকে তীর্থ কেন্দ্রে (عِيْدًا) পরিণত করো না'।[১৩]

৯. আব্দুল্লাহ, *English for today for H.S.C. students* নভেম্বর ২০০১ পৃঃ ৩৭৪-৭৫।

১০. আবু দাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৪০৬ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়; এম, আফলাতুন কায়সার, বঙ্গানুবাদ মেশকাত হা/৫১৭৩ (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী ৩য় মুদ্রণ-১, ১৯৯৮) ১০/১৬ পৃঃ।

১১. মুসলিম, মিশকাত হা/৭১৩ 'ছালাত' অধ্যায়, 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ; নূর মোহাম্মদ আ'জমী, বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফ হা/৬৬০, ২/২৯০ পৃঃ; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, সনদ ছহীহ, আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ (কুয়েতঃ জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, তাবি), পৃঃ ১৪-১৫।

১২. মুওয়াত্ত্বা, আহমাদ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৭৫০ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৬৯৪ ২/৩১০ পৃঃ।

১৩. নাসাঈ; মিশকাত হা/৯২৬ 'নবীর উপরে দরূদ ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৭৯৬।

(৫) জাবের (রাঃ) বলেন, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ – 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন কবর পাকা করতে, সেখানে বসতে ও তার উপরে সৌধ নির্মাণ করতে'।[১৪]

(৬) তিনি সাবধান করে বলেন, لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ – 'তোমাদের কেউ জ্বলন্ত অঙ্গারের উপরে বসুক ও তার কাপড় পুড়ে গায়ের চামড়া ঝলসে যাক, সেটাও তার জন্য উত্তম হ'ল কবরে বসার চাইতে'।[১৫]

(৭) তিনি বলেন, لاَتُصَلُّوْا إِلَى الْقُبُوْرِ وَلاَتَجْلِسُوْا عَلَيْهَا– 'তোমরা কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করোনা ও তার উপরে বসো না'।[১৬]

(৮) হজ্জ থেকে ফেরার পথে একটি মসজিদে মুছল্লীদের ভিড় দেখে ওমর (রাঃ) কারণ জিজ্ঞেস করলে জানতে পারেন যে, এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার ছালাত আদায় করেছিলেন। তখন ওমর ফারূক বললেন, এভাবে ইহুদী-নাছারারা ধ্বংস হয়েছে। তারা তাদের নবীদের স্মৃতি চিহ্ন সমূহকে তীর্থস্থানে পরিণত করেছে। অতএব ছালাতের সময় না হ'লে তোমরা এখানে কোনরূপ ছালাত আদায় করবে না।[১৭]

(৯) ওমর (রাঃ)-এর নিকটে খবর পৌঁছলো যে, যে বৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে ছাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ্‌র নবীর হাতে মৃত্যুর বায়'আত করেছিলেন, যা 'বায়'আতুর রেযওয়ান' নামে খ্যাত, লোকেরা ঐ বৃক্ষের নিকটে যাচ্ছে (বরকত মনে করে), তখন ওমর (রাঃ) ওটাকে কেটে ফেলার নির্দেশ দেন'।[১৮]

(১০) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، متفق عليه–

'ইয়াহূদ-নাছারাদের উপরে আল্লাহ অভিসম্পাত করুন, তারা তাদের নবীদের কবরগুলিকে উপাসনার কেন্দ্রে পরিণত করেছে'।[১৯]

১৪. *মুসলিম, হা/৯৭০ 'জানায়েয' অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ৩২, হা/৯৪।*
১৫. *মুসলিম, হা/৯৭১ 'জানায়েয' অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ৩৩, হা/৯৬।*
১৬. *মুসলিম, হা/৯৭২ 'জানায়েয' অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ৩৩, হা/৯৮।*
১৭. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, সনদ ছহীহ, আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ, পৃঃ ৯৩।* ১৮. *প্রাগুক্ত।*
১৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭১২; নূর মোহাম্মদ আ'জমী, বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফ হা/৬৫৭, ২/২৯০ পৃঃ।*

(১১) আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্তিম অসুখে আক্রান্ত হ'লেন, তখন একদিন তাঁর জনৈকা স্ত্রী হাবশার মারিয়াহ গীর্জার কথা আলোচনা করছিলেন। এছাড়া উম্মে সালামা ও উম্মে হাবীবাহ যাঁরা হাবশা গিয়েছিলেন, তাঁরাও সেখানকার ঐ গীর্জার সৌন্দর্য ও সেখানে রক্ষিত ছবি ও চিত্র সমূহের কথা বর্ণনা করলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাথা উঠিয়ে বললেন, ওরা এমন একটি সম্প্রদায় যখন ওদের মধ্যকার কোন সৎ লোক মারা যেত, তারা তার কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণ করত। তারপর সেখানে ঐ সবের ছবি বা চিত্র অংকন করত। ক্বিয়ামতের দিন এরা হ'ল আল্লাহ্‌র নিকৃষ্টতম সৃষ্টি'।[২০]

বর্তমান যুগেও তাই করা হচ্ছে। ব্যক্তির ছবি বা তৈলচিত্র এখন ভক্তদের ঘরে ঘরে সুন্দরভাবে ও সসম্মানে শোভা পাচ্ছে। তাদের কবরে মসজিদ ও সৌধ নির্মাণ করা হচ্ছে ও সেখানে বৎসরান্তে কিংবা বিশেষ বিশেষ সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হচ্ছে। এমনকি ঘর হ'তে বের হবার সময় ঐ ব্যক্তির কিংবা তার মাযারের টাঙানো ছবির দিকে তাকিয়ে তার সাহায্য চাওয়া হচ্ছে ও তার অসীলায় বিপদ মুক্তি কামনা করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য যে, কবর পূজা, মূর্তি পূজা, স্থান পূজা ও ছবিপূজার মধ্যে বিশ্বাসগত দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। মূর্তি কিংবা ছবি মানব মনের উপরে অতি দ্রুত ও গভীরভাবে রেখাপাত করে বিধায় ইসলাম এ বিষয়ে কঠোর বিধান প্রদান করেছে। এক্ষণে ছবি ও মূর্তি বিষয়ে শারঈ বিধান সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোকপাত করার চেষ্টা পাব ইনশাআল্লাহ।

ছবি ও মূর্তি সম্পর্কে শারঈ বিধানঃ

১ (ক) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَالَ اللهُ تَعَالَى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِيْ فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً أَوْلِيَخْلُقُوْا حَبَّةً أَوْشَعِيْرَةً، متفق عليه –

'আমার সৃষ্টির মত করে যে ব্যক্তি (কোন প্রাণী) সৃষ্টি করতে যায়, তার চাইতে বড় যালিম আর কে আছে? পারলে তারা একটি পিঁপড়া বা শস্যদানা বা একটি যব সৃষ্টি করুক তো দেখি?[২১]

(খ) আবু যুর'আ বলেন, আমি একদা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সাথে মদীনার (উমাইয়া গবর্ণর মারওয়ান ইবনুল হিকাম-এর) একটি বাড়ীতে গেলাম। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন যে, বাড়ীর উপরিভাগে জনৈক শিল্পী ছবি

২০. *বুখারী 'ছালাত' অধ্যায় 'গীর্জায় ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ হা/৪২৭, ৪৩৪; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৫০৮; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৩০৯, ৮/২৬০ পৃঃ।*
২১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৯৬ 'পোষাক' অধ্যায়, 'ছবিসমূহ' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯৭, ৮/২৫৬ পৃঃ।*

অংকন করছে। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম আর কে আছে যে আমার সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে। তাহ'লে সৃষ্টি করুক একটি শস্যদানা বা একটি পিপীলিকা...।[২২]

(২) আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ ، متفق عليه –

'যে সমস্ত লোক এইসব ছবি তৈরী করে, তারা ক্বিয়ামতের দিন আযাব প্রাপ্ত হবে। তাদেরকে বলা হবে 'তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে, তা জীবিত কর'।[২৩]

(৩) আবু জুহায়ফা (রাঃ) বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَوا وَمُوْكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ –

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন রক্ত বিক্রয় করে তার মূল্য নিতে, কুকুর বিক্রয়ের মূল্য নিতে, যৌন উপার্জন নিতে এবং তিনি লা'নত করেছেন সূদ গ্রহীতা, সূদ দাতা, (হাতে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে) উল্কিকারিনী ও উল্কি প্রার্থিনী মহিলা এবং ছবি অংকন বা প্রস্তুতকারী ব্যক্তির উপরে'।[২৪]

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ... وَمَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ ، رواه البخارى–

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে একটি ছবি তৈরী করবে, আল্লাহ তাকে চাপ দিবেন তাতে রূহ প্রদানের জন্য। অথচ সে তা পারবে না'।[২৫]

(৫) সাঈদ বিন আবুল হাসান বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, আমার পেশা হ'ল ছবি তৈরী করা। এখন এ বিষয়ে আপনি আমাকে ফৎওয়া দিন। তখন ইবনু আব্বাস তাকে কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায় হাত রেখে বললেন, আমি তোমাকে ঐটুকু অবহিত করতে পারি, যা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হ'তে শ্রবণ করেছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَيُعَذِّبُهُ فِيْ جَهَنَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلاً فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ رُوْحَ فِيْهِ –

'প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামী। তার প্রস্তুতকৃত প্রতিটি ছবিতে (ক্বিয়ামতের দিন) রূহ প্রদান করা হবে এবং জাহান্নামে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে'। অতঃপর ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যদি তুমি একান্তই ছবি তৈরী করতে চাও, তাহ'লে বৃক্ষ-লতা বা এমন বস্তুর ছবি তৈরী কর, যার মধ্যে প্রাণ নেই।[২৬]

৬. (ক) আয়েশা (রাঃ) বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِيْ بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ تَصَالِيْبُ إِلاَّ نَقَضَهُ، رواه البخارى

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় গৃহে (প্রাণীর) ছবিযুক্ত কোন জিনিষই রাখতেন না। দেখলেই ভেঙ্গে চূর্ণ করে দিতেন'।[২৭]

(খ) আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার তিনি গদি বা আসন খরিদ করলেন, যাতে প্রাণীর ছবি ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গৃহে প্রবেশের সময় দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। ঘরে প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করলাম। তখন আমি বললাম, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকটে তওবা করছি। হে রাসূল! আমি কি গুনাহ করেছি? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এই গদিটি কেন? আমি বললাম, আপনার বসার জন্য ও বিছানা হিসাবে ব্যবহার করার জন্য আমি ওটি খরিদ করেছি। তখন তিনি বললেন, এই সমস্ত ছবি যারা তৈরী করেছে, ক্বিয়ামতের দিন তাদের আযাব দেওয়া হবে ও তাদেরকে বলা হবে, যা তোমরা বানিয়েছ, তাতে জীবন দাও। অতঃপর তিনি বললেন, ফেরেশতাগণ ঐ ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি থাকে'।[২৮] ছহীহ মুসলিমে বর্ধিত বর্ণনায় এসেছে আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি ঐটি নিলাম ও তাকে দু'টুকরা করে ছোট বালিশ বানালাম ও ঘরের ব্যবহার্য অন্য কাজে লাগালাম'।[২৯]

(গ) আয়েশা (রাঃ) থেকে অপর একটি বর্ণনায় এসেছে যে, একবার তিনি ঘরের জানালায় একটি পর্দা ঝুলিয়েছিলেন, যাতে প্রাণীর ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পর্দাটিকে ছিঁড়ে

২২. *ফাৎহুল বারী 'পোষাক' অধ্যায় ৭৭, 'ছবি বিনষ্ট করা' অনুচ্ছেদ ৯০, ১০/৩৯৮ পৃঃ।*

২৩. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৪৯২; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯৩, ৮/২৫৪ পৃঃ।*

২৪. *বুখারী, মিশকাত হা/২৭৬৫ 'ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা' অধ্যায়; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/২৬৪৫, ৬/৬ পৃঃ।*

২৫. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৪৯৯; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/৪৩০০, ৮/২৫৬।*

২৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৪৪৯৮, ৪৫০৭; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯৯, ৪৩০৮।*

২৭. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৪৯১; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯২।*

২৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৯২; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯৩।*

২৯. *মুসলিম হা/২১০৭ 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ২৬ হা/৯৬।*

ফেললেন। তখন আয়েশা (রাঃ) সেই কাপড়ের টুকরা দিয়ে বালিশ তৈরী করেন, যা ঘরেই থাকত এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাতে হেলান দিয়ে বসতেন'।[৩০]

(ঘ) আয়েশা (রাঃ) থেকে অপর একটি বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা এক সফর থেকে ঘরে ফেরেন। ঐ সময় আমি দরজায় একটি ঝালরওয়ালা পশমী কাপড়ের পর্দা টাঙিয়েছিলাম। যাতে ডানাওয়ালা ঘোড়ার ছবি ছিল। অতঃপর তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন ও আমি পর্দাটিকে হটিয়ে দিলাম'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত পর্দাটিকে টেনে ছিঁড়ে ফেলেন এবং বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই নির্দেশ দেননি যে, আমরা পাথর, মাটি বা ইটকে কাপড় পরিধান করাই। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমরা ওটিকে কেটে দু'টি বালিশ বানাই ও তাতে ঝালর লাগাই। এতে তিনি আমাকে দোষারোপ করেননি'।[৩১]

(ঙ) আয়েশা (রাঃ) বলেন, তাঁর ছবিযুক্ত একটি কাপড় ছিল, যা তাঁর কক্ষের জানালায় ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐদিকে ফিরে ছালাত আদায় করার সময় বললেন, কাপড়টি সরিয়ে দাও। তখন আমি কাপড়টিকে ছিঁড়ে কয়েকটি বালিশ বানাই'।[৩২]

(চ) আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমাদের ঘরের সম্মুখে পাখির ছবিযুক্ত পর্দা ঝুলানো ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আয়েশা! ওটিকে সরিয়ে ফেল। কেননা ঘরে প্রবেশকালে ওটা দেখলে আমার দুনিয়ার কথা স্মরণ হয়'। আয়েশা বলেন, আমাদের একটি কাপড় ছিল, যাতে নকশা ছিল। সেটি পরিধান করতাম। কিন্তু তা কর্তন করিনি।[৩৩]

৭. (ক) আবু ত্বালহা আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

لَاتَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَّ لاَ تَصَاوِيْرُ-

'ঐ ঘরে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কুকুর থাকে বা (প্রাণীর) ছবি থাকে'।[৩৪] অবশ্য এর মধ্যে ঐসব ফেরেশতা অন্তর্ভুক্ত নন, যারা মানুষের দৈনন্দিন আমলের হিসাব লিপিবদ্ধ করেন কিংবা মানুষের হেফাযতে নিয়োজিত থাকেন অথবা বান্দার রূহ কবয করার জন্য আসেন। অনুরূপভাবে কুকুর বলতে স্রেফ খেলা ও বিলাসিতার জন্য যেগুলি রাখা হয়। নইলে শিকারী কুকুর, ফসল ও বাড়ী পাহারা দেওয়ার কুকুর, যুদ্ধ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত কুকুর উক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। উক্ত মর্মে পৃথকভাবে হাদীছ সমূহ বর্ণিত হয়েছে।[৩৫]

(খ) বুখারী ও মুসলিম বুস্‌র বিন সাঈদ হ'তে, তিনি যায়েদ বিন খালেদ আল-জুহানী হ'তে, তিনি ছাহাবী আবু ত্বালহা আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই ফেরেশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে ছবি থাকে'। বুস্‌র বলেন, অতঃপর যায়েদ পীড়িত হ'লে আমরা তাঁকে সেবা করার জন্য গেলাম। তখন তাঁর ঘরের দরজায় ছবিযুক্ত পর্দা দেখলাম। আমি রাসূলের স্ত্রী মায়মূনা (রাঃ)-এর পূর্ব স্বামীর পুত্র ওবায়দুল্লাহ আল-খাওলানীকে জিজ্ঞেস করলাম, যায়েদ কি ইতিপূর্বে আমাদেরকে ছবির নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে খবর দেননি? জবাবে ওবায়দুল্লাহ বললেন, আপনি কি তাঁকে একথা বলতে শোনেননি যে, 'কাপড়ে অংকিত ছবি ব্যতীত' (إِلاَّ رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ) আমি বললাম, না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি একথা বলেছেন'।[৩৬]

(গ) ওবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ একদা অসুস্থ আবু ত্বালহা আনছারীকে দেখতে তাঁর বাড়ীতে যান। সেখানে তিনি সাহ্‌ল বিন হুনাইফকে পান। তখন আবু ত্বালহা জনৈক ব্যক্তিকে বিছানার চাদরটি হটিয়ে দিতে বললেন। সাহ্‌ল বললেন, আপনি কেন এটি সরিয়ে দিচ্ছেন? আবু ত্বালহা বললেন, ওতে ছবি রয়েছে এবং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা বলেছেন, তা আপনি জানেন। তখন সাহ্‌ল বললেন, কিন্তু তিনি কি একথা বলেননি যে, 'কাপড়ে অংকিত ছবি ব্যতীত'। আবু ত্বালহা বললেন, হ্যাঁ, বলেছেন। কিন্তু এটি আমার হৃদয়ের অধিকতর প্রশান্তির জন্য' (وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِيْ)।[৩৭]

৮. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, একদিন জিব্রীল (আঃ) আমার নিকটে এসে বলেন, আমি গত রাতে আপনার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে আমাকে যে জিনিষ বিরত রেখেছিল, তা হ'ল আপনার গৃহদ্বারের ছবিগুলি। কেননা ঘরের দরজায় একটি পাতলা পর্দা ঝুলানো ছিল, যাতে প্রাণীর অনেকগুলি ছবি ছিল। তাছাড়া ঘরে একটি কুকুর ছিল। অতএব আপনি ঐ ছবিগুলির মাথা কেটে ফেলার নির্দেশ দিন, যা ঘরের দরজার পর্দায় ঝুলানো রয়েছে। ফলে তা গাছ-গাছড়ার আকৃতি হয়ে যাবে। আর পর্দাটি সম্বন্ধে নির্দেশ দিন, যেন সেটি কেটে ফেলে দু'টি বালিশ বা বিছানা বানিয়ে নেওয়া হয়, যা পড়ে থাকবে ও পায়ে দলিত হবে। আর কুকুর সম্বন্ধে নির্দেশ দিন, যেন তা বের করে দেওয়া হয়। হাসান অথবা হোসায়েন কুকুরের বাচ্চাটি খেলার জন্য মাল-সামানের মধ্যে লুকিয়ে

৩০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৯৩; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯৪।*
৩১. *মুসলিম হা/২১০৭ পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায় ৩৭, অনুচ্ছেদ ২৬, হা/৮৭।; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৪৯৯।*
৩২. *মুসলিম, 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায় ৩৭, অনুচ্ছেদ ২৬, হা/৯৩; ছহীহ নাসাঈ হা/৪৯৪৭।*
৩৩. *ছহীহ নাসাঈ হা/৪৯৪৬।*
৩৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৮৯; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯০।*
৩৫. *দ্রঃ মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০৯৮-৪১০১, ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৩৯২০-২৩।*
৩৬. *মুসলিম, হা/২১০৬ 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২৬, হা/৮৫-৮৬।*
৩৭. *ছহীহ নাসাঈ হা/৪৯৪২ 'ছবি সমূহ' অনুচ্ছেদ।*

রেখেছিল। নির্দেশ পেয়ে তা বের করে দেয়'।[৩৮]

৯. (ক) আবু হাইয়াজ আল-আসাদী বলেন, আমাকে একদিন আলী (রাঃ) বললেন,

أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِىْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَّتَدَعْ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُّشْرَّفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ، رواه مسلم-

'আমি কি তোমাকে এমন একটি কাজে পাঠাবো না, যে কাজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে পাঠিয়েছিলেন? সেটি এই যে, তুমি এমন কোন ছবি ছাড়বে না, যাকে নিশ্চিহ্ন না করবে এবং এমন কোন উঁচু কবর দেখবে না, যাকে সমান না করে দেবে'।[৩৯] আবু হাইয়াজ খলীফা আলী (রাঃ)-এর পুলিশ প্রধান ছিলেন। আলবানী বলেন যে, এই আদেশ কেবল আলী নয় খলীফা ওছমানের আমলেও জারি ছিল।[৪০]

(খ) আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি খাদ্য প্রস্তুত করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দাওয়াত দিয়েছি। তিনি আসলেন ও গৃহে প্রবেশ করলেন। অতঃপর একটি পর্দা দেখলেন, যা ছবিযুক্ত ছিল। তখন তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং বললেন, ঐ বাড়ীতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যে বাড়ীতে ছবি থাকে'।[৪১]

১০. (ক) জাবের (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের সময় যখন আমরা নিকটবর্তী 'বাত্বহা' উপত্যকায় ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে নির্দেশ দেন যেন কা'বা গৃহের সকল ছবি (মূর্তি) নিশ্চিহ্ন করে দেন। অতঃপর উক্ত ছবি সমূহ নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বা গৃহে প্রবেশ করলেন না'।[৪২]

(খ) উসামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কা'বা গৃহে প্রবেশ করলাম। তিনি সেখানে ছবি সমূহ দেখে বালতিতে পানি আনার জন্য বললেন। আমি পানি নিয়ে এলে তিনি তা দিয়ে কাপড় ভিজিয়ে ঐগুলি মুছতে থাকলেন ও বললেন,

قَاتَلَ اللَّهُ قَوْمًا يُصَوِّرُوْنَ مَا لاَ يَخْلُقُوْنَ-

'আল্লাহ ঐ জাতিকে ধ্বংস করুন, যারা ছবি তৈরী করে। অথচ সেগুলিকে তারা সৃষ্টি করতে পারে না'।[৪৩]

৩৮. *তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫০১; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/৪৩০২; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৫০৪, ছহীহ তিরমিযী হা/২২৫০; ছহীহ নাসাঈ হা/৪৯৫৮।*

৩৯. *আবূদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত তাহক্বীক্ব আলবানী, হা/১৬৯৬ 'জানাযা' অধ্যায়, 'মৃতের দাফন' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদঃ নূর মোহাম্মদ আ'জমী হা/১৬০৫, (এমদাদিয়া লাইব্রেরীঃ ৩য় মুদ্রণ ১৯৮৬), ৪/৯২ পৃঃ।*

৪০. *তাহযীরুস সাজেদ পৃঃ ৯২।*

৪১. *ছহীহ নাসাঈ হা/৪৯৪৪।*

৪২. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৫০২ 'ছবিসমূহ' অনুচ্ছেদ।*

৪৩. *মুসনাদে আবূদাঊদ ত্বায়ালেসী, হাফেয ইবনু হাজার বলেন, বর্ণনাটির সনদ 'জাইয়িদ' বা উত্তম; আব্দুল আযীয বিন আব্দুল আব্দুল্লাহ বিন বায, ফী হুকমিত তাছবীর (রিয়াদঃ ৪র্থ সংস্করণ ১৪০১/১৯৮১) পৃঃ ৮।*

আলোচনাঃ

ছবি ও মূর্তি সম্পর্কে উপরে বর্ণিত হাদীছ সমূহ ছাড়াও বহু হাদীছ রয়েছে, যেগুলিতে শাব্দিক পার্থক্য ব্যতীত প্রায় সমস্ত বর্ণনার সারমর্ম এই যে, সকল ধরনের প্রাণীর ছবি হারাম এবং তা কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। যার জন্য জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। এখানে ছবি যেকোন ধরনের হ'তে পারে। চাই সে ছবি ছায়াযুক্ত হৌক বা না হৌক। চাই সে ছবি দেওয়ালে থাকুক বা অন্য কিছুতে থাকুক। কেননা নবী করীম (ছাঃ) ছবির নিষেধাজ্ঞা বর্ণনার সময় পৃথক পৃথক হুকুম বর্ণনা করেননি। বরং তিনি সাধারণভাবে সকল ছবি প্রস্তুতকারীকে লা'নত করেছেন ও খবর দিয়েছেন যে, 'ক্বিয়ামতের দিন ছবি প্রস্তুতকারীগণ কঠিনতর আযাবে পতিত হবে এবং প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামী। তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা যেসব ছবি তৈরী করেছিলে, তাতে জীবন দাও'। এই সকল ধমকি সব ধরনের ছবিকে শামিল করে। এক্ষণে আবু ত্বালহা ও সাহ্ল বিন হুনাইফ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে 'কাপড়ে অংকিত যে ছবি'র কথা বলা হয়েছে সেটি বালিশ বা বিছানার চাদর সম্পর্কে বলা হয়েছে, যা পদদলিত ও হীন করা হয়। যেগুলিকে টাঙিয়ে রাখা হয় না বা সম্মান দেখানো হয় না এবং যেগুলির কারণে গৃহে ফেরেশতা প্রবেশে বাধা হয় না। তবুও আবু ত্বালহা (রাঃ) ঐ বিছানার চাদরটি সরিয়ে দিয়েছিলেন হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য, যা উক্ত হাদীছেই বর্ণিত হয়েছে। অতএব বিষয়টি নিঃসন্দেহে তাক্বওয়া বিরোধী। উক্ত হাদীছকে ছবিযুক্ত কাপড় টাঙানোর পক্ষে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যাবে না। কেননা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ সমূহে ছবিযুক্ত পর্দা টাঙানোর নিষেধাজ্ঞা ও তাকে সরিয়ে দেওয়া বা ছিঁড়ে ফেলা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এই সকল পর্দা ফেরেশতা প্রবেশে বাধা হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, যতক্ষণ না সেগুলিকে বিছানো হবে বা হীনকর কাজে ব্যবহার করা হবে বা মাথা কেটে ফেলে বৃক্ষে রূপান্তরিত করা হবে। এই হাদীছ সমূহে পরস্পরে কোন বিরোধ নেই।

উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন দেশে নেতা বা ভক্তিভাজন ব্যক্তিদের মাথা রেখে দেহের উপরাংশের ছবি গৃহে বা অফিস কক্ষে টাঙিয়ে রাখা হয় এবং ধারণা করা হয় যে, এর মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি প্রাণহীন হওয়ার কারণে উক্ত ধরনের ছবি তৈরী বা টাঙানো জায়েয আছে। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। উপরোক্ত হাদীছে যার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে।

বিদ্বানগণের বক্তব্যঃ

ছহীহ বুখারীর সর্বশেষ ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ফাৎহুল বারীর মধ্যে 'ছবি' বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ সমূহের মধ্যকার সমন্বয় প্রসঙ্গে বিদ্বানগণের বক্তব্য সমূহ উদ্ধৃত করেছেন। যা নিম্নরূপঃ

(১) আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়

যে, ছায়াহীন ছবিযুক্ত কাপড় যা পদদলিত করা হয় বা বালিশ, বিছানা ইত্যাদি হীনকর কাজে ব্যবহার করা হয়, এগুলি জায়েয। নববী বলেন, এটাই অভিমত হ'ল ইমাম ছওরী, আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ প্রমুখ বিদ্বানের। এতে ছায়াযুক্ত বা ছায়াহীন ছবির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদি ছবি দেওয়ালে লটকানো থাকে বা পরিহিত অবস্থায় থাকে বা পাগড়ী বা অনুরূপ বস্তুতে থাকে, যাকে হীনকর গণ্য করা হয় না, তবে সে ছবি হারাম। ... ইবনু আবী শায়বা ইকরিমা হ'তে বর্ণনা করেন যে, ছাহাবী ও তাবেঈগণ ঐসব ছবির বিষয়ে ছাড় দিতেন,যা বিছানায় বা বালিশে থাকত এবং পদদলিত হ'ত বা হীনকর কাজে ব্যবহৃত হ'ত। তারা ঐসব ছবিকে অপসন্দ করতেন, যা টাঙানো বা স্থাপন করা হ'ত। ওরওয়া বলেন যে, ইকরিমা ঐসব বালিশে ঠেস দিয়ে বসতেন, যাতে পাখি বা মানুষের ছবি থাকত'।[৪৪]

ইবনু হাজার বলেন, ছবি প্রস্তুতকারী ও ব্যবহারকারী দু'জনেই গোনাহগার। তবে ছবি ব্যবহারকারী ব্যক্তি অধিক গোনাহগার।[৪৫]

ইবনুল আরাবী মালেকী বলেন, ছবি বিষয়ে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, দেহযুক্ত সকল (প্রাণীর) ছবি সর্বসম্মতভাবে হারাম। যদি কাপড়ে অংকিত হয়, তবে সে সম্পর্কে চার ধরনের বক্তব্য রয়েছেঃ ১-এগুলি সাধারণভাবে জায়েয ২- এগুলি সাধারণভাবেই হারাম ৩- প্রাণীর পূর্ণ আকৃতি বিশিষ্ট ছবি হারাম। কিন্তু যদি মাথা কেটে ফেলা হয় এবং অঙ্গাদি পৃথক করে ফেলা হয়, তাহ'লে জায়েয। তিনি বলেন, এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত। ৪- যদি ছবি হীনকর কাজে ব্যবহৃত হয়, তাহ'লে জায়েয। কিন্তু যদি টাঙানো হয়, তাহ'লে নাজায়েয'।[৪৬]

কুরতুবী বলেন[৪৭] যায়েদ বিন খালেদ আল-জুহানী কর্তৃক ছাহাবী আবু ত্বালহা আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে[৪৮] যেখানে 'ছবিযুক্ত পোষাক' জায়েয বলা হয়েছে এবং আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ছবি নিষিদ্ধের হাদীছের মধ্যে সমন্বয়ের পথ এই যে, আয়েশা বর্ণিত হাদীছ দ্বারা ছবিকে 'মাকরূহ' বা অপসন্দনীয় বুঝানো হয়েছে এবং আবু ত্বালহা বর্ণিত হাদীছে ছবিযুক্ত পোষাককে শুধুমাত্র জায়েয বলা হয়েছে, যা অপসন্দনীয় হওয়ার পথে বাধা নয়'। ইবনু হাজার বলেন, এই সমন্বয়টি সুন্দর। তবে আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীছের[৪৯] ব্যাখ্যায় যে সমন্বয় পেশ করা হয়েছে[৫০] সেটিই অধিক উত্তম।[৫১] অর্থাৎ গবর্ণর মারওয়ানের বাড়ীর প্রবেশমুখে দেওয়ালে উপরে অংকিত ছবির বিরোধিতা করে তিনি একে 'আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল' বলে রাসূলের যে নিষেধাজ্ঞামূলক হাদীছ বর্ণনা করেন, সেখানে ছায়াযুক্ত বা ছায়াহীন, প্রাণী বা প্রাণহীন সকল প্রকার ছবিকে শামিল করা হয়েছে'।[৫২] সেকারণ সকল প্রকারের ছবিই হারাম।

(২) ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, যে ছবির কারণে গৃহে ফেরেশতা প্রবেশ করে না এবং যা প্রস্তুত করা ও সংরক্ষণ করা নিষিদ্ধ, তা হ'ল ঐসব ছবি যাতে প্রাণ রয়েছে, যার মাথা কাটা হয়নি অথবা যা হীনকরভাবে ব্যবহার করা হয়নি। তিনি বলেন, কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে ছবি প্রস্তুতকারীর জন্য। কেননা ছবি পূজিত হয়ে থাকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে, ছবির দিকে দৃষ্টি দিলে মানুষ ফিৎনায় পতিত হয় এবং কোন কোন হৃদয় ঐদিকে প্রণত হয়ে পড়ে'।[৫৩] (৩) ছহীহ মুসলিমের বিশ্ববিশ্রুত ভাষ্যকার ইমাম নববী (রহঃ) অনুরূপ মর্মে মুসলিম শরীফের অধ্যায় রচনা করেছেন-

"باب تحريم تصوير صورة الحيوان و تحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش و نحوه وأن الملآئكة عليهم السلام لايدخلون بيتًا فيه صورة او كلب"

'প্রাণীর ছবি প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ বিষয়ে, বিছানা ইত্যাদি হীনকর কাজে ব্যবহৃত নয়, এমন ছবি নিষিদ্ধ বিষয়ে এবং ফেরেশতাগণ ঐসব গৃহে প্রবেশ করেন না, যেখানে ছবি অথবা কুকুর রয়েছে, উক্ত বিষয়ের অনুচ্ছেদ'।[৫৪]

(৪) ইমাম নববী বলেন যে, আমাদের বিদ্বানগণ ছাড়াও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, প্রাণীর ছবি কঠিনভাবে হারাম। এটি কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। এটি সর্বাবস্থায় হারাম। কেননা এতে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্য করা হয়। চাই সেটা কাপড়ে থাক, বিছানায় থাক, কাগজে বা ধাতব মুদ্রায় থাক, কোন পাত্রে, দেয়ালগাত্রে বা অন্য কিছুতে থাক। তবে বৃক্ষ-লতা বা অন্য কিছুর ছবি যা কোন প্রাণীর ছবি নয়, সেগুলি অংকন বা প্রস্তুত করা হারাম নয়।[৫৫]

আধুনিক গবেষক সাইয়িদ সাবিক্ব 'ছবি' সম্পর্কিত সমস্ত হাদীছের বক্তব্যকে নিম্নরূপে ভাগ করেছেনঃ

(১) দেহ বিশিষ্ট সকল প্রাণীর ছবি ও মূর্তি তৈরী করা হারাম। চাই সেটা মানুষের হৌক, জন্তুর হৌক বা পাখির হৌক। এগুলি বাড়ীতে রাখা ও সংরক্ষণ করা নিষিদ্ধ এবং এগুলি ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যার প্রাণ নেই, তার ছবি বা প্রতিকৃতি জায়েয আছে। যেমন বৃক্ষ-লতা, ফল-মূল ইত্যাদি। (২) বাচ্চাদের খেলনা-মূর্তি তৈরী করা

৪৪. ফাৎহুল বারী 'পোষাক' অধ্যায় ৭৭, অনুচ্ছেদ ৯১, ১০/৪০১-২।
৪৫. ঐ, ১০/৪০৩ পৃঃ।
৪৬. ঐ, অনুচ্ছেদ ৯২, ১০/৪০৫ পৃঃ।
৪৭. ফাৎহুল বারী 'পোষাক' অধ্যায় ৭৭, অনুচ্ছেদ ৯৪, ১০/৪০৬ পৃঃ।
৪৮. বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৫৯৫৮।
৪৯. বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৫৯৫৩, ১০/৩৯৮।
৫০. ঐ, ১০/৩৯৯ উক্ত হাদীছের ভাষ্য। *৫১. ঐ, পৃঃ ৪০৬।*
৫২. ঐ, ১০/৩৯৯, ৪০৬-৪০৯ পৃঃ।
৫৩. ফাৎহুল বারী, অধ্যায় ৭৭, অনুচ্ছেদ ৮৯, ১০/৩৯৭ পৃঃ।
৫৪. ছহীহ মুসলিম (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র ১৪০৩/১৯৮৩) 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায় ৩৭, অনুচ্ছেদ ২৬।
৫৫. ছহীহ মুসলিম (ইউ,পি, দেউবন্দঃ ১৯৮৬) ২য় খণ্ড, ১৯৯ পৃঃ।

ও বেচাকেনা জায়েয। (৩) ছায়াহীন ছবি, যেমন দেওয়ালে, ধাতব পদার্থের গায়ে, কাপড়ে, পর্দায় বা ক্যামেরায় তোলা ছবি সবই জায়েয। এগুলি ইসলামের প্রথম অবস্থায় নিষিদ্ধ ছিল। পরে অনুমতি দেওয়া হয়। নিষিদ্ধের দলীল হিসাবে তিনি আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ সমূহ এবং অনুমতির দলীল হিসাবে আবু ত্বালহা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ, যেখানে ছবিযুক্ত কাপড় পরিধানের অনুমতি রয়েছে (মুসলিম) ও আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ পেশ করেছেন। যেখানে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আয়েশাকে ছবিযুক্ত পর্দা সরিয়ে দিতে বলেন, সেদিকে দৃষ্টি পড়লে দুনিয়া স্মরণ হয় সেকারণে (মুসলিম)। এ প্রসঙ্গে তিনি হানাফী বিদ্বান ইমাম ত্বাহাভীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। ত্বাহাভী বলেন, 'প্রথম দিকে সকলপ্রকার ছবি নিষিদ্ধ ছিল। কেননা তখন লোকেরা মূর্তিপূজা থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত নতুন মুসলমান ছিল। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবশ্যক বোধে ছবিযুক্ত কাপড় ব্যবহারের অনুমতি দেন এবং যেগুলি হীনকর কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে যেগুলি হীনকর কাজে ব্যবহার করা হয় না,সেগুলির উপরে নিষেধাজ্ঞা পূর্বের ন্যায় বহাল থাকে'।[৫৬]

আমরা বলি, সাইয়িদ সাবিক্ব-এর ছায়াহীন ছবি জায়েয বলার বিষয়টি সর্বাবস্থায় সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা রাবী আবু ত্বালহা (রাঃ) নিজে ছবিযুক্ত বিছানা সরিয়ে দিয়েছেন হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছবিযুক্ত পর্দা হটিয়েছেন দুনিয়া স্মরণ হওয়া থেকে বাঁচার জন্য। এ থেকে ঢালাওভাবে সর্বাবস্থায় ছবি জায়েয হওয়া বুঝায় না। কেবলমাত্র বাধ্যগত অবস্থায় ও হীনকর কাজে জায়েয হ'তে পারে।

প্রাণীর খেলনাঃ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবুক অথবা খায়বার যুদ্ধ হ'তে বাড়ী ফেরেন। তখন বাড়ীর সম্মুখে দরজায় একটি পর্দা টাঙানো ছিল। বাতাসে তার একপাশ সামান্য সরে গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আয়েশা! এসব কি? তিনি বলেন, এসব আমার মেয়ে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেলনাগুলির মাঝখানে একটি ঘোড়া দেখলেন, যার দু'টি নকশাওয়ালা ডানা রয়েছে এবং বললেন, এদের মাঝে এটা কি দেখছি? আয়েশা বললেন, ঘোড়া। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এর উপরে এ দু'টি কি? তিনি বললেন, ডানা। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঘোড়ার আবার দু'টি ডানা? তিনি বললেন, আপনি কি শোনেননি যে, সুলায়মান (আঃ)-এর একটি ঘোড়া ছিল, যার অনেকগুলি ডানা ছিল? আয়েশা (রাঃ) বলেন, একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হেসে ফেলেন, তাতে আমি তাঁর মাড়ি দাঁত সমূহ দেখতে পেলাম'।[৫৭]

৫৬. সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রোঃ আল-ফাৎহু লিল আ'লামিল আরাবী, ৫ম সংস্করণ ১৪১২/১৯৯২) 'ছবি' অধ্যায় ২/৪৪-৪৬ পৃঃ।

৫৭. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪১২৩ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়, ৬২ অনুচ্ছেদ; বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৬১৩০-এর ব্যাখ্যা, 'আদব' অধ্যায় ৭৮, অনুচ্ছেদ ৮১, ১০/৫৪৩।

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছ দ্বারা মেয়েদের পুতুল খেলা জায়েয সাব্যস্ত হয় এবং ছবি সম্পর্কে সাধারণ নিষেধাজ্ঞা থেকে এটিকে খাছ করা হয়। ক্বাযী আয়ায এবিষয়ে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেন ও এটিকে জমহূর বিদ্বানগণের অভিমত বলে উল্লেখ করেন। তাঁরা মেয়েদের গৃহস্থালী প্রশিক্ষণের জন্য পুতুল খেলা জায়েয বলেন। কোন কোন বিদ্বান একে 'মানসূখ' বা হুকুমরহিত বলেন। ইবনু বাত্ত্বাল এদিকেই ঝুঁকেছেন।... বায়হাক্বী অত্র হাদীছ সংকলনের পরে বলেন, নিশ্চিতভাবে ছবি নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। অতএব আয়েশার জন্য এই অনুমতি ছবি নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের বিষয় হিসাবে গণ্য করতে হবে। ইবনুল জাওযী এ বিষয়ে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেন। ... খাত্ত্বাবী বলেন, মেয়েদের খেলনা-পুতুল ছবি বিষয়ে সাধারণ নিষেধাজ্ঞার বাইরের বস্তু। তাছাড়া আয়েশার জন্য অনুমতি এজন্য ছিল যে, তখন তিনি নাবালিকা ছিলেন। ইবনু হাজার বলেন, এটি দৃঢ়ভাবে বলা যাবে না। কেননা (৭ম হিজরীতে) খায়বার যুদ্ধের সময় আয়েশার বয়স ছিল ১৪ এবং (৯ম হিজরীতে) তাবূক যুদ্ধের সময় নিঃসন্দেহে তার চেয়ে বেশী ছিল।[৫৮]

আধুনিক সঊদী বিদ্বান মুহাম্মাদ বিন জামীল যায়নু বলেন, আয়েশা বাড়ীতে মাটি দিয়ে নিজ হাতে এই পুতুল বানিয়েছিলেন। অতএব এভাবে মাটির পুতুল বানিয়ে তাকে কাপড় পরানো ও সেবাযত্ন করার মাধ্যমে মেয়েরা ভবিষ্যতে সন্তান পালনের প্রশিক্ষণ নিতে পারে। এতে দোষ নেই। কিন্তু এই অজুহাতে বাজার থেকে বিভিন্ন প্রাণীর খেলনা পুতুল কিনে আনা জায়েয নয়। কেননা এটি একেতো অপচয়, দ্বিতীয়তঃ যদি বিদেশী কোম্পানীর খেলনা হয়, তবে তা আরো নিষিদ্ধ। কেননা এই সুযোগে মুসলমানের পয়সা অমুসলিম দেশ সমূহে চলে যায়।[৫৯]

সঊদী আরবের সাবেক প্রধান মুফতী শায়খ আবদুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, খেলনা পুতুল থেকে বিরত থাকাই উত্তম (الأَحْوَطُ)। কেননা এখানে দু'টি সন্দেহযুক্ত বিষয় রয়েছে (১) আয়েশার অনুমতি দেওয়ার ঘটনাটি ছবি-মূর্তি নিষিদ্ধ হওয়ার এবং এগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার সাধারণ নির্দেশের পূর্বের ঘটনা অথবা (২) এটি নিষেধাজ্ঞা বহির্ভূত একটি খাছ বিষয়। কেননা পুতুল খেলা এক ধরনের হীনকর কাজ। দু'টিকেই দু'দল বিদ্বান সমর্থন করেছেন। সেকারণ সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য এগুলি থেকে বিরত থাকাই উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন,

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَيَرِيْبُكَ 'তুমি সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিত্যাগ কর ও নিঃসন্দেহ বিষয়ের দিকে ধাবিত

৫৮. ফাৎহুল বারী 'আদব' অধ্যায় ৭৮, অনুচ্ছেদ ৮১, ১০/৫৪৪।

৫৯. মুহাম্মাদ বিন জামীল যায়নু, তাওজীহাত ইসলামিয়াহ (মক্কা মুকাররমাঃ পরিবর্ধিত ৫ম সংস্করণ, তাবি) পৃঃ ১১২।

হও'।[৬০] তিনি আরও বলেন, وَ مَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ 'যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বিষয়ে পতিত হ'ল, সে হারাম বিষয়ে পতিত হ'ল'।[৬১]

প্রাণীর মাথা বিশিষ্ট ছবিঃ

হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাণীর ছবির মাথা কেটে ফেলে তাকে বৃক্ষে বা অনুরূপ ছবিতে রূপান্তরিত করতে হবে। এক্ষণে মানবদেহের নীচের অংশ কেটে ফেলে উপরাংশের ছবি তৈরী ও তা সসম্মানে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা বা দর্শনীয় স্থানে স্থাপন করা নিঃসন্দেহে নাজায়েয এবং তা নিঃসন্দেহে ফেরেশতা আগমনের প্রতিবন্ধক। অতএব মাথা কাটা ছবি অথবা নিকৃষ্ট অবস্থায় পতিত বা হীনকর কাজে ব্যবহৃত ছবি ব্যতীত সাধারণ অবস্থায় প্রাণীর কোন ছবি প্রস্তুত ও ব্যবহার শরী'আতে নিষিদ্ধ। এই ছবি ছায়াযুক্ত হৌক বা না হৌক তাতে কিছুই যায় আসে না। কেননা মূর্তি, প্রতিকৃতি, কাপড়ে বা কাগজে অংকিত ছবি কিংবা ক্যামেরায় তোলা ছবি সবকিছুরই প্রতিক্রিয়া একই। এই ছবি বা মূর্তি যদি কোন ভক্তিভাজন ব্যক্তির হয়, তাহ'লে সেটা আরও কঠিন গোনাহের বিষয় হবে। ঐ ভক্তির চোরাগলি দিয়েই শিরক প্রবেশ করবে। যেমন পৃথিবীর আদি শিরক এভাবেই প্রবেশ করেছিল শ্রদ্ধাভাজন ধর্ম নেতা ও সমাজ নেতাদের মূর্তি পূজার মাধ্যমে হযরত নূহ (আঃ)-এর নবুওয়াতকালে ও তারপর থেকে সকল নবীর যামানায়।

এই সব পরলোকগত ভক্তিভাজন লোকদের মূর্তিতে ভরে গিয়েছিল পবিত্র কা'বা গৃহ। শেষ নবী (ছাঃ) এগুলিকে বের করে কা'বা গৃহকে শিরক মুক্ত করেই সেখানে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা দান করে ছিলেন। বর্তমানে আমরা ফেলে আসা জাহেলিয়াতকেই আবার আমাদের ঘরে ও বৈঠকখানায় স্থাপন করছি, অফিস কক্ষে টাঙিয়ে রাখছি ও সম্মানিত সকল স্থানে ও শোকেসে ভর্তি করছি। ব্যক্তির ছবির সামনে দাঁড়িয়ে অথবা তার বিদেহী আত্মার সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি। বিগত দিনের ফেলে আসা শিরক বিভিন্নরূপে আমাদের অফিস-আদালতে, শিক্ষা কেন্দ্রে এমনকি দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ভবনে ও আইন সভার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সসম্মানে স্থান করে নিয়েছে। এরপরেও আমাদের দাবী আমরা 'তাওহীদবাদী'।

যেসব ছবি অনুমতিযোগ্যঃ

১. বৃক্ষ-লতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, কা'বা গৃহ, মসজিদে নববী, বায়তুল আক্বছা বা অনুরূপ পবিত্র স্থান সমূহের ছবি, যদি তাতে কোন প্রাণীর ছবি না থাকে। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) জনৈক শিল্পীকে বলেন,যদি তুমি নিতান্তই ছবি প্রস্তুত করতে চাও,তবে বৃক্ষ-লতার ছবি অংকন কর অথবা ঐসব বস্তুর ছবি, যাতে প্রাণ নেই'।[৬২]

২. মাথা কাটা ছবি। জিব্রীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৬৩]

৩. পাসপোর্ট, ভিসা, আইডেন্টিটি কার্ড, লাইসেন্স, পলাতক আসামী ধরার জন্য, গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড রাখার জন্য ইত্যাদি বাধ্যগত ও যরূরী কারণে ছবি তোলা। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহ্‌র ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬; বাক্বারাহ ২৩৩, ২৮৬)*।

ছবি ও মূর্তির ক্ষতিকর দিক সমূহঃ

ইসলাম কোন বস্তু ক্ষতির কারণ ব্যতীত নিষিদ্ধ করেনি। যে ক্ষতি ধর্মীয়, চারিত্রিক, আর্থিক বা অন্য যেকোন দিকের হ'তে পারে। তবে সত্যিকারের মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধের সম্মুখে বিনা বাক্য ব্যয়ে মাথা নত করবেন এটাই স্বাভাবিক। যদিও তিনি সব সময় কারণ জানতে পারেন না। এক্ষণে ছবি ও মূর্তির প্রধান প্রধান ক্ষতিকর দিক সমূহ নিম্নে আলোচিত হ'লঃ

১. দ্বীন ও আক্বীদাগত ক্ষতিঃ মানুষ তার বিশ্বাস অনুযায়ী কর্ম করে থাকে। আর এই বিশ্বাসগত পার্থক্যের কারণেই মানব জাতি অসংখ্য ধর্ম ও রাজনৈতিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ তার সার্বিক জীবনে আল্লাহ্‌র একক আনুগত্যের উপরে বিশ্বাসী একটি বৃহৎ মানব সম্প্রদায়ের নাম। তারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্টির উপাসনা ও তার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করে না। মুশরিক সম্প্রদায়ের সাথে তাদের মৌলিক পার্থক্য এখানেই। কিন্তু ছবি ও মূর্তি মুসলমানদের এই আক্বীদার উপরে আঘাত হানে। হাতে গড়া ছবি ও মূর্তির দৃশ্যমান সত্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে সে মহাশক্তিধর অদৃশ্য সত্তা আল্লাহকে ভুলে যায়। তাঁর স্মরণ ও তাঁর বিধানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের বিষয়টি গৌণ হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র উপরে তাওয়াক্কুল করার মাধ্যমে যে পবিত্র ও অজেয় মানসিক শক্তি সে অর্জন করত, তা থেকে সে বঞ্চিত হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগের যুদ্ধ সমূহে সংখ্যাগুরু মুশরিকগণ পরাজয় বরণ করত সংখ্যালঘু মুসলমানদের অজেয় ঈমানী শক্তির কাছে, তাদের অস্ত্রশক্তির কাছে নয়। বদর যুদ্ধের সেনাপতি মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর সাথীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এই বলে যে, قُوْمُوْا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ 'এগিয়ে চল তোমরা জান্নাতের পানে, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনে

---

৬০. *নাসাঈ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৭৭৩ 'ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা' অধ্যায়; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/২৬৫৩, ৬/১০ পৃঃ।*

৬১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭৬২ 'ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা' অধ্যায়; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/২৬৪১, ৬/৪ পৃঃ; শায়খ বিন বায, ফী হুকমিত তাছবীর পৃঃ ২২-২৩।*

৬২. *মুসলিম হা/২১১০ 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায় ৩৭, অনুচ্ছেদ ২৬, হা/৯৯; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৯৮; বুখারী, মিশকাত হা/৪৫০৭; ঐ, বঙ্গানুবাদ ৪২৯৯, ৪৩০৮।*

৬৩. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৫০৪; নাসাঈ, ফাৎহুল বারী ১০/৪০৬ পৃঃ।*

পরিব্যপ্ত'।[৬৪] অথচ সেই মুসলমানরা ১৯৬৭ সালের ফিলিস্তীন যুদ্ধে ইহুদীদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনার সময় নির্দেশ দেয়,

سِيْرُوْا لِلْأَمَامِ فَإِنَّ مَعَكُمُ الْمُطْرِبَةُ فُلاَنَةُ وَفُلاَنَةُ ،

'হে সৈন্যরা! তোমরা সম্মুখে এগিয়ে চল। তোমাদের সঙ্গে আছে অমুক অমুক গায়িকা ও নর্তকী'।[৬৫] ফলাফল ছিল লজ্জাষ্কর পরাজয়। এই পরাজয়ের ফলে ফিলিস্তীন ভূখণ্ডের একটি বিরাট অংশ, মিসরের সিনাই উপত্যকা এবং সিরিয়ার গোলান মালভূমি ইসরাঈলী দখলে চলে যায়। যা আজও রয়েছে। এখনও তারা মার খেয়েই চলেছে। অথচ এত মার খেয়েও ফিলিস্তীনের নির্যাতিত মুসলমানেরা ইয়াসির আরাফাতের, ইরানের মুসলমানেরা খোমেনীর ও ইরাকের মুসলমানেরা সাদ্দামের ছবি নিয়ে মিছিল করছে। আল্লাহ্‌র উপরে তারা ভরসা করতে পারে না। হারানো ঈমানী শক্তি তারা আজও ফিরে পেল না।

বাংলাদেশের মুসলমানেরা তাদের মৃত রাজনৈতিক নেতা বা মারেফতী পীরদেরকে তাদের প্রেরণার উৎস বলে গর্ব করে। তাদের ছবিকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করে। নিজ গৃহে, বৈঠকখানায় ও অফিসে টাঙিয়ে রাখে। সেখানে সসম্মানে দাঁড়িয়ে থাকে ও তাকে মাল্যভূষিত করে। ছবি না থাকলেও তার সম্মানে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করে। বিশেষ বিশেষ সময়ে তাদের কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করে। সুযোগমত তাদের ছবি নিয়ে মিছিল করে। ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া বা ভারতের মূর্তি পূজারীদের সাথে আজ বাংলাদেশের ছবি, স্মৃতিস্তম্ভ ও ভাস্কর্য পূজারী মুসলমানদের কোনই পার্থক্য নেই। তাদের লালিত তাওহীদ বিশ্বাসের অজেয় প্রাণশক্তি নিঃশেষ হ'য়ে আজ মুশরিকদের পাশব শক্তির কাছে মাথা নত করেছে।

২. চারিত্রিক বিপর্যয়ের ক্ষতিঃ একথা আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, যেকোন দেশের যুব চরিত্র ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল 'ছবি'। রাস্তার ধারে, অফিসে-দোকানে, ঘরে-বৈঠকখানায়, পত্র-পত্রিকায়, সিনেমা-টেলিভিশনে, ভিসিপি-ভিসিআরে সর্বত্র আজ সাদা ও নীল ছবির ছড়াছড়ি। বিশেষ করে কল্পনায় আঁকা কিংবা বাস্তব তন্বী নারীদের ও বিখ্যাত নায়িকাদের অর্ধ উলঙ্গ ছবি ও যৌনোদ্দীপক ভঙ্গিমা সর্বস্ব পোষ্টার ও বিজ্ঞাপন সমূহ আজ উঠতি বয়সের তরুণদের চরিত্র দ্রুত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পুরুষ-নারী নির্বিশেষে ঐসব নোংরা ছবির দংশনে বিষদুষ্ট হয়ে প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বদা অসংখ্য পাপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে। যেনা-ব্যভিচার, হত্যা, ধর্ষণ, গণধর্ষণ এখন স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অধুনা 'সেক্সডল' (Sex doll) নামীয় বিশাল ও পূর্ণাঙ্গ মানবদেহী যৌন পুতুলের সাহায্যে গোপনে যৌনক্ষুধা মেটানোর ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছে। যা নারী-পুরুষের স্বাস্থ্য ও চরিত্র দুই-ই ধ্বংস করে দিচ্ছে। অথচ এসব কিছুরই মূল উৎস হ'ল ছবি ও মূর্তি।

৩. আর্থিক ক্ষতিঃ ছবি, মূর্তি, ভাস্কর্য, স্মৃতিসৌধ, স্মৃতিস্তম্ভ, শহীদ মিনার, প্রতিকৃতি, তৈলচিত্র, ছায়াচিত্র, স্থিরচিত্র, চলচ্চিত্র, রঙিন চিত্র ইত্যাদি হরেক রকম চিত্রের আর্থিক ক্ষতি অকল্পনীয়। এইসব ছবি ও মূর্তি তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যক্তিগত ও জাতীয় বাজেটের একটি বিরাট অংশ ব্যয় হয়ে যায় একেবারেই অনর্থক ও বাজে খরচ হিসাবে। 'অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই' *(ইসরা ২৭)*। অথচ শয়তানের রাস্তায় ব্যয়িত এইসব অপচয় বন্ধ করে যদি দারিদ্র্য বিমোচনে তা ব্যয় করা হ'ত, তাহ'লে পৃথিবীর কোন দেশেই দরিদ্র লোকের সন্ধান পাওয়া যেত কি-না সন্দেহ।

৪. সামাজিক ক্ষতিঃ নেতা-নেত্রীদের ছবি টাঙানো না টাঙানো কিংবা সম্মান-অসম্মান নিয়ে সমাজে প্রায়শঃ হিংসা-হানাহানি ও মারামারি লেগে আছে। প্রতি বছরে কেবল ছবির কারণেই বহু নেতা-কর্মীর জীবনহানি ঘটে। অনেকে চির পঙ্গুত্ব বরণ করে। অনেকে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়, অনেকে জেল-যুলুমের শিকার হয়। এমনকি খোদ নেতা-নেত্রীদের বিশাল মূর্তিও লাঞ্ছিত হয়। রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট নেতা লেনিনের ৭২ টন ওযনের পিতলের বিশাল মূর্তি বছর দু'য়েক আগে বিধ্বস্ত হয়েছে তারই জনগণের হাতে। চীনের কম্যুনিষ্ট নেতা মাও সে তুং-য়ের ছবি তার দেশের জনগণ আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে স্থাপিত বহু সম্মানিত ব্যক্তির মূর্তির মাথায় ও দেহে দৈনিক হাযারো পশু-পক্ষী পেশাব-পায়খানা করছে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ছবি সমূহ তাদের ভক্ত ও শত্রুদের মাধ্যমে দৈনিক পূজিত ও পদদলিত হচ্ছে। এভাবে ছবি ও মূর্তির দুর্দশা দেখার পরেও ছবির সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষতি বুঝতে কারু বাকী থাকার কথা নয়। ছবি ও মূর্তি বিষয়ে ইসলামের সিদ্ধান্ত তাই নিঃসন্দেহে দূরদর্শিতাপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক।

ছবি ও মূর্তি থেকে বেঁচে থাকার উপকারিতাঃ

(১) ছবি ও মূর্তি শিরকের বাহন। তাই এগুলি থেকে বিরত থাকতে পারলে জাতির একক ভক্তি ও উপাসনা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত হবে ও মানুষ শিরকের মহাপাতক হ'তে রক্ষা পাবে। তার জান্নাতের রাস্তা খোলাছা হবে।

(২) এগুলি তৈরীতে বছরে কোটি কোটি টাকার অপচয় হ'তে জাতি রক্ষা পাবে।

(৩) নীল ও পর্ণো ছবির আবশ্যিক কুফল হ'তে মুক্ত হয়ে যুব চরিত্রের নৈতিক মান উন্নত হবে। ভঙ্গুর স্বাস্থ্য ও যৌনরোগ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাস্থ্যবান জাতি গঠিত হবে।

(৪) দুষ্ট চিন্তা থেকে মুক্ত হ'য়ে জাতি উন্নত চিন্তায় অভ্যস্ত হবে।

(৫) ভক্তিভাজন ব্যক্তিগণ অসম্মানের হাত থেকে বেঁচে

---

৬৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১০ 'জিহাদ' অধ্যায়।*

৬৫. *মুহাম্মাদ বিন জামীল যায়নু, তাওজীহাত ইসলামিয়াহ (মক্কা মুকাররমা, ৫ম সংস্করণ, তারিখ বিহীন) পৃঃ ১০৯।*

যাবেন ও ভক্তদের অন্তরে তাঁদের স্মৃতি চির জাগরুক থাকবে।

(৬) পারস্পরিক হানাহানি ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে সমাজ মুক্তি পাবে।

মূর্তি ও ছবি কি পৃথক বস্তু?

অনেকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মূর্তি ভেঙ্গে ছিলেন। অতএব মূর্তি হারাম হ'লেও ছবি হারাম নয়। তাদের এই যুক্তি ধোপে টিকবে না। পূর্বে বর্ণিত হাদীছ সমূহ তার বাস্তব প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেমন মূর্তি ভেঙ্গেছিলেন, তেমনি ছবিযুক্ত পর্দা ছিঁড়েছিলেন ও পদদলিত করেছিলেন। এমনকি আলী (রাঃ)-কে পাঠিয়েছিলেন মদীনা শহরের সকল ছবি মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। আজও যদি দেশের সরকার রাস্তার মধ্যে টাঙানো সিনেমার ল্যাংটা ছবিগুলো ও পর্ণো ছবিওয়ালা বই-পত্রিকাগুলো বন্ধ বা ধ্বংস করতে পারতেন, তাহ'লে অন্ততঃ রাসূলের একটি হুকুম পালন করে তারা যেমন অশেষ ছওয়াবের ভাগীদার হ'তেন, তেমনি জাতি ও সমাজ সাক্ষাৎ ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যেত। একা আলী (রাঃ) যে কাজ পেরেছিলেন, দেশের গোটা সরকার কি সে কাজটুকু করার ক্ষমতা রাখেন না?

সার কথাঃ

উপরের হাদীছ সমূহ পর্যালোচনা এবং বিদ্বানগণের মতামত পর্যবেক্ষণের পর আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি।-

(১) প্রাণীদেহের সবধরনের ছবি, মূর্তি, ভাস্কর্য সব সময়ের জন্য নিষিদ্ধ।

(২) সম্মানের উদ্দেশ্যে অর্ধদেহী বা পূর্ণদেহী সকল প্রকার প্রাণীর ছবি টাঙানো বা স্থাপন করা নিষিদ্ধ।

(৩) অন্য জাতির উপাস্য কোন বস্তু যেমন অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির ছবিকে সম্মান করা নিষিদ্ধ।

(৪) বৃক্ষ-লতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, মসজিদ ইত্যাদি পবিত্র স্থান সমূহের প্রাণী বিহীন ছবি জায়েয।

(৫) বাধ্যগত কারণে, জনগুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে, রেকর্ড রাখার স্বার্থে ও হীনকর কাজে ব্যবহারের জন্য ছবি তোলা বা প্রস্তুত করা চলে।

(৬) তবে সবধরনের ছবি থেকে বিরত থাকাই ইসলামী শরী'আতের অন্তর্নিহিত দাবী।

আল্লাহ আমাদেরকে ছবি ও মূর্তির ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতি হ'তে রক্ষা করুন- আমীন!

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।

আহ্বানেঃ
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

লক্ষ্য করুণ!

'মজবুত ইমারত নির্মাণের জন্য চাই উন্নতমানের ইট'

❑ সম্পূর্ণ কয়লায় পুড়ানো ও পাক মিলে মোল্ডিং এ উন্নতমানের ইট প্রস্তুত কারক ও সরবরাহকারী।

যোগাযোগের ঠিকানা
এম, এইচ, বি ব্রিক্স
চেম্বার ও বিক্রয় কেন্দ্রঃ
শালবাগান, সপুরা, রাজশাহী
ফোনঃ ৭৬০৩৮৮; মোবাইলঃ ০১৭-১৩৮৬০৮

মাসিক 'আত-তাহ্‌রীক' ৫ম বর্ষ পূর্তিতে আমাদের শুভেচ্ছা

নিউ সাত্তার ব্রাদার্স

এখানে সিল্ক শাড়ী, নিজস্ব তৈরী বিভিন্ন প্রকারের পাঞ্জাবী, থ্রিপিচ সহ ভ্যারাইটিস ডিজাইন উন্নতমানের বিভিন্ন ধরনের পোশাক পাওয়া যায়।

সোনাদীঘির মোড়
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

নিপুন কারুকাজ ও গ্রাহকদের সন্তুষ্টিই শতরূপার অঙ্গীকার

শতরূপা জুয়েলারী হাউস

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

সর্বাধুনিক অলংকার নির্মাতা ও বিক্রেতা

মালোপাড়া, রাজশাহী
ফোন- ৭৭৫৪৯৫।

শামায়েলে মুহাম্মাদী (ছাঃ)

*মুহাম্মাদ হারূণ আযীযী নদভী**

(৩য় কিস্তি)

চুল ও দাড়িতে তৈল ও সুগন্ধি ব্যবহারঃ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, সর্বোত্তম খুশবু যা আমি পেতাম , তা নবী করীম (ছাঃ)-এর গায়ে লাগাতাম। এমনকি আমি তাঁর মাথায় ও দাড়িতে খুশবুর চমক দেখতাম'।[১১৬]

চুল ও দাড়িতে শুভ্রতাঃ

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর মাথায় ও দাড়িতে বিশটি সাদা চুলও ছিল না'।[১১৭]

ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, 'আমি আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (ছাঃ) কি খিযাব (মেহেদি) ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, না। তাঁর কানের পাশে সামান্য কয়েকটা চুল সাদা হয়েছিল মাত্র'।[১১৮]

জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চুলের শুভ্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি উত্তরে বলেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তৈল ব্যবহার করতেন, তখন কিছু দেখা যেত না। আর যখন তৈল ব্যবহার করতেন না, তখন সামান্য দেখা যেত'।[১১৯]

চুল ও দাড়িতে শুভ্রতার কারণঃ

আবুবকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাকে সূরা হূদ ও তার মত অন্য সূরাগুলি বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই বৃদ্ধ করে ফেলেছে'।[১২০]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমাকে সূরা হূদ, ওয়াক্বিয়াহ, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতা-সা-আলূনা এবং ইযাশ্ শামসু কুওয়িরাত সূরাগুলি বৃদ্ধ করে ফেলেছে'।[১২১]

এরূপ আরো কয়েকটি হাদীছ পাওয়া যায়। এগুলির অর্থ হ'ল, এই সকল সূরায় ক্বিয়ামতের যে দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর আল্লাহ্র আযাব-গযবের যে কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে সে সম্পর্কে চিন্তা করে করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শারীরিকভাবেও প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফলে চুল ও দাড়িতে স্বল্প সময়ে শুভ্রতা দেখা দিয়েছিল।

পোশাক-পরিচ্ছদঃ

উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, পোশাক সমূহের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিল 'ক্বামীছ'।[১২২]

কুররাহ (রাঃ) বলেন, আমি মুযায়নাহ গোত্রের কিছু লোকের সাথে বায়'আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। তখন তাঁর ক্বামীছের বোতাম খোলা ছিল'।[১২৩]

জুব্বাহ ব্যবহারঃ

মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন একটি রূমী জুব্বাহ পরিধান করতেন যার আস্তিন দু'টি ছিল অপ্রশস্ত।[১২৪]

লুঙ্গী ও চাদরঃ

আবু বুরদাহ (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ) আমাদের সামনে একটি মোটা লুঙ্গী যা ইয়েমেনে প্রস্তুত করা হ'ত এবং পরিধেয় 'মুলাব্বাদ' নামক একখানা কম্বল বের করে বললেন, এই দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় নবী করীম (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেছিলেন'।[১২৫]

আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) তাঁর চাদরটি চাইলেন এবং আনা হ'লে তা গায়ে দিলেন। অতঃপর হেঁটে চললেন'।[১২৬]

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে হেঁটে চলছিলাম। এ সময় তাঁর গায়ে চওড়া ডোরাদার একখানা নাজরানী চাদর ছিল।[১২৭]

সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, একবার এক মহিলা একখানা 'বুরদা' নিয়ে আসল। সাহ্ল জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা জানো, 'বুরদা' কি? তাঁদের একজন বলল, হ্যাঁ। তা এমন এক চাদর, যার কাছা ডোরাযুক্ত। মহিলাটি নিবেদন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনাকে পরানোর জন্যই আমি নিজের হাতে এ কারুকার্য করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা নিয়ে নিলেন। বরং তাঁর এরূপ চাদরের প্রয়োজনও ছিল। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) ঐ

---

* খত্বীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন।

১১৬. বুখারী হা/৫৯২৩; মুসলিম হা/১১৯।
১১৭. বুখারী হা/৩৫৪৭; মুসলিম হা/২৩৪৭; আহমাদ ৩/২৪০ পৃঃ।
১১৮. বুখারী হা/৩৫৫০; 'কিতাবুল মানাকিব' মুসলিম হা/২৩৪১।
১১৯. মুসলিম হা/২৩৪৪; তিরমিযী হা/৩৬৪৭; আহমাদ ৪/১০৫ পৃঃ।
১২০. ছহীহুল জামে আছ-ছাগীর হা/৩৭২১।
১২১. তিরমিযী, ইবনে সা'দ, হাকেম, আবু নু'আইম, সিলসিলা ছহীহা হা/৯৫৫; ছহীহুল জামে আছ-ছগীর হা/৩৭২৩।
১২২. আবুদাউদ হা/৪০২৫; তিরমিযী হা/১৭৬২; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৭৫; আবু শায়খ, আখলাকুন নবী পৃঃ ৯০।
১২৩. আবুদাঊদ হা/৪০৮২; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৭৮; আহমাদ ৪/৬৯ পৃঃ; আখলাকুন নবী পৃঃ ৯২; শামায়েল হা/৪৮।
১২৪. বুখারী হা/৫৭৯৯; মুসলিম হা/২৭৪; আহমাদ ৪/২৫১; নাসাঈ হা/১২৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৯।
১২৫. বুখারী হা/৩১০৮; মুসলিম হা/২০৮০; আবুদাঊদ হা/৪০৩৬; আহমাদ ৬/১৩১ পৃঃ।
১২৬. ছহীহ বুখারী হা/৫৭৯৩।
১২৭. বুখারী হা/৫৮০৯; আরবী-বাংলা ৫/৩৭৫ পৃঃ, হা/৫৩৮৪।

Contents

চাদরটি ইযার (লুঙ্গী) হিসাবে পরিধান করে আমাদের নিকট আসতেন'।[১২৮]

আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'হিবারা' অর্থাৎ ইয়ামেন দেশীয় সবুজ রংয়ের ডোরাযুক্ত চাদর পরতে অধিক পসন্দ করতেন'।[১২৯]

পশমী চাদরঃ

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পশমী চাদর গায়ে দিয়ে ছালাত পড়লেন। চাদরটির মধ্যে কারুকার্য করা ছিল। সেই কারুকার্যের প্রতি তাঁর নযর পড়ল। তিনি সালাম ফিরিয়ে বললেন, আমার এ চাদরটি আবু জাহ্মের নিকট নিয়ে যাও। এটি এখনই আমাকে ছালাতে অমনোযোগী করে দিয়েছে। আর আবু জাহমের আম্বেজানী চাদর (অর্থাৎ নকশাবিহীন সাধারণ চাদর) নিয়ে এসো।[১৩০]

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি এক বাগানে অবস্থান করছেন। এ সময় তার গায়ে একখানা হুরাইসিয়া পশমী চাদর ছিল'।[১৩১]

সাদা পোশাকঃ

আবু যর (রাঃ) বলেন, আমি একবার নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি সাদা পোশাক পরে ঘুমাচ্ছিলেন।[১৩২]

সবুজ পোশাকঃ

আবুরিমছা (রাঃ) বলেন, একদা আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে দেখলাম যে, তাঁর উপর দুইটি সবুজ চাদর আছে।[১৩৩]

লাল বর্ণের পোশাকঃ

বারা ইবনে আযিব (রাঃ) বলেন, লাল চাদর ও লাল লুঙ্গী পরিহিত, ঘাড় পর্যন্ত প্রলম্বিত কেশ-পাশ ওয়ালা কোন ব্যক্তিকে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর দেখিনি।[১৩৪]

আবু জুহাইফা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লাল লুঙ্গী ও লাল চাদর পরাবস্থায় দেখেছি।[১৩৫]

আনাস (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-এর উপর ভর দিয়ে বের হন। তখন তাঁর গায়ে একখানা 'কিত্‌রী' অর্থাৎ ইয়ামেনে প্রস্তুতকৃত লাল বর্ণের মোটা খসখসে চাদর ছিল। তিনি তা গায়ে জড়িয়ে রেখেছিলেন। অতঃপর তিনি লোকজনকে ছালাত আদায় করালেন।[১৩৬]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরনে দু'টি 'কিতরী' চাদর ছিল। যখন তিনি বসতেন ও শরীর থেকে ঘাম বের হ'ত তখন কাপড়দ্বয় তাঁর উপর ভারি হয়ে যেত।[১৩৭]

কাল পোশাকঃ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা পশমের একটি কালো চাদর পরিধান করলেন। ফলে তাঁর শুভ্রতা ও কাপড়টির কালো রংয়ের কথা মনে পড়ল। কাপড়টি পরিধান করার পর যখন শরীর থেকে ঘাম বের হচ্ছিল তখন পশমের দুর্গন্ধ পেয়ে কাপড়টি বর্জন করলেন।[১৩৮]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা সকালে বাড়ী থেকে বের হ'লেন। তখন তাঁর পরনে কাল ছাগ চুলের একটি চাদর ছিল।[১৩৯]

লুঙ্গী পরিধানের নিয়মঃ

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি যখন লুঙ্গী পরিধান করতেন তখন লুঙ্গীর সামনের ভাগ একটু বাড়িয়ে দিতেন। আর পিছন দিক থেকে লুঙ্গী উঠিয়ে রাখতেন।[১৪০]

উবায়দ ইবনু খালিদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি মদীনায় হাঁটছিলাম। এমন সময় আমার পিছন থেকে একজন লোক বললেন, 'তোমার কাপড় উচুঁ কর, কেননা তা অধিকতর রক্ষাকারী'। আমি মুখ ফিরে তাকিয়ে দেখলাম যে, তিনি হ'লেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! এটা তো সাদা ডোরাদার কাল রংয়ের কাপড়। তিনি বললেন, আমার মধ্যে কি তোমার জন্য উত্তম আদর্শ নেই? তারপর আমি লক্ষ্য করলাম যে, তাঁর লুঙ্গী উভয় নলার মধ্যভাগ পর্যন্ত রয়েছে'।[১৪১]

ঈদের জন্য বিশেষ পোশাকঃ

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের দিন লাল চাদর পরিধান করতেন।[১৪২]

[চলবে]

১২৮. বুখারী হা/৫৮১০।
১২৯. বুখারী হা/৫৮১৩; মুসলিম হা/২০৭৯; আবুদাঊদ হা/৪০৬০; মুসনাদে আহমাদ ৩/১৩৪ পৃঃ।
১৩০. বুখারী হা/৫৮১৭; বুখারী-বাংলা ৫/৩৭৭ পৃঃ, হা/৫৩৯২।
১৩১. বুখারী হা/৫৮২৩।
১৩২. বুখারী হা/৫৮২৭; মুসলিম হা/৯৪।
১৩৩. আবুদাঊদ হা/৪২০৬; তিরমিযী হা/২৮১২; আহমাদ ২/২৭৭ পৃঃ।
১৩৪. মুসলিম হা/২৩৩৭; আবুদাঊদ হা/৪০৭২।
১৩৫. বুখারী হা/২১১; মুসলিম হা/৫০৩; তিরমিযী হা/২৮১২।
১৩৬. তিরমিযী, শামায়েল হা/৪৯; আখলাকুন নবী পৃঃ ১১৫; ইবনে হিব্বান হা/৩৪৯।
১৩৭. তিরমিযী হা/১২১৩; নাসাঈ ৭/২৯৪ পৃঃ।
১৩৮. আহমাদ ৬/১৩২ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/২০৭৪; হাকেম ৪/১৮৮ পৃঃ হা/৭৩৯৩।
১৩৯. মুসলিম হা/২৭৮১; আবুদাঊদ হা/৪০৩২; আহমাদ ৬/১৬২ পৃঃ; আখলাকুন নবী পৃঃ ১০৭।
১৪০. ইবনে সা'দ; ১/৩৫৫; সিলসিলা ছহীহা ৩/২৪২ পৃঃ, হা/১২৩৮।
১৪১. আহমাদ, বায়হাক্বী, তিরমিযী, শামায়েল হা/৯৭; আখলাকুন নবী পৃঃ ১০৮।
১৪২. ত্বাবরাণী-আওসাত, সিলসিলা ছহীহা ৩/২৭৪ পৃঃ, হা/১২৭৯।

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে নারীঃ একটি সমীক্ষা

*হাফেয মাসঊদ আহমাদ**

(২য় কিস্তি)

ইসলাম-পূর্ব আরবে নারীঃ

ইসলাম-পূর্ব আরবে নারীদের অবস্থা ছিল আরও করুণ ও শোচনীয়। পুত্র সন্তান জন্ম হ'লে তারা নিজেদেরকে সুখী ও গৌরবান্বিত ভাবলেও কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে তাদের মান-সম্মান ও গৌরবের মস্তকটি অবনমিত হয়ে যেত। দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা এবং দুঃখ-দুর্দশার পয়গাম এনে দিত তাদের জীবনধারায়। কন্যা সন্তান জন্মকে আরবরা কুলক্ষণ ও অপমানজনক মনে করত। তাই নবজাত কন্যাকে জীবন্ত হত্যা ও প্রোথিত করার রীতি বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। আরব সমাজের এই নিকৃষ্ট চেতনা ও অনুভূতি মহান আল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'যখন তাদেরকে কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করা হয়, তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে দুঃখ ও চিন্তায় ব্যথিত হয়ে পড়ে। তাকে যে সুসংবাদ দেয়া হ'ল তার লজ্জায় সে নিজের লোকদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়; সে চিন্তা করে অপমান সহ্য করেও তাকে জীবিত রেখে দিবে, নাকি মাটির নীচে পুঁতে ফেলবে? জেনে রেখ, কত নিকৃষ্ট তাদের সিদ্ধান্ত!' (*নাহল ৫৮-৫৯*)।

কোন এক সময় জনৈক ব্যক্তি মহানবী (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তার জীবনের জাহেলী যুগের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার ছোট্ট এক কন্যা ছিল, সে আমাকে খুবই ভালোবাসত। আমি যখনই তাকে ডাকতাম, তখনই খুশীতে বাগ বাগ হয়ে সে আমার কাছে দৌড়ে আসত। একদিন আমি ওকে ডাকলাম, সে আমার পিছনে পিছনে বহুদূরে চলে আসল। আমিও তাকে সাথে করে নিয়ে আসলাম। কিছুদূর গিয়ে আমি নিকটস্থ একটি কুয়ায় মেয়েটিকে ফেলেদিলাম। এ সময় সে আমাকে আব্বাজান! আব্বাজান! বলে ডাকছিল। ঘটনাটি শ্রবণ করে নবী করীম (ছাঃ)-এর অন্তর এত ব্যথিত হ'ল যে, তাঁর আঁখিযুগল হ'তে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে দাড়ি সিক্ত হয়ে গেল। কায়েস বিন আছেম নামক ব্যক্তিও জাহেলী যুগে স্বীয় ঔরসজাত আট-দশটি কন্যা সন্তান জীবন্ত গোর দিয়েছিল'।[৫২]

'আল-ইসলাম রূহুল মাদানিইয়্যাহ' গ্রন্থে শায়খ মুস্তফা আল-গালায়ীণী বলেন, 'ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পুরুষের অধিকৃত বিষয়-সম্পদের মধ্যে নারীর সাথে পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হ'ত। নারীর মর্যাদা এত নীচ ছিল যে, তাদের তুলনায় পশুদের প্রতি অধিকতর সুনযর দেয়া হ'ত। সে এমন নিদারুণ অবস্থায় নিপতিত ছিল যে, দুনিয়ার অপর কোন জাতিই আরবের ন্যায় নারীদেরকে এত অধিক অপমান ও নির্যাতন করত না'।[৫৩]

প্রাক-ইসলামী যুগে আরব সমাজে প্রচলিত বিবাহ-নীতি-ইতিবৃত্ত পর্যবেক্ষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষরা যে কাউকেই বিবাহ করতে পারত। রক্ত সম্পর্ক বা বংশগতসূত্রে কোন অন্তরায় ছিল না। জনৈক ঐতিহাসিক বলেন, 'অজ্ঞতার যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার পুত্র মাতার উত্তরাধিকারী হ'ত। সে নিজেই তাকে বিবাহ করতে পারত। অথবা নিজ ইচ্ছানুসারে যে কোন লোকের নিকট বিবাহ দিতে পারত, আবার না দেওয়ারও অধিকার রাখত। মাতা অন্য স্বামী গ্রহণ করতে চাইলে পুত্রকে মুক্তিপণ দিতে হ'ত।[৫৪]

অন্য এক সূত্রে জানা যায়, আরববাসী তার বৈমাত্রেয় বোন, বিমাতা, এমনকি তার বিধবা পুত্রবধুকেও বিবাহ করতে পারতো।[৫৫]

আরব সমাজে অন্যান্য নিয়মের মত বিবাহ ক্ষেত্রেও 'জোর যার মুল্লুক তার' প্রথা চালু ছিল। তাই একজন পুরুষ কয়জন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে সরকারী আইন, সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্মের বিধানে এর কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না। যতটি ইচ্ছে ততোটি নারীকেই বিবাহ করতে পারত। আবুদাঊদ ও তিরমিযীর ভাষ্যমতে, 'ওহ্হাব আসাদী (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তখন তার বিবাহধীনে ছিল দশজন স্ত্রী। এমনিভাবে গায়লা ছাক্বাফী (রাঃ) মুসলমান হবার সময় তার বিবাহধীনে দশজন স্ত্রী ছিল'।[৫৬]

ইসলাম পূর্ব আরবের সামাজিক জীবন পাপাচার, দুর্নীতি, কুসংস্কার, অরাজকতা, ঘৃণা-নিন্দনীয় অনুষ্ঠান, অশ্লীল কার্যকলাপে আরবের যেন প্রসববেদনা শুরু হয়েছিল। নীতিহীনতা, অন্যায়-অবিচার, যেনা-ব্যভিচার, সাম্প্রদায়িকতা, মনুষ্যত্ববোধ বিলোপ সাধিত হয়ে সমাজ অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছিল। নারী বীর সন্তান লাভের আশায় যোদ্ধা পুরুষের সঙ্গে অবৈধভাবে প্রণয়লীলায় মেতে উঠতে বাধ্য হ'ত। এ কাজে তারা শহরের উপকণ্ঠে চলে যেত।

অনেক ক্ষেত্রে নারীরাও একই সময়ে বহুপতি গ্রহণ করতো। উম্মে মেরাখ নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত মহিলার একই সাথে চল্লিশ জন স্বামী থাকার কথা উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়।[৫৭]

ওমর ফারূক (রাঃ) জাহেলী যুগের নারীদের সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

والله ان كنا فى الجاهلية ما نعد للنساء امرا حتى
انزل الله لهن ما انزل وقسم لهن ما قسم-

'আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি, আমরা জাহেলী যুগে নারীদের কোন মর্যাদাই দিতাম না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন হেদায়াত নাযিল করেন এবং তাদের জন্য মিরাছী সত্ত্বে একটি অংশ নির্ধারণ করেন।[৫৮]

[চলবে]

৫২. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৭৭-৪৭৮।*
৫৩. *নারী, পৃঃ ১৫।*
৫৪. *Jones Beven, Woman in Islam (Lucknow, 1951),*
৫৫. *Woman in Islam, p. 15. p. 23-21; নারী, পৃঃ ১৮।*
৫৬. *ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, পৃঃ ১৬।*
৫৭. *Smith, Basworth, Mohammad and Mohammadanism, p.82; সাপ্তাহিক আরাফাত, নভেম্বর '৯৯, পৃঃ ৩৬।*
৫৮. *ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, পৃঃ ১৫।*

* *গ্রামঃ দমদমা, পোঃ পানানগর, পুঠিয়া, রাজশাহী।*

সোনামণিদের পা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. চুম্বক ক্ষেত্র হিসাবে।
২. লোক ভর্তি ঘরে শূন্য ঘরের চেয়ে শব্দের শোষণ বেশী হয় তাই।
৩. মেঘ পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে বিকীর্ণ তাপকে ওপরে যেতে বাধা দেয় বলে।
৪. পেট্রোল পানির সাথে মিশে না এবং পানির চেয়ে হালকা তাই।
৫. মাটির পাত্র পানির বাষ্পীভবণে সাহায্য করে তাই।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (আমাদের মস্তিষ্ক)

১. মস্তিষ্ক দেখতে কেমন এবং এর গঠন কি দ্বারা?
২. একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের ওজন কত?
৩. মানব দেহের রহস্যের সদর দপ্তর কোন্টি?
৪. মূর্ছা (বেহুঁশ) যাওয়া বলতে কি বুঝায়?
৫. মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ করে প্রধানত কোন ধমণী? মস্তিষ্ক সচল রাখার জন্য হৃদপিণ্ড কতভাগ রক্ত মস্তিষ্ককে সরবরাহ করে?

❒ সংগ্রহেঃ ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (শিশু অধিকার সনদ সংক্রান্ত)

১. শিশু অধিকার সনদটি কোন্ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়?
২. কখন থেকে এই শিশু অধিকার সনদটি আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হয়?
৩. শিশু অধিকার সনদে কতটি ধারা আছে?
৪. শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য শিশু অধিকার সনদে কয়টি মূলনীতি আছে ও কি কি?
৫. শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী শিশুদের মৌলিক অধিকার কয়টি ও কি কি?

❒ সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

প্রশিক্ষণ

১. বাঘা, রাজশাহীঃ

(ক) গত ১৯ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৮-টা হ'তে গঙ্গারামপুর মণিগ্রাম মাদরাসায় ২৫ জন সোনামণি ও ৫ জন দায়িত্বশীলের উপস্থিতিতে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শরীফা খাতুন-এর কুরআন তেলাওয়াত ও শিমুল পারুলের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন অত্র উপযেলার 'সোনামণি' প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল হুসাইন।

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সোনামণিদেরকে কথা বলার ১০টি আদব এবং পথ চলার নিয়মের উপর কুরআন ও হাদীছের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন উপযেলার সোনামণি উপদেষ্টা আবু তালিব এবং পরিচালক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম।

(খ) ১৯ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ স্থানীয় হরিরামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ৯৫ জন সোনামণি ও ১২ জন দায়িত্বশীলের উপস্থিতিতে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রুমিয়া খাতুন-এর কুরআন তেলাওয়াত ও ফিরোয আহমাদ জাগরণীর পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন গাবতলী পাড়া মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা তাজুদ্দীন।

উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সোনামণিদের ৭টি স্থায়ী কর্তব্য যথা- (১) আল্লাহ্র হক্ব (২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হক্ব (৩) মাতা-পিতার হক্ব (৪) আত্মীয়-স্বজনদের হক্ব (৫) প্রতিবেশীর হক্ব (৬) নেতা ও বড়দের হক্ব এবং (৭) সকল মুসলমানের হক্ব বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন আলাইপুর মাদরাসার শিক্ষক, শহীদুল্লাহ, অত্র মসজিদের ইমাম ইয়ারুদ্দীন। অত্র উপযেলার 'সোনামণি' পরিচালক আমীনুল ইসলাম ও প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল হুসাইন প্রমুখ। প্রশিক্ষণে সার্বিক সহযোগিতা করেন অত্র উপযেলার সোনামণি উপদেষ্টা জনাব আবু তালিব।

২. পুঠিয়া, রাজশাহীঃ

২৬শে জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য ভালুকগাছী ইউ,পি, মসজিদে পুঠিয়া উপযেলার উদ্যোগে ৪০ জন সোনামণির উপস্থিতিতে মুসাম্মাৎ লাভলী খাতুন-এর কুরআন তেলাওয়াত এবং শাহীন আলমের ইসলামী জাগরণীর মাধ্যমে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' রাজশাহী যেলার পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাওলানা যিল্লুর রহমান।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০০২

আগামী ১৮ অক্টোবর ২০০২ শুক্রবার সকাল ১০ ঘটিকা হ'তে কেন্দ্রীয় মারকায, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন 'সোনামণি সংগঠন'-এর সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

সম্মেলনে দেশ-বিদেশের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আন্দোলন, যুবসংঘ ও সোনামণি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করবেন।

সোনামণি সংগঠনের সকল পর্যায়ের সম্মানিত উপদেষ্টা, পরিচালক ও সহ-পরিচালক এবং বাছাইকৃত সোনামণি সহ সকলকে উপস্থিত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুষ্ঠান সূচীঃ

১. **কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতাঃ** সকাল ৬-টা হ'তে।
২. **কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০০২ঃ** সকাল ১০ ঘটিকা হ'তে।

কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি, বাংলাদেশ।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বিদেশের কারাগারে ১০ হাযার বাংলাদেশী

ভাগ্য বদলাতে বিদেশে গিয়ে করুণ পরিণতির শিকার হয়েছেন ১০ হাযারেরও বেশী বাংলাদেশী। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কারাগারে আর ডিটেনশন ক্যাম্পে এসব ভাগ্যাহত মানুষের জীবন নিঃশেষ হচ্ছে। ডিটেনশন ক্যাম্পে খাদ্য সংকট ও চিকিৎসার অভাবে অনেকে মারা যাচ্ছেন। অনেকে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন। কোন কোন দেশে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির কারণে অনেকেই দীর্ঘমেয়াদে কারাজীবন ভোগ করছেন। বিদেশে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে কারো কারো মাথায় ঝুলছে ফাঁসির আদেশ। প্রতি বছরই আটকের সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু তাদের ফিরিয়ে আনা অথবা আইনগত সাহায্য-সহযোগিতা দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের কোন তৎপরতা নেই।

স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, মালয়েশিয়ায় ২ হাযার ৬৬৮ জন, ভারতে ১ হাযার ২৪০, কুয়েতে ৫৯৯, সঊদী আরবে ৪৯২, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৪৫০, যুক্তরাজ্যে ৩৯১, কাতারে ৩৬৯, তুরস্কে ৩২৯, ইতালিতে ২৭৯, মিসরে ২৭৭, থাইল্যাণ্ডে ২৭১, জাপানে ২৪৭, পাকিস্তানে ২২৮, ব্রুনাইয়ে ২১৯, মিয়ানমারে ২১৯, সিঙ্গাপুরে ২১৭, লিবিয়ায় ২১০, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২০৭, যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৯, বাহরাইনে ১১৯, ওমানে ১০৮, শ্রীলংকায় ৭৭, স্পেনে ৫৮, নেপালে ৫৭, ফিলিপাইনে ৫৫, ইন্দোনেশিয়ায় ৫৪, মালদ্বীপে ৪০, ইরানে ৩৭, রাশিয়ায় ২৯, চীনে ২৯, লেবাননে ২৯, পোল্যাণ্ডে ২৯, সুইডেনে ২৯, ইউক্রেনে ২৭, হংকংয়ে ২৪, জার্মানিতে ২১, যুগোস্লাভিয়ায় ১৯, বেলারুশে ১৯, বসনিয়ায় ১৭, জর্ডানে ১৭, সাইপ্রাসে ৭, হাঙ্গেরিতে ৭, মরিসাসে ৫ এবং গ্রিসে ৪ জন বাংলাদেশী কারাগার ও ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক আছেন।

এ বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান সচিব দলীল উদ্দীন মণ্ডল বলেন, সব দেশের তথ্য আমাদের কাছে নেই। জনশক্তি রপ্তানি খাতের অসাধু ব্যবসায়ী, ট্রাভেল এজেন্টদের প্রতারণার শিকার হয়ে তারা বিদেশের কারাগারে জীবন কাটাচ্ছেন। এসব আটক হওয়া যুবকদের আত্মীয়-স্বজনরা অনেকেই মনে করেন সামান্য আইনগত সহায়তা পেলেই তারা মুক্তি পেতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশের দূতাবাসগুলি এ ব্যাপারে কোন ভূমিকাই রাখে না। তাছাড়া শাস্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অর্থের অভাবে দেশেও ফিরতে পারে না। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একাধিক সূত্র জানায়, তাদের কাছে অভিযোগ আছে যে, অসাধু ব্যবসায়ী চক্রের বিদেশী দালালরা বাংলাদেশী যুবকদের কাছ থেকে পাসপোর্ট, টাকা-পয়সা হাতিয়ে নেয়। সর্বস্ব হারিয়ে এসব যুবক বিদেশের মাটিতে অবৈধভাবে অবস্থানের কারণে পুলিশের হাতে আটক হয়। সম্প্রতি ব্রুনাই, কুয়েত ও মালয়েশিয়ায় আইন-শৃংখলার অবনতি ঘটানো এবং সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশী আটক হয়েছেন।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জমজমাট মাদক ব্যবসাঃ সপ্তাহে বিক্রি হয় ১৫ লাখ টাকার মাদক

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে চলছে জমজমাট মাদক ব্যবসা। এই কারাগারের ভিতরেই প্রতিদিন লাখ লাখ টাকার হেরোইন, ফেনসিডিল ও গাঁজা বিক্রি হচ্ছে। প্রতিদিন বিভিন্ন কৌশলে প্রধান ফটক দিয়ে এসব মাদক প্রবেশ করছে। অধিকাংশ সময়েই ঠিকাদারদের সরবরাহকৃত খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য মালামালের সাথে মাদক পাচার হচ্ছে। এ ছাড়াও কয়েদীদের জন্য বাইরে থেকে সরবরাহকৃত কাপড়-চোপড়, শুষ্ক খাবার, সিগারেটের প্যাকেটে ভরেও মাদক যাচ্ছে।

কারাগারের ভিতরে এই মাদক ব্যবসার বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। কারারক্ষীসহ নিম্নস্তরের অধিকাংশ কর্মচারী মাদক ব্যবসার সাথে জড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে এই চক্রের প্রধান হোতা সুবেদার আক্কেল আলী ও তার সহযোগী কাসেম জমাদার ওরফে ফক্স কাসেম, কারা কর্তৃপক্ষের কিছু সদস্য ছাড়াও এখানে কর্মরত পুলিশ ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কিছু সদস্যও এর সাথে জড়িত।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, অতীতের তুলনায় কারাগারে কয়েদীদের মৃত্যুর সংখ্যা অনেকগুণে বেড়ে গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কারা কর্তৃপক্ষ এসব মৃত্যুকে অপমৃত্যু, হৃদরোগ, যক্ষ্মারোগ ইত্যাদি বলে চালিয়ে দেয়। কিন্তু এসবের আড়ালে আছে চাঞ্চল্যকর সব রহস্য। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, মৃত কয়েদীদের অধিকাংশই মাদক সেবনে মারা গেছে। কারাগারে একটি হাসপাতাল রয়েছে। সেই হাসপাতালে মাদকসেবীদের ভিড়ে সাধারণ রোগীদের থাকা দায়। এক সূত্র জানিয়েছে, এই মাদক সেবীদের কাছে সপ্তাহে কমপক্ষে ১৫ লাখ টাকার মাদক বিক্রি করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে খাবার পানি ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে

বাংলাদেশে খাবার পানি মানবদেহের জন্য ক্রমান্বয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে ক্ষেত-খামারে কীটনাশক এবং সার ব্যবহারে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের কারণে। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংস্থায় কর্মরত পেশাজীবী বাংলাদেশীদের সমন্বয়ে গঠিত 'বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক'-এর দু'দিন ব্যাপী এক কর্মশালা গত ১৩ ও ১৪ জুলাই নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করা হয়। কর্মশালার অতিথি প্রবীন সাংবাদিক সৈয়দ মুহাম্মাদ উল্লাহ এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, আর্সেনিক নিয়ে সবাই ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু কীটনাশক এবং সারের প্রভাবে গোটা বাংলাদেশই যে ভয়াবহ অবস্থার দিকে যাচ্ছে সেদিকে কারোর খেয়াল নেই। তিনি বলেন, সার এবং কীটনাশকের ব্যবহার অন্যান্য দেশে ভিন্নভাবে হয়ে থাকে। আমাদের দেশের চাষীরা খোলা হাতে এবং খালি পায়ে শস্যক্ষেতে সার ছিটিয়ে থাকেন। কীটনাশক হিসাবে পরিচিত বিষ স্প্রে করার সময় তা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে তাদের দেহে প্রবেশ করে। এ ছাড়া এই সার ও কীটনাশক নির্গত হয়ে মাটির নীচের স্তরে চলে যায় অশোধিত অবস্থায় এবং তা হস্তচালিত নলকূপের পানি হিসাবে উঠে আসে। এর ফলে ক্যান্সারের রোগ জীবাণুর বিস্তার ঘটছে গোটা বাংলাদেশেই যা আর্সেনিকের চেয়েও বেশী ভয়াবহ।

বায়ু দূষণ হ্রাস করা গেলে ৪টি নগরীতে ১৫ হাযার লোকের অকাল মৃত্যু ঠেকানো যাবে

ঢাকা মহানগরীর যানবাহন থেকে বছরে ৩ হাযার ৭০০ টন পিএম, ১০ লাখ ৮ হাযার ৫৫০ টন হাইড্রোজেন অক্সাইড এবং ৫০ হাযার ৭০০ টন কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস বের হচ্ছে। একটি গবেষণা রিপোর্ট সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। শুধুমাত্র ফার্মগেট পুলিশ বক্সের সামনে প্রতিদিন বাতাসে ২ হাযার ৪৫৬ মাইক্রোগ্রাম সাসপেণ্ড পারটিকুলেট ম্যাটার (এসপিএস) পাওয়া গেছে। ফলে রাজধানীতে ক্যান্সার, হৃদরোগ, চোখ

জালাপোড়া, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, কাশি প্রভৃতি রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। যানবাহন থেকে ঢাকার বাতাসে মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ার কারণে সৃষ্টি হচ্ছে ভোল্টাইন অর্গনিক কার্বন (ভিওসি)। এর ফলে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ছে।

বিশ্বব্যাংকের একটি গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ৪টি মহানগরীতে যদি বায়ু দূষণ কমিয়ে আনা যায়, তবে প্রতি বছর ১৫ হাযার লোক অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। সেই সাথে এসব রোগের চিকিৎসা বাবদ ২ শ' থেকে ৮শ' মিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। বিশ্বব্যাংকের গবেষণায় আরো বলা হয়, বাংলাদেশে বায়ু দূষণের কারণে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং সীসা, কার্বন ও অন্যান্য বস্তুকণা জমা হয়ে মাটির উর্বরতা নষ্ট করছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, নগরবাসীর মধ্যে জনপ্রতি ১৫ মাইক্রোগ্রাম সীসা পাওয়া গেছে। যা উদ্বেগের বিষয়। এর স্বাভাবিক মাত্রা জনপ্রতি ১০ মাইক্রোগ্রাম। নগরবাসীর দেহে মাত্রাতিরিক্ত সীসা থাকার কারণ হিসাবে ব্যাটারি তৈরির কারখানা, ইটের ভাটা এবং মহানগরীতে বিভিন্ন কারখানাকে দায়ী করা হয়েছে।

এই মারাত্মক বায়ু দূষণ থেকে পরিত্রাণের জন্য রিপোর্টে ১৪টি সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে, প্রতি ৬ মাস অন্তর যানবাহনের বায়ু দূষণ পরীক্ষা, যত্রতত্র গড়ে উঠা ডিজেল পাম্প মেরামত, কারখানা বন্ধ করা, পুরানো গাড়ী আমদানী বন্ধ করা, কমপক্ষে ৩০ কিলোমিটার দূরে ইটের ভাটাগুলি সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা এবং ড্রাইভারদের সচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতি।

রাজধানীতে দিনে ২শ' টন বর্জ্য সৃষ্টি, এইডসসহ ৪০ ধরনের রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশংকা

ঢাকা মহানগরীতে প্রতিদিন গড়ে ২শ' টন ক্লিনিক্যাল বর্জ্যের সৃষ্টি হচ্ছে। আর এই হাসপাতাল ও ক্লিনিকের বর্জ্য থেকে এইসড, জণ্ডিস, চর্মরোগসহ ৪০ ধরনের রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। গত ১২ জুলাই সকালে 'বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম' (এফইজেবি)-এর কনফারেন্স রুমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এক সেমিনারে বিশেষজ্ঞগণ এই তথ্য প্রকাশ করেন।

এফইজেবি চেয়ারম্যান কামরুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে এ সেমিনারে সংযুক্ত আরব আমীরাতের দুবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, শিক্ষক ও পরিবেশ বিজ্ঞানী জিনাত রেযা খান 'বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমীরাতের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার তুলনামূলক সমীক্ষা' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর প্রফেসর ডঃ মুজীবুর রহমান, আইইউসিএন-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার আনীসুয্যামান খান এবং ওয়েষ্ট কনসার্ল-এর নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশলী এ,এইচ,এম মাকছূদ সিনহা আলোচনায় অংশ নেন।

জিনাত রেযা খান তার মূল প্রবন্ধে দুবাই শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে ঢাকা মহানগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে তুলনা করেন। সমীক্ষায় তিনি দেখিয়েছেন, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের কারণে বাংলাদেশের তুলনায় আরব আমীরাতে মাথাপিছু বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ বেশী। দুবাই শহরে দৈনিক মাথাপিছু বর্জ্যের পরিমাণ ৩ থেকে ৪ কেজি। অন্যদিকে ঢাকায় দৈনিক মাথাপিছু বর্জ্যের পরিমাণ মাত্র আধা কেজি। কিন্তু অদক্ষ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কারণে ঢাকা কার্যত বর্জ্যের নগরীতে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে দক্ষ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুবাই শহর পেয়েছে পরিচ্ছন্ন নগরীর মর্যাদা।

প্রফেসর মুজীবুর রহমান বলেন, প্রতিদিন ঢাকা মহানগরীতে ৩ হাযার থেকে সাড়ে ৩ হাযার মেট্রিক টন বর্জ্যের সৃষ্টি হয়। আগামী দশ বছর পর প্রতিদিন ঢাকায় বর্জ্যের পরিমাণ দাঁড়াবে ১০ হাযার মেট্রিক টন। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে ঢাকাকে বসবাসের অনুপযোগী করে ফেলা হচ্ছে। অবৈজ্ঞানিক পন্থায় বর্জ্য ডাম্পিং করতে গিয়ে ঢাকার ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরস্থ পানি দূষিত করা হচ্ছে। পরিণামে নানারকম রোগ ছড়াচ্ছে। দক্ষ ও কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একদিকে জনসচেতনতা এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অঙ্গীকার প্রয়োজন।

ফুলবাড়ীতে বাংলাদেশের বৃহত্তম কয়লা মজুদ, ২৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে

দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপযেলা ও সন্নিহিত এলাকায় ৬০ কোটি মেট্রিক টন উত্তোলনযোগ্য কয়লার মজুদ পাওয়া গেছে। এ কয়লা দিয়ে আড়াই হাযার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন করা যাবে। এটি দেশের বৃহত্তম কয়লার মজুদ বলে ধারণা করা হচ্ছে। এখান থেকে প্রতিবছর ১ কোটি টন করে ৬০ বছর কয়লা উত্তোলন করা যাবে। উত্তোলিত এ কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হ'লে প্রাকৃতিক গ্যাস অধিকমূল্য সংযোজনের বিকল্প ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে, যা দেশের অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

ফুলবাড়ী জ্বালানি কয়লা প্রকল্পের উন্নয়নের ব্যাপারে এশিয়া এনার্জি কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ প্রাথমিক সমীক্ষা শেষে প্রকল্পে সম্ভাব্য কয়লা মজুদের ব্যাপারে সরকারকে এ তথ্য জানিয়েছে।

জানা গেছে, ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প থেকে 'ওপেক পিট' প্রযুক্তিতে কয়লা উত্তোলন করা যাবে। বড় পুকুরিয়া কয়লা খনিতে মাটির গভীরে গিয়ে কয়লা উত্তোলনের চেয়ে এ পদ্ধতিতে ঝুঁকি অনেক কম। বড় পুকুরিয়া থেকে যেখানে ৮ কোটি ৪০ লাখ টন কয়লা উত্তোলন করা যাবে বলে হিসাব করা হয়েছে, সেখানে ফুলবাড়ী থেকে উত্তোলন করা যাবে ৬০ কোটি টন। ফুলবাড়ীর কয়লা দিয়ে ২ হাযার ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে, যা বাংলাদেশের বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ৮০ শতাংশের সমান।

চার সন্তান খুনের দায়ে ১৩০ বছর জেল!

৪টি শিশু হত্যার দায়ে জনৈকা মা'র ১৩০ বছরের জেল হয়েছে। ময়মনসিংহ যেলা ও দায়রা জজ গত ৯ জুলাই হতভাগা মা রাশীদা (৩৫)-কে নিজ সন্তান তাসলীমা (১০), আকলিমা (৮), কুলছুম (৬), সাবিনা (৪) হত্যা মামলায় এ আদেশ দেন। ১৯৯৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর রাতে যেলার গৌরীপুর উপযেলায় খোদাবক্সপুর গ্রামে ঐ ৪ শিশু হত্যাকাণ্ড ঘটে। রাশীদার স্বামী একজন দিনমজুর। মামলায় মোট ১৯ জন সাক্ষী দেয়।

সৈয়দ আলী আহসান আর নেই

দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান আর নেই। গত ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার ভোর রাতে গভীর নিদ্রার মধ্যেই তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে পুলিশ বাহিনীর চৌকস দলের গার্ড অব অনার প্রদানের পর জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত সৈয়দ আলী আহসানের লাশ দাফন হয়।

সৈয়দ আলী আহসানের জন্ম ২৬ মার্চ ১৯১৯ সালে মাগুরা যেলার আলোকদিয়া গ্রামে। ১৯৪৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন।

ঐ বছরই প্রথমে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ও পরের বছর হুগলী ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করলেও এর পরপর তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্রে প্রযোজক হিসাবে যোগদান করেন। পাকিস্তান হবার পর তিনি ঢাকা রেডিওতে বদলী হন। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয় তাঁর অসামান্য সৃজনশীল সাহিত্য প্রতিভা এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করে। কেননা ইতিমধ্যেই তিনি বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে প্রথম সারির কবি, সমালোচক ও প্রাবন্ধিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৬০ সালে তিনি বাংলা একাডেমীর পরিচালক নিযুক্ত হন এবং ১৯৬৭ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগদান করেন এবং কলা অনুষদের ডীন নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে যোগদান করেন। এ সময় তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য এবং বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৭৫ সালে তিনি আবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং এই বছরই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। ১৯৭৭ সালে তিনি সরকারের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসাবে যোগ দেন। ১৯৭৮ সালে তিনি পুনরায় জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৮৯ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং ১৯৯৯ সালে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি হিসাবে যোগদান করেন।

তৃষার মর্মান্তিক মৃত্যু

গত ১৭ জুলাই বিকেলে গাইবান্ধায় ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রী সাদিয়া সুলতানা তৃষা (১২) স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার পথে মর্ডান, শাহীন ও আরীফুল সহ পাঁচজন বখাটে অসৎ উদ্দেশ্যে তাকে ধাওয়া করলে ভীত-সন্ত্রস্ত তৃষা সোজা পথ ছেড়ে ঘাঁ-পাড়ার গলির ভিতর দৌড়াতে থাকে। তৃষা ইদ্রিস আলীর পুকুর পাড়ে নির্মাণাধীন একটি বাড়ীর বারান্দায় গিয়ে পৌঁছে। বখাটেরা তাকে সেখানে ঘিরে ফেলে। তৃষা সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করে। আসামীরা পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে এবং তৃষাকে পুকুর থেকে উঠতে না দিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর সেখান থেকে চলে যায়।

এ ঘটনার সাথে জড়িত পাড়ার মডার্ন (১৯), পূর্ব পাড়ার শাহীন (২০) ও আরীফুল (১৯) কে পুলিশ গ্রেফতার করে।

উল্লেখ্য, জেলা ও দায়রা জজ এ,কে,এম আনোয়ার হোসেন এ মামলার শুনানি শেষে উক্ত ৩ আসামীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ৩০২/৩৪ ধারায় চার্জ গঠন করেন।

চাঞ্চল্যকর বাপ্পী হত্যা

২০ লাখ টাকা মুক্তিপণের দাবিতে গত ৫ আগষ্ট সোমবার রাতে পুরান ঢাকার স্কুলছাত্র রোবাঈদ আহমাদ বাপ্পী (৯)-কে অপহরণের ১০ ঘন্টার মধ্যে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর লাশ শীতলক্ষ্যা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। অপহরণের ৯ দিনের মাথায় গত ১৪ আগষ্ট নারায়ণগঞ্জ যেলার সোনারগাঁও থানাধীন কুতুবপুর খেয়াঘাটে সকাল ১০-টায় বাপ্পীর লাশ উদ্ধার করা হয়।

পুরান ঢাকার ব্যবসায়ী আলফু মিয়ার ছেলে বাপ্পী আরমানিটোলা সরকারী উচ্চবিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিল। তাদের বাসা পুরান ঢাকার ১ নম্বর বেচারাম দেউরীতে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, পুরনো ঢাকার আরমানিটোলা সরকারী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র রুবায়েত আহমাদ বাপ্পীকে তার খালাতো ভাই শিপন বেড়ানোর নাম করে নিয়ে যায় গত ৫ আগষ্ট সকাল ১১-টার দিকে। বিকেল সাড়ে ৫-টার দিকে আলফু মিয়ার দোকানে ফোন করে শিপন জানায়, বাপ্পী যাত্রাবাড়ীর স্টাফ কোয়ার্টারে আছে এবং ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ না দিলে তাকে মেরে ফেলা হবে। শিপনের বন্ধু শরীফ, রিপনসহ তাকে আরেক বন্ধু সঞ্চিত রূপগঞ্জের চনপাড়ায় বন্ধু শংকরের বাসায় নিয়ে যায়। ঐদিনই রাত সাড়ে ৮-টার পর শংকরের নৌকায়ই প্রথমে শরীফ বাপ্পীর গলা টিপে ধরে এবং অন্যরা হাত-পা ধরে। তার মৃত্যু নিশ্চিত করে ফেলে দেয় শীতলক্ষ্যা নদীতে। বাপ্পী হত্যার অভিযোগে খালাতো ভাই শিপন (২৫), তার বন্ধু রিপন (২৩), সঞ্চিত (২২), জাহিদ (২২) ও শংকর-কে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

গাইবান্ধার ডিসি-র অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত

নগ্ন ছবি প্রদর্শনঃ সিনেমা হলে তালা

গাইবান্ধা শহরের সাম্প্রতিককালের চাঞ্চল্যকর তৃষা (১২) হত্যার তরুণ আসামী মডার্ণ, শাহীন, আরীফুল সহ অসংখ্য দাগী সন্ত্রাসী সৃষ্টির মূল উৎস হ'ল নীল ছবি। সন্ত্রাসের উক্ত প্রধান উৎস নগ্ন ছবি প্রদর্শনের অব্যাহত অভিযোগের প্রেক্ষিতে গাইবান্ধার যেলা প্রশাসক জনাব আব্দুছ ছবূর গত ২ আগষ্ট শুক্রবার ছদ্মবেশে যেলার পলাশবাড়ী বন্দরের 'সাথী' সিনেমা হলে সশরীরে গিয়ে নগ্ন ছবির প্রদর্শনী দেখতে পান। সাহসী যেলা প্রশাসক সাথে সাথে নগ্ন ছবির প্রিন্ট বাজেয়াপ্ত করে সিনেমা হলটি বন্ধের নির্দেশ দেন এবং ঐদিনই সিনেমা হলে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

[সাবাস! ডিসি ছাহেব। সাবাস! আপনার সৎ সাহস। আপনার আমলনামায় একদিনের এই পুণ্য কাজের ছওয়াব আল্লাহ চাহেন তো আপনার জন্য জান্নাতের অসীলা হয়ে যেতে পারে। দেশের অন্যান্য যেলা প্রশাসকগণ ও অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাগণ যদি আপনার মত সততা ও সৎ সাহসের পরিচয় দিতে পারতেন, তাহ'লে সমাজ থেকে দুর্নীতি ও পাপাচার উচ্ছেদ করা কোনই কঠিন কাজ হ'ত না। আল্লাহ আপনাকে আরও বড় বড় নেকীর কাজ করার তাওফীক দান করুন- আমীন- স.স]

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

..., ফ্রেঞ্চ
ইত্যাদি ক্রয়
বিক্রয় নগদ টাকায়
ক্রয় এনডোর্সমেন্ট

ফোন ...৭২১-৭৭৫৯০২
মোবাইলঃ ০১৭-৮১৩৫৭৮।

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

বিদেশ

এপিজে আবদুল কালাম ভারতের প্রেসিডেন্ট

ক্ষেপণাস্ত্র বিজ্ঞানী এপিজে আবদুল কালাম গত ১৮ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন সেল সূত্রে বলা হয়, এপিজে আবদুল কালাম (৭২) ৮৯ দশমিক ৫৮ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। গত ১৬ জুলাই রাজ্যসভা, লোকসভা ও বিধানসভায় ৪ হাযার ৮শ' ৯৬ জন সদস্য এ নির্বাচনে ভোট প্রদান করেন। শাসক জোটের মনোনীত প্রার্থী কালাম। তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বাম জোটের মনোনীত প্রার্থী লক্ষ্মী সায়গল।

৭২ বছর বয়সী আবদুল কালাম ভারতের দ্বাদশ প্রেসিডেন্ট হ'লেন। তিনি কে,আর নারায়ণনের স্থলাভিষিক্ত হ'লেন। জনাব কালাম জোর দিয়ে বলেছেন, তিনি প্রেসিডেন্ট হওয়ায় ভারতের তরফ থেকে কোন যুদ্ধের বার্তা যাবে না। তিনি বলেন, বিশ্ব প্রযুক্তি উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হবে।

নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আবদুল কালামের পুরো নাম হচ্ছে আবুল পাকির জয়নাল আবেদীন আবদুল কালাম। তিনি ১৯৩১ সালের ১৫ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের রামেশ্বরমের গ্রামে স্কুলে তাঁর বাল্যশিক্ষা শুরু হয়। পরে তিনি অ্যারোনাটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রী লাভ করেন। জনাব কালাম তামিলনাড়ু রাজ্যের অধিবাসী। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বোটম্যান। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আবদুল কালাম ভারতের একজন শীর্ষ বিজ্ঞানীতে অধিষ্ঠিত হন।

তিনি ভারতের স্বল্পপাল্লা, মাঝারিপাল্লা ও ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রসহ বিভিন্ন মারণাস্ত্রের উদ্ভাবক। তিনি জীবনের এক পর্যায়ে পত্রিকা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। ক্ষেপণাস্ত্র বিজ্ঞানী হিসাবে কালাম '৮৪ ও '৯০ সালে পদ্মভূষণ ও '৯৭ সালে ভারতরত্নসহ অনেক পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছেন।

যে হাত একদিন বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ছিল আজ সে হাতই ঐ মসজিদ গড়তে চায়

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর। এদিন ভারতের অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ধ্বংসের জন্য আগত হাযার হাযার করসেবকের মধ্যে অল্প কয়েকজন মসজিদটির মিনারে উঠে ছিল। এদের কয়েকজন ছিল শিবসেনার সদস্য। অযোধ্যা ফয়ছালাবাদে অবস্থিত। এই ফয়ছালাবাদের অধিবাসী শিব প্রসাদ হচ্ছেন বজরং দলের ক্যাপ্টেন। বাবরী মসজিদ ধ্বংসের জন্য ৪ হাযার করসেবককে পরিচালনার দায়িত্ব ছিল তার উপর। কিভাবে মসজিদ ধ্বংস করা হবে, তার প্রশিক্ষণ তিনিই ঐ ৪ হাযার লোককে দেন। মসজিদের বিরাট আকৃতির মিনার ভেঙ্গে নামানোর দৃশ্য দেখে ক্যাপ্টেন শিব প্রসাদ আনন্দে চিৎকার করে বলেছিলেন, রাম! রাম! এ ঘটনাটি সাত বছর পূর্বের।

এর পরের ঘটনা ১৯৯৯ সালের ৬ ডিসেম্বরের। একই শিব প্রসাদ সাত বছর আগে তার কৃতকর্মের জন্য নফল ছিয়াম পালন করেছিলেন। সেই শিব প্রসাদ ইসলাম কবূল করেছেন। তিনি তার নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন মুহাম্মাদ মোস্তফা। তিনি কিভাবে ইসলাম কবূল করলেন তা জানতে পারলে যে কেউ অভিভূত হয়ে পড়বে। শিব প্রসাদের মন পরিবর্তনের কথা সঊদী আরবের 'আরব নিউজ' পত্রিকায় ১৯৯৯ সালের ৭ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। শিব প্রসাদের পিতা ত্রিকাল রামনাথান 'সংঘ' পরিবারের নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম ছিলেন। তার গোটা পরিবার বাবরী মসজিদ ধ্বংসে সক্রিয় ছিল।

মসজিদটি ধ্বংসের পরপরই শিব প্রসাদের মনে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। তার মনে কোন শান্তি ছিল না। তিনি অনুভব করলেন, তিনি একটি বড় পাপের কাজ করেছেন। তিনি ১৯৯৭ সালে চাকরি লাভের জন্য আরব আমিরাতের শারজায় যান। তিনি তো চাকরি পেলেন, কিন্তু চাকরির মধ্যেও তার মনের অশান্তি গেল না। ১৯৯৮ সালের ৪ ডিসেম্বর। দিনটি ছিল শুক্রবার। শিব প্রসাদ রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। এ সময় পথের ধারের একটি মসজিদ থেকে হিন্দি ভাষায় জুম'আর খুৎবা শুনতে পেলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে খুৎবা শুনতে লাগলেন। তার কাছে কথাগুলি অন্যরকম মনে হ'লে অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে তিনি পুরা খুৎবা শুনেন। আল্লাহ্র বাণী তার অশান্ত মনে বিপ্লবের সৃষ্টি করল। পরবর্তীতেও তিনি এ ধরনের খুৎবা শ্রবণ করা অব্যাহত রাখেন। ফলশ্রুতিতে কিছুদিন পর তিনি ইসলাম কবূল করেন।

তার ইসলাম গ্রহণের খবরে পরিবারের সদস্যরা তাকে বিতাড়িত করে। কারণ পরিবারের আর সকলেই ছিল আর এসএস-এর কট্টরপন্থী কর্মী। শিব প্রসাদ আল্লাহ তা'আলার কাছে তার পরিবারের সদস্যদের জন্য সঠিক পথ লাভের জন্য দো'আ করতে থাকেন। তিনি বলেন, যারা মসজিদ ধ্বংসের কাজে নেতৃত্ব দেন তাদের মধ্যে ছিলেন অশোক সিংঘেল ও লালকৃষ্ণ আদভানী।

বর্তমানে শিব প্রসাদ আর এসএস, বিজেপি ও বজরং দলের পক্ষ থেকে অনবরত হুমকি পাচ্ছেন। তিনি ভারতে ফিরলে তাকে হত্যা করা হবে বলে সংঘ পরিবার হুমকি দিয়েছে। কিন্তু শিব প্রসাদ বর্তমান মুহাম্মাদ মোস্তফা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, তিনি কখনোই ইসলাম ত্যাগ করবেন না। কারণ ইসলামই একমাত্র সঠিক পথ। ইসলামের পথে মৃত্যুবরণ করতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত।

এ পর্যন্ত তিনি পবিত্র কুরআনের ১৭ টি সূরা শিখেছেন। অবশিষ্ট সূরাগুলিও মুখস্থ করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। একজন খাঁটি মুসলমান হিসাবে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করতে চান। তিনি মনে করেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে তার আকাংখা পূর্ণ হবে এবং যে হাত একদিন বাবরী মসজিদ ভেঙ্গেছিল, সে হাতই একদিন আবার সেই মসজিদ নির্মাণে ব্যবহৃত হবে।

ইসরাঈলী বর্বরতার বিরুদ্ধে ইউরোপীয় শিক্ষাবিদদের প্রতিবাদ

ফিলিস্তিনীদের প্রতি ইসরাঈলী বর্বরতার প্রতিবাদে ইউরোপের কয়েকশ' শিক্ষাবিদ ইসরাঈলের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বর্জন করার আহ্বান জানিয়েছেন। শুধু আহ্বানের মধ্যেই এই তৎপরতা সীমাবদ্ধ নয়। সম্প্রতি দু'টি বৃটিশ প্রকাশনা সংস্থা থেকে দু'জন ইসরাঈলী শিক্ষককে একই কারণে বরখাস্ত করা হয়েছে। ইসরাঈলী বিশ্ববিদ্যালয় বর্জনকারী ৭৫০ জন ইউরোপীয় শিক্ষাবিদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনী ভূখণ্ডে আগ্রাসন বন্ধে ইসরাঈল সরকারের উপর রাজনৈতিক চাপ বাড়ানোর জন্য এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ইসরাঈলী বিশ্ববিদ্যালয় বর্জনের আহ্বান পত্রে স্বাক্ষরকারীরা কনফারেন্স কিংবা অন্য কোন উপলক্ষেও ইসরাঈলের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন না। আহ্বান পত্রে ফিলিস্তিনী সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে জাতিসংঘ প্রস্তাব গ্রহণ এবং ফিলিস্তিনীদের সাথে আন্তরিকভাবে শান্তি সংলাপে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত ইসরাঈলের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের যাবতীয় সাংস্কৃতিক ও বিজ্ঞান বিষয়ক যোগাযোগ স্থগিত রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ৫ সহস্রাধিক আল-কায়েদা যোদ্ধা সক্রিয়

ওসামা বিন লাদেনের 'আল-কায়েদা' নেটওয়ার্কের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্তত ৫ হাযার যোদ্ধা যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে বলে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ সন্দেহ করছে। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা ওয়াশিংটন

টাইমসকে জানায়, আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এমন পাঁচ হাযারেরও বেশী লোক যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছ বলে গোয়েন্দা সংস্থার অনুমান। আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ৫ হাযার লোকের উপস্থিতির রিপোর্ট গত জুন মাসেই সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এ সংখ্যা এখনো বাড়ছে বলে পত্রিকাটি জানায়।

এবছরের গোড়ার দিকের সরকারী তথ্য অনুযায়ী শতাধিক সক্রিয় আল-কায়েদা যোদ্ধা এবং সংগঠনের সমর্থক কয়েকশ' লোক যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছিল।

এদিকে আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনীর প্রধান জেনারেল টমি ফ্রাঙ্কস বলেছেন, আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেন জীবিত কি মৃত এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাঁর অনুসারী সংগঠনগুলিকে ধ্বংস করা। মার্কিন কেন্দ্রীয় কমাণ্ড প্রধান বলেন, নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিটি গত কয়েক মাস ধরেই লাপাত্তা। তিনি বলেন, বিন লাদেন মরে গেলেই বা কি, পরিস্থিতি পাল্টায়নি। সন্ত্রাসী হামলার হুমকি অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং আমাদের অভিযান কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়।

বিশ্বে প্রায় ২০ হাযার পারমাণবিক অস্ত্র

বিবিসি'র বাংলা অনুষ্ঠানে প্রশ্নোত্তর পর্বে গত ২১ জুলাই এক প্রশ্নের জবাবে জানানো হয়েছে, বিশ্বে প্রায় ২০ হাযার পারমাণবিক অস্ত্র মওজুদ আছে। এর মধ্যে রাশিয়ার কাছে রয়েছে সর্বোচ্চ ৯ হাযার ১শ' ৯৬টি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ৮ হাযার ৮শ' ৭৬টি, চীনের ৪শ' ১০টি, ফ্রান্সের ৩শ' ৪৮, বৃটেনের ১শ' ৮৫, ইসরাঈলের ২শ', ভারতের প্রায় ১শ' এবং পাকিস্তানের ৫০টি। উল্লেখ্য যে, ইসরাঈল ছাড়া সবাই পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করেছে।

মার্কিন অস্ত্র উৎপাদন দ্বিগুণঃ লক্ষ্য ইরাকে হামলা

মার্কিন অস্ত্র নির্মাতারা লেজার নিয়ন্ত্রিত বোমার উৎপাদন দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এর সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে গোলাবারুদ উৎপাদন। গত ১৫ বছরের মধ্যে উৎপাদন এই পর্যায় পৌঁছেনি। বিশ্লেষকরা জানান, এই অস্ত্রের একাংশ যাবে আফগানিস্তানে। উৎপাদন বৃদ্ধির আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে ইরাকে সম্ভাব্য সামরিক অভিযান। মার্কিন কেন্দ্রীয় কমাণ্ডের সাবেক নেভাল অপারেশন অবসর প্রাপ্ত রিয়ার এডমিরাল স্টিফেন বেকার বলেন, সেন্ট্রাল কমাণ্ডের বর্তমান তৎপরতা ইরাককে লক্ষ্য করেই পরিচালিত হচ্ছে।

ইউক্রেনে জঙ্গী বিমান বিধ্বস্ত হয়ে ৬৬ জন দর্শক নিহত, আহত ৬৭

ইউক্রেনে গত ২৭ জুলাই বিমান প্রদর্শনীতে একটি জঙ্গী বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে ৬৬ জন নিহত এবং আরো ৬৭ জন লোক আহত হয়েছে। ইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চলে লভিভ-এর কাছে স্কনিলিভ শহরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইউক্রেনের আপতকালীন মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, একটি সুখোয় এসইউ-২৭ জঙ্গী বিমান বিমান প্রদর্শনী চলাকালে খুব নীচু দিয়ে উড়ে যাবার সময় ভূমিতে দাঁড়ানো অন্য একটি বিমানের সাথে সংঘর্ষ ঘটে। এরপর বিমানটি দর্শকদের উপর টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়লে ধ্বংসাবশেষের আঘাতে ৬৬ জন দর্শক নিহত ও ৬৭ জন আহত হয়। বিমানের দু'জন চালক প্যারাসুটের সাহায্যে লাফিয়ে পড়ে প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন বলে জানা গেছে।

মুসলিম জাহান

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির স্বার্থে শ্যারণকে বিদায় করতে হবে

-সঊদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী

সঊদী আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স সঊদ আল-ফয়ছাল বলেছেন, ইসরাঈলের কট্টরপন্থী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারণ ক্ষমতায় থাকলে মধ্যপ্রাচ্য অধিকতর রক্তক্ষয় ও ট্রাজেডির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে। শান্তির স্বার্থে শ্যারণকে বিদায় করতে হবে।

হোয়াইট হাউজে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে সঊদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে মিঃ শ্যারণের মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেন এবং বলেন, দক্ষিণপন্থী শ্যারণ ক্ষমতায় না থাকলে তিনি শান্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে অধিকতর আশাবাদী হবেন। সঊদী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে মিসর ও জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও একই সঙ্গে মার্কিন নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেন।

প্রিন্স সঊদ বলেন, তিনি স্বীকার করেন যে, ইসরাঈলীদের মধ্যে শ্যারণের সমর্থন রয়েছে, তবে তিনি এটাও উল্লেখ করেন যে, ইসরাঈলী জনগণের বৃহত্তর অংশ ফিলিস্তীনীদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে চায়। তারা শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি চায়। সঊদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ইসরাঈলীদের অবশ্যই নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে হবে। যারা শান্তি চায় তারা যদি দৃঢ়ভাবে শান্তির পক্ষে দাঁড়াতে পারে, তাহ'লেই তারা তাদের কাংখিত নিরাপত্তা লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।

১০ বছরে ৪ হাযার বৃটিশ নাগরিক আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণ নিয়েছে

বিগত ১০ বছরে প্রায় ৪ হাযার বৃটিশ নাগরিক আফগানিস্তানে আল-কায়েদার শিবিরগুলিতে প্রশিক্ষণ লাভ করেছে এবং তাদের অধিকাংশই এরপর বৃটেনে ফিরে গেছে। লণ্ডনের সংবাদপত্র 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট' এ খবর দিয়েছে। পত্রিকাটি নিরাপত্তা সূত্রের বরাত দিয়ে জানায়, আফগানিস্তান প্রত্যাগতদের মধ্যে অনেককেই চিহ্নিত করা গেছে। তবে অনেকের হদিছ পাওয়া যাচ্ছে না। সূত্র জানায়, এই সাবেক স্বেচ্ছাসেবকদের অধিকাংশকেই এখন আর হুমকি বলে মনে হচ্ছে না। তবে কিছু কিছু সদস্য এখনো আল-কায়েদার সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কেন্দ্রে ক্ষমতা পেলে দেশে ইসলামী আইন চালু করব

-প্যান মালয়েশিয়ান ইসলামিক পার্টি

মালয়েশিয়ার ইসলামপন্থী দল 'প্যান মালয়েশিয়ান ইসলামিক পার্টি' কেন্দ্রে ক্ষমতা পেলে সে দেশে ইসলামী আইন চালু করবে বলে জানিয়েছে। 'দি স্টার ডেইলী' গত ১০ জুলাই 'প্যান মালয়েশিয়ান ইসলামিক পার্টি'র প্রধান ও তেরেঙ্গানু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে এ কথা জানায়। তিনি বলেন, সময় এলে মুসলিম অমুসলিম সকলকেই ইসলামী আইন মেনে চলতে হবে। মালয়েশিয়ার বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ সরকার সেদেশে ইসলামী আইন প্রবর্তনে বাধা দিবে বলে জানিয়েছে। আবদুল হাদির সহকর্মী যহীর মুহাম্মাদ নিশ্চিতভাবে জানান, আবদুল হাদির বক্তব্য সঠিকভাবেই পরিবেশন করা হয়েছে। তিনি বলেন, ২০০৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ইসলামপন্থী দল যদি প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মাদের ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে, তবে সেদেশে ইসলামী আইন প্রবর্তন করা হবে।

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা,

উল্লেখ্য, গত জুলাই তেরেঙ্গানু রাজ্যের আইন সভায় ইসলামী আইন পাস হয়। এই রাজ্যের আইন সভায় ৩২টি আসনের মধ্যে ২৮টি রয়েছে ইসলামপন্থী দলের নিয়ন্ত্রণে।

ধর্ম অবমাননার দায়ে মৃত্যুদণ্ড

নিজেকে যীশু বলে দাবীদার পাকিস্তানী খৃষ্টান আনোয়ার কেলেথকে গত ১৮ জুলাই লাহোরে পুলিশ প্রহরা দিয়ে কারাগারে নিয়ে যায়। সাবেক সরকারী কর্মকর্তা কেনেথ ইসলামকে একটি ভুয়া ধর্ম বলে অভিহিত করায় তাকে ধর্ম অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং গত ১৮ জুলাই তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

ইরাকের বিরুদ্ধে হামলায় কুয়েত তার ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেবে না

-কুয়েতী পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করার গোপন অভিযানের অংশ হিসাবে ব্রিটিশ ও মার্কিন গোয়েন্দারা ইরাকী ভূখণ্ডে ইতিমধ্যেই কাজে নেমে গেছে। গত ১২ জুলাই লণ্ডনের ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার খবরে এই তথ্য প্রকাশ করে একজন মার্কিন কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দারা প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের বিরোধীদের সমর্থন দিচ্ছে এবং সাদ্দাম প্রশাসনে অসন্তুষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। মার্কিনীদের সাথে ব্রিটিশ গোয়েন্দারাও আছে।

ইরাকের বিরুদ্ধে সাম্ভাব্য মার্কিন হামলা পরিকল্পনার সাথে কুয়েত তার সম্পৃক্ত থাকার কথা অস্বীকার করে বলেছে, ইরাকে হামলা চালানোর ক্ষেত্রে কুয়েতী ভূখণ্ড ব্যবহার করার সুযোগ নেই। আল-রাই আল-আম পত্রিকায় কুয়েতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শেখ মুহাম্মাদ আছ-ছাবাহ বলেছেন, ইরাকে হামলাকারীদের কুয়েতী ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেয়া হবে না। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোন অনুরোধও আসেনি বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশে যে মার্কিন সৈন্য রয়েছে তাদের দায়িত্ব কুয়েতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ইরাক বিশ্বের প্রতি হুমকি এমন কোন প্রমাণ নেই

-সাবেক জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শক

জাতিসংঘের সাবেক অস্ত্র পরিদর্শক স্কট রিটার ইরাকের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে পাশ্চাত্যকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, সাদ্দাম হোসেন বিশ্বের প্রতি হুমকি এমন কোন প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য ইরাকের সাথে যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, যুদ্ধের জন্য ইতিমধ্যে সৈন্য মোতায়েন করা হচ্ছে। যুদ্ধ শুরু হ'লে তা গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়বে। ব্রিটিশ হাউজ অব লর্ডসের ডেমোক্র্যাট নেতা ব্যারনস উইলিয়ামসও ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পাশ্চাত্যকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। তিনি হাযার হাযার ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্য ও ইরাকী নাগরিকদের ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। মিঃ রিটার বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করতে চান। তিনি এব্যাপারে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। এ সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ নেই। তিনি যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইরাকের মারণাস্ত্র রয়েছে এটা জল্পনা-কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়।

ইরাকের সব জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, মিঃ রিটার ইরাকের কথিত জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্র ভাণ্ডার পরীক্ষার জন্য প্রেরিত টীমের প্রধান ছিলেন। তিনি বলেন, ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসের আগেই ইরাক নিরস্ত্র হয়ে গেছে। এটা তিনি জানেন এবং বলবেন। রিটার বলেন, ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন বোমা বর্ষণ 'এক ভয়ংকর ভুল' এবং এটা 'বোমা বর্ষণের খাতিরে বোমা বর্ষণ করা হচ্ছে'।

যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা কখনোই ইরাককে পরাজিত করতে পারবে না

-প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা ইরাককে কখনোই পরাজিত করতে পারবে না। তিনি বলেন, ইরাকের বিজয় অবশ্যম্ভাবী এবং ইরাকের বিরুদ্ধে সকল বিদেশী চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। গত ১৯ জুলাই ইরাকের জাতীয় দিবসে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, বিদেশীদের মিথ্যাচারে ইরাক ভয় পায় না। পরিশেষে ইরাকের বিজয় ঘটবে। তিনি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

ইন্দোনেশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর পুত্র টমির ১৫ বছরের কারাদণ্ড

ইন্দোনেশিয়ার একটি আদালত গত ২৬ জুলাই সাবেক প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর পুত্র গুতোমো মান্দালা পুত্র টমিকে সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতিকে হত্যার পরিকল্পনা ও অন্যান্য অপরাধের জন্য মোট ১৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন। এই রায় ঘোষণার সময় টমি শারীরিক অসুস্থতার কারণে আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। বিচারকমণ্ডলীর সদস্য আন্দি সামসান নাগার্নো বলেন, 'আসামী বিচারককে হত্যার জন্য একজন ঘাতককে অর্থ দিয়েছিলেন। বিচারকমণ্ডলী আসামীকে দায়বদ্ধতা থেকে অব্যাহতি দেয়ার কোন কারণ খুঁজে পাননি। তাই আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করতে হবে'।

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

জেনেটিক প্রোফাইলঃ ভবিষ্যতের চিকিৎসা

আগামী দিনে এমন একটি চিকিৎসা আসছে যে, ডাক্তার আর পূর্বের প্রেসক্রিপশন চাবেন না। তিনি চাবেন জেনেটিক প্রোফাইল। এটি ডাক্তার কম্পিউটারে ঢুকানোর সাথে সাথে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কী টিপলেই তার রোগের নাম ভেসে উঠবে এবং রোগ অনুযায়ী ফার্মেসীতে ওষুধও তৈরী হবে। জেনেটিক প্রোফাইল হ'ল আমাদের শরীরের ৪০০০ অসুখের মধ্যে কোন কোনটিতে ব্যক্তিগতভাবে মানবদেহের ১৪০০০০ জিনের কোনটিতে কাতর তা কম্পিউটারের প্রোফাইলের দ্বারা সংরক্ষণ করা যাবে। এর দ্বারা যে অসুখের জন্য যে ওষুধের দরকার, তা-ই বলে দেবে। এতে ক্ষতি ও অপচয় হ'তে বাঁচা যাবে। তখন টিউমার সারাতে সার্জনের ছুরির চেয়ে ডাক্তারের ক্যাপসুলই হবে বেশী কার্যকর। এতে ওষুধগুলির মূল আর রসায়ন শাস্ত্রে নিহিত থাকবে না। তা থাকবে জেনেটিক শাস্ত্রে। তাই আগামী দিনের ওষুধও কাজ করবে মানব জিন, মানব প্রোটিন, মানব কোষের ভিত্তিতে; রাসায়নিক দ্রব্যের ভিত্তিতে নয়।

দৈনিক সেলেনিয়াম খাদ্যের দ্বারা শরীরের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে

সেলেনিয়াম এক ধরনের খনিজ উপাদান, যা যৌবনকে ধরে রাখে দীর্ঘদিন এবং সমৃদ্ধ করে তোলে মাংসপেশীর কার্যক্ষমতা। গবেষণায় দেখা গেছে, বয়স বৃদ্ধির স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে সেলেনিয়াম বিলম্বিত করে তোলে। নিষ্কাশন করে মানবদেহের দূষিত উপাদান গুলি। এসব ছাড়াও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং সর্বোপরি পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে এই সেলেনিয়াম। সামুদ্রিক মাছ, আলু, গাজর, গমের ভ্রূণ, ভুট্টা প্রভৃতি খাবারে প্রচুর পরিমাণ সেলেনিয়াম পাওয়া যায়।

<u>বিশেষজ্ঞদের হুঁশিয়ারি</u>

গ্রহাণুর বিস্ফোরণ পারমাণবিক যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারে

মহাকাশে ছোট ছোট গ্রহাণুর বিস্ফোরণকে পারমাণবিক হামলা বলে ভুল করা হ'তে পারে বলে সামরিক বিশেষজ্ঞরা হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। বিশেষ করে পাকিস্তান ও ভারতের মতো যেসব এলাকায় সামরিক উত্তেজনা খুব বেশী সেখানে এ ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপক আশংকা রয়েছে।

গত জুনে ভূমধ্য সাগরের আকাশে যে গ্রহাণুর বিস্ফোরণ ঘটে, তা দক্ষিণ এশিয়ার উপরে ঘটলে পরমাণু যুদ্ধ বেধে যেতে পারতো বলে ওয়াশিংটনে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেন। ভূমধ্য সাগরের উপর ঐ বিস্ফোরণটি ছিল এক কিলোটন বোমার শক্তিসম্পন্ন।

পৃথিবী ক্রমেই প্রশস্ত হচ্ছে

বিজ্ঞানীরা বললেছেন যে, পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার নয়। এর আকৃতি কুমড়ার মত। এর মধ্যভাগ চওড়া, দুই মেরু অপেক্ষাকৃত সরু। বিজ্ঞান জার্মানে প্রকাশিত এক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা এই মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, এমনকি পৃথিবী ক্রমেই প্রশস্ত হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রে এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, গত দু'দশক ধরে বিষুবরেখা অঙ্গনে পৃথিবীর একটি রেখা সংকুচিত হয়। এরপর ৯৮ সাল থেকে এটি পুনরায় সম্প্রসারিত হ'তে শুরু করেছে। গত ২৫ বছর মহাকাশ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গবেষকরা বিচিত্র বিষয় লক্ষ্য করেছেন।

তারা বলেছেন, পৃথিবীর হিম মুকুট গলতে শুরু হওয়ার কারণে পৃথিবীর ঘন শিলাস্তরে প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে। প্রায় ৪ বছর আগে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, পৃথিবী পুনরায় প্রশস্ত হ'তে শুরু করেছে এবং তা আজও অব্যাহত রয়েছে। তবে তারা পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগের পরিবর্তন সম্পর্কে কিছু বলেননি।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

জীবনের সর্বক্ষেত্রে অহি-র বিধান মেনে চলুন

-আমীরে জামা'আত

চট্টগ্রাম ২৬শে জুলাই শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উত্তর পতেঙ্গাস্থ টি.এস.পি. কলোনী জামে মসজিদে চট্টগ্রাম যেলা সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত কর্মী প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান অতিথির ভাষণে সরকার ও জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ধর্মীয় জীবনে আমরা ইসলামের কিছু কিছু অনুসারী হ'লেও বৈষয়িক জীবনে ইসলামের গণ্ডিমুক্ত হয়ে ত্বাগূতের অনুসরণ করছি। তিনি ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে গড়ে তোলার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, এ ব্যতীত আমাদের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি কখনই সম্ভব নয়।

যেলা সভাপতি জনাব ছদরুল আনামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে মহানগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে অর্ধ শতাধিক কর্মী ও সুধী অংশগ্রহণ করেন।

দেশব্যাপী যেলা ভিত্তিক দায়িত্বশীল ও অগ্রসর সদস্যদের প্রশিক্ষণ

১৮ ও ১৯শে জুলাই বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ

নওগাঁঃ যেলা সভাপতি জনাব আনীসুর রহমান মাষ্টার-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মাওলানা আহাদ আলীর পরিচালনায় তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত পাঁজরভাঙ্গা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ২ দিন ব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক ফারূক আহমাদ প্রমুখ।

নীলফামারীঃ যেলা সভাপতি অধ্যাপক ইসমাঈল হুসাইন-এর সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান-এর পরিচালনায় কৈমারী বাজার প্রাইমারী স্কুলে যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ এবং নীলফামারী যেলার সাধারণ সম্পাদক জনাব খায়রুল আযাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর নীলফামারী যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান প্রমুখ।

২৫ ও ২৬শে জুলাই বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ

লালমণিরহাটঃ যেলা সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত মহিষখোচা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা উপদেষ্টা জনাব মাওলানা জাহিদ হুসাইন ও মাওলানা আবু সাঈদ, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক মাওলানা মাহবূবুর রহমান, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ মনীরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল ও দফতর সম্পাদক নওয়াব আলী প্রমুখ ও অন্যান্য সুধীবৃন্দ।

বগুড়াঃ যেলা সভাপতি জনাব মাষ্টার আনছার আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম-এর পরিচালনায় আল-মারকাযুল ইসলামী নশিপুরে যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা ফারূক আহমাদ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

১লা ও ২রা আগষ্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ

রাজশাহীঃ যেলা সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা ফারূক আহমাদ-এর সভাপতিত্বে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মিলনায়তন, নওদাপাড়া রাজশাহীতে দু'দিন ব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা সভাপতি ও দুর্গাপুর কলেজের প্রভাষক মাওলানা ফারূক আহমাদ।

কুষ্টিয়াঃ যেলা সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল-কিবরিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আমীরুল ইসলাম মাষ্টার-এর উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে দৌলতখালী হাজীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ লোকমান হোসায়েন, দফতর সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

প্রশিক্ষণে দাওয়াতের গুরুত্ব, জামা'আতী যিন্দেগীর উপর দরসে কুরআন ও দরসে হাদীছ সহ ইনফাক্ব ফি সাবীলিল্লাহ, গঠনতন্ত্র পরিচিতি, রিপোর্ট সংরক্ষণ ও উহার গুরুত্ব এবং ছালাতের বাস্তব শিক্ষার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

রংপুরঃ যেলা সভাপতি জনাব মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব-এর সভাপতিত্বে ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব সেকেন্দার আলীর পরিচালনায় তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত পীরগাছা দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া-র মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। প্রশিক্ষণে বিপুল সংখ্যক কর্মী অংশগ্রহণ করেন এবং প্রথম দিন বাদ আছর থেকে শুরু হয়ে পরদিন জুম'আ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকে।

তাবলীগী সফর

নওগাঁঃ গত ২০শে জুলাই শনিবার হ'তে ২৭শে জুলাই রবিবার পর্যন্ত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার বিশেষ বিশেষ শাখা সমূহে সপ্তাহ ব্যাপী তাবলীগী সফর অনুষ্ঠিত হয়।

সপ্তাহ ব্যাপী তাবলীগী সফরে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অন্যতম মুবাল্লেগ জনাব মুহাম্মাদ আতাউর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন ও সাপাহার থানার অন্যতম সদস্য জনাব মাওলানা ইয়াহইয়া মাদানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তাঁরা যেলার দুর্গাপুর, মদলপুর, চক শিবরামপুর, রামরায়পুর টেংরাকুড়ি, উচাডাংগা গোডাউনপাড়া ও পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখা সফর করেন।

পূর্ব কাশিপুর, কুড়িগ্রাম ৪ঠা জুলাই বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর কুড়িগ্রাম যেলার পূর্ব কাশিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অত্র শাখার সভাপতি আলহাজ্জ সফরুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত।

উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমণিরহাট যেলা সভাপতি মাওলানা মুন্তাযির রহমান ও কুড়িগ্রাম যেলার সদস্য জনাব মুহাম্মাদ শামসুল হক ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

মধুর হাইল্যা, কুড়িগ্রাম ৫ই জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মধুর হাইল্যা শাখা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অত্র মসজিদের খত্বীব জনাব মাওলানা রহমতুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমণিরহাট যেলা সভাপতি জনাব মাওলানা মুন্তাযির রহমান ও নাগেশ্বরী এলাকার অন্যতম সদস্য জনাব মুহাম্মাদ শামসুল হক প্রমুখ।

বাদুল্লাপুর, সিরাজগঞ্জ ৭ই জুলাই রবিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলার রশিদপুর এলাকার বাদুল্লাপুর শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা সভাপতি জনাব আলহাজ্জ মীর শাহজাহান আলী-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান

হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ।

তা'লীমী বৈঠক

প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহীঃ

(১) ৩রা জুলাই বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ-এর পরিচালনায় ও হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন-এর বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা দানের মাধ্যমে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়।

উক্ত বৈঠকে 'আল্লাহ্‌র সাথে খেয়ানত' বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ তা'লীম প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অন্যতম মুবাল্লেগ জনাব মুহাম্মাদ আতাউর রহমান। দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ শিক্ষা দান করেন হাফেয মুহাম্মাদ মুকাররম বিন মুহসিন।

(২) ১০ই জুলাই বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন-এর বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত এর মাধ্যমে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়।

উক্ত বৈঠকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এর উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

(৩) ১৭ই জুলাই বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন-এর বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা দানের মাধ্যমে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়।

বৈঠকে কালিমা তাইয়েবা-এর সঠিক উচ্চারণ ও অর্থসহ মুখস্তকরণ বিষয়ে তা'লীম প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অন্যতম মুবাল্লেগ জনাব মুহাম্মাদ আতাউর রহমান।

(২) ২৪শে জুলাই বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়।

বৈঠকে জিহাদের গুরুত্ব-এর উপর বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাধারণ পরিষদ সদস্য ও আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় অফিস সহকারী জনাব মাওলানা আনোয়ারুল হক্ব।

সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তার বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করাই আহলেহাদীছ আন্দোলনের রাজনৈতিক দর্শন।

আমাদের রাজনীতি ইমারত ও খিলাফত

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/৩৬১)ঃ আমার বিবাহের সময় মোহরানা কত টাকা ধার্য করা হয়েছিল তা আমার মনে নেই। এমনকি মোহরের কোন টাকাও এ পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়নি। এখন আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
রুদ্রেশ্বর কাকিনা
কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ উক্ত ব্যক্তিকে 'মোহরে মিছাল' প্রদান করতে হবে। 'মোহরে মিছাল' অর্থ স্ত্রীর বোন বা স্ত্রীর বংশীয় নারীদের মোহর যেটা ধার্য করা হয়েছে সেই পরিমাণ মোহর স্বামীকে প্রদান করতে হবে' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩২০৭)* 'মোহর' অধ্যায়ে ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে 'মোহরে মিছাল' সম্পর্কে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, সেটি যঈফ। তবে উক্ত হাদীছের সমর্থনে (শাহেদ) আবূদাউদ ও হাকেমে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে এক মহিলার সাথে মোহর নির্ধারণ ছাড়াই বিবাহ দেন। অতঃপর সেই নারীর বংশীয় নারীদের মোহর অনুযায়ী মোহর প্রদান করেন *(তানকীহুর রুওয়াত শরহে মিশকাত ২/২২ পৃঃ, 'মোহর' অধ্যায়; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২২৩-২৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২/৩৬২)ঃ ফজর, মাগরিব ও এশার ছালাতে প্রথম দু'রাক'আতে যদি ক্বিরাআত নীরবে এবং যোহর ও আছর ছালাতের প্রথম দু'রাক'আতে সরবে পড়া হয়, তবে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি? এক্ষেত্রে জামা'আতে ও একাকী উভয়ের হুকুম কি এক হবে, না ভিন্ন হবে?

-আযীযুল হক
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া
গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ যে সমস্ত ছালাতে ক্বিরাআত সরবে ও নীরবে পড়ার হুকুম রয়েছে, সে সমস্ত ছালাত জামা'আতে বা একাকী সর্বাবস্থায় সে নিয়মে পড়াই শরী'আত সম্মত। তবে ক্বিরাআত সরবের জায়গায় নীরবে এবং নীরবের জায়গায় সরবে পড়লে ছালাত হয়ে যাবে। কোন সাহু সিজদা লাগবে না। আবু ক্বাতাদাহ বলেন, আমরা যোহরের ছালাত আল্লাহ্‌র রাসূলের পিছনে পড়ার সময় তিনি আমাদেরকে কখনো কখনো শুনিয়ে পড়তেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৮, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*। মিশকাতের ভাষ্যকার ছাহেবে মির'আত বলেন, উল্লেখিত হাদীছটি এবং নাসাঈ বর্ণিত বারা ইবনে আযেব ও ইবনু খুযায়মা বর্ণিত আনাস (রাঃ)-এর হাদীছ সমূহ প্রমাণ করে যে, ক্বিরআত সরবের জায়গায় নীরবে এবং নীরবের জায়গায় সরবে পড়লেও

ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ইমাম ও মুক্তাদীর হুকুম একই *(মির'আত ৩/১৩২ পৃঃ, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩৬৩)ঃ মুমিনদের আত্মা পাখি হয়ে জান্নাতে বেড়াবে মর্মে কোন হাদীছ আছে কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবূবকর
নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ উল্লেখিত বক্তব্যটি একটি হাদীছের অংশবিশেষ। হাদীছটি নিম্নরূপঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুমিনের আত্মা পাখি হয়ে জান্নাতের বৃক্ষশাখায় চরে বেড়ায়। ক্বিয়ামতের দিন সেগুলিকে আল্লাহ তাদের স্ব স্ব দেহে ফিরিয়ে দিবেন' *(মুওয়াত্ত্বা, নাসাঈ, বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৬৩২, 'জানাযা' অধ্যায়)*।

তাছাড়া হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) ছহীহ মুসলিম থেকে হাদীছ পেশ করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই শহীদদের রূহগুলি সবুজ রংয়ের পাখি সমূহের পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে জান্নাতের যে কোন স্থানে ইচ্ছামত বিচরণ করে। ...শহীদদের উচ্চ মর্যাদা দেখে তারা আল্লাহ্র আরশের নিকটে গিয়ে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে এসে জিহাদ করে শহীদ হওয়ার আকাংখা ব্যক্ত করবে। কিন্তু আল্লাহ বলবেন, এটাই চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে যে, তাদেরকে আর ফেরৎ পাঠানো হবে না' *(তাফসীর ইবনু কাছীর, ১/২০৩ পৃঃ)*। *বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ দরসে কুরআনঃ 'হায়াতুন্নবী' আত-তাহরীক আগষ্ট '৯৯)*।

প্রশ্নঃ (৪/৩৬৪)ঃ বাংলাদেশের কাগজী মুদ্রায় হরিণ, দোয়েল, মানুষের ছবি রয়েছে। জামার পকেটে এসব ছবি সম্বলিত টাকা রেখে ছালাত হবে কি?

-শামীম ও সহপাঠীরা
দুবইল, নারায়ণপুর,
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ ছবি সম্বলিত টাকা-পয়সা নিরুপায় হয়ে সাথে রেখে ছালাত আদায় করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছবি সম্বলিত কাপড়ের দিকে ছালাত আদায় করার পর কাপড়টি সরিয়ে নিতে বলেছিলেন, কিন্তু ঐ ছালাত দ্বিতীয়বার আদায় করেননি *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৫৮ 'ছালাতের সুতরা' অনুচ্ছেদ)*। কাজেই ছবি সম্বলিত টাকা-পয়সা সাথে নিয়ে ছালাত আদায় করলে ইনশাআল্লাহ ছালাত হয়ে যাবে *(আত-তাহরীক, মে ২০০১ ২৫/২৭০ প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (৫/৩৬৫)ঃ আপন ফুফাত বোনের মেয়ে অর্থাৎ ভাগনীকে বিবাহ করা কি শরী'আত সম্মত?

-তাজুল ইসলাম
রাজশাহী।

উত্তরঃ ফুফাত বোনের মেয়ে (ভাগনী) যেহেতু মুহাররামাতের (যাদেরকে বিবাহ করা হারাম) অন্তর্ভুক্ত নয়, সেহেতু তাকে নিঃসন্দেহে বিবাহ করা জায়েয। যেসব নারীদের সাথে বিবাহ করা হারাম, পবিত্র কুরআনে ও ছহীহ হাদীছে তাদের তালিকা বর্ণিত হয়েছে *(নিসা ২২-২৩, বাক্বারাহ ২২১; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৬০, ৩১৬১ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৬/৩৬৬)ঃ শুটকি মাছ খাওয়া কি জায়েয? যদি জায়েয হয় তবে হিদলের শুটকি খাওয়া যাবে কি?

এস, হোসেন
টরেন্টো, কানাডা
ও
সাথী, সিলেট।

উত্তরঃ জীবিত বা মৃত যেকোন মাছ খাওয়ার ব্যাপারে শরী'আত অনুমতি দিয়েছে। পদ্ধতিগতভাবে কেউ রান্না করে খায়, কেউ শুটকি বানিয়ে খায় তাতে কোন অসুবিধা নেই। আমাদের শ্রুতি মতে হিদলও বড়-ছোট সামুদ্রিক মাছের অন্তর্ভুক্ত। সে হিসাবে হিদলের শুটকি খেতে কোন বাধা নেই। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার ধরা ও উহা খাওয়া হালাল করা হয়েছে' *(মায়েদাহ ৯৬)*। মরা মাছ ও মরা টিড্ডি (পঙ্গপাল) খাওয়া জায়েয। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমাদের জন্য দু'টি মরা (প্রাণী) ও দুই প্রকার রক্ত হালাল করা হয়েছে। দু'টি মৃত (প্রাণী) একটি মাছ, অপরটি টিড্ডি। আর দুই প্রকার রক্তের একটি কলিজা, অপরটি প্লীহা' *(আহমাদ, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৬২৫; মিশকাত হা/৪১৩২; বুলূগুল মারাম, তাহকীকঃ মুবারকপুরী হা/১ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩৬৭)ঃ সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের ছালাতের পদ্ধতি অনেক মানুষ না জানার ফলে একটি বিরাট সুন্নাত আমাদের মধ্য হ'তে উঠে যাচ্ছে। সুতরাং উক্ত ছালাতের পদ্ধতি মাসিক আত-তাহরীকে প্রকাশ করলে বহু লোক হয়তো সুন্নাতটি আঁকড়ে ধরে থাকবে।

- নো'মান আলী
হাজীটোলা, দেবীনগর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ শুরু হ'লে আল্লাহ্র প্রতি গভীর আনুগত্য ও ভীতি সহকারে এর ক্ষতি থেকে বাঁচা ও কল্যাণ থেকে উপকৃত হবার প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে জামা'আতসহ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয় এবং শেষে খুৎবা দিতে হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৮০, 'সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

পদ্ধতিঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে একদা সূর্য গ্রহণ হ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছালাত আদায় করেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে ছালাত আদায় করে। প্রথমে তিনি ছালাতে দাঁড়ালেন এবং সূরা বাক্বারাহ্র মত দীর্ঘ ক্বিরাআত করলেন। অতঃপর দীর্ঘ রুকূ করলেন। তারপর মাথা তুলে ক্বিরাআত করতে লাগলেন। তবে প্রথম ক্বিরাআতের চেয়ে কিছু কম। ক্বিরাআত করে রুকূতে গেলেন। এবারের রুকূ প্রথম রুকূর

চেয়ে কিছুটা কম হ'ল। তারপর তিনি রুকূ থেকে মাথা তুলে সিজদা করলেন। অতঃপর সিজদা শেষে দাঁড়িয়ে লম্বা ক্বিরাআত করলেন। তবে প্রথমে রাক'আতের তুলনায় কিছুটা ছোট। এরপর তিনি লম্বা রুকূ করলেন, যা প্রথম রুকূর চেয়ে কম ছিল। রুকূ থেকে মাথা তুলে পুনরায় ক্বিরাআত করলেন। যা প্রথমের তুলনায় ছোট ছিল। অতঃপর তিনি রুকূ করলেন ও মাথা তুলে সিজদায় গেলেন। পরিশেষে সালাম ফিরালেন। ইতিমধ্যে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে গেল। অতঃপর ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে তিনি খুৎবা দিলেন এই বলে যে, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি বিশেষ নিদর্শন। কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে এই গ্রহণ হয় না। যখন তোমরা ঐ গ্রহণ দেখবে, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণ করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৮২, 'সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৮/৩৬৮)ঃ জনৈক আলেম ফৎওয়া দিয়েছেন যে, চার রাক'আত বিশিষ্ট সুন্নাত ছালাতের শেষের দু'রাক'আতেও সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা মিলিয়ে পড়তে হবে। আবার অন্য একজন বলেন, মিলিয়ে পড়তে হবে না। উভয়ের মধ্যে কার ফাৎওয়া সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাঈদুর রহমান
কয়াগাড়ী গাঁও, টাপা বারপেটা
আসাম, ভারত।

উত্তরঃ উল্লেখিত দুই পদ্ধতিতেই ফরয বা সুন্নাত-নফল ছালাত সমূহ আদায় করা যায়। শেষের দু'রাক'আতে অন্য সূরা মিলাতে কিংবা নাও মিলাতে পারে, শুধু সূরা ফাতিহা পড়তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহর ছালাতের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়তেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৮ 'ছালাতে কিরা'আত' অনুচ্ছেদ; নায়ল ৩/৭৬ পৃঃ)*।

শেষের দু'রাক'আত ছালাতেও কোন কোন ছাহাবী সূরা মিলাতেন বলে জানা যায় *(মুওয়াত্ত্বা, মির'আত ১/১৩১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৯/৩৬৯)ঃ জনৈক ব্যক্তি কোন এক মাদরাসায় একটি গরু ছাদাক্বাহ করে। মাদরাসা কমিটি উক্ত গরু বিক্রি করার জন্য হাটে নিয়ে আসলে ছাদাক্বাহ দাতার ছেলে গরুটি ক্রয় করে নেয়। ফলে বাড়ী যাওয়ার পর পিতা ও ছেলের মাঝে তর্ক হয়। পিতা বলেন, গরু পুনরায় ক্রয় করা ঠিক হয়নি। ছেলে বলে, আমি নিজের টাকা দিয়ে নিয়েছি তাতে দোষ কি? ছহীহ দলীলের আলোকে উক্ত বিষয়ে সমাধান চাই।

-মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
বংশাল চৌরাস্তা, ঢাকা।

উত্তরঃ পিতার দেওয়া ছাদাক্বাহ ছেলের পক্ষে ক্রয় করা ঠিক হয়নি। যেহেতু পিতাই পরিবারের মূল মালিক। সেহেতু গরুটি ছেলের পক্ষ থেকে ক্রয় করা মানেই পিতার ক্রয় করা। যা শরী'আতে নিষিদ্ধ। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্র রাস্তায় একটি ঘোড়া দান করেছিলাম। ঘোড়ার লালন-পালনকারী ঘোড়াটিকে বেশ দুর্বল করে ফেলে। ঘোড়াটি কম দামে বিক্রি করবে বলে আমি ক্রয় করার ইচ্ছা পোষণ করি এবং এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করি। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, এক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলেও তুমি তা ক্রয় করোনা। তোমার ছাদাক্বাহ'র দিকে ফিরে যেয়োনা। ছাদাক্বাহর দিকে ফিরে যাওয়া ব্যক্তি বমি করে পুনরায় ঐ বমি ভক্ষণ করার ন্যায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৪ 'যে আপন দান ফিরিয়ে নেয়' অনুচ্ছেদ, 'ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা' অধ্যায়; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৭৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩৭০)ঃ অলী বা অভিভাবকের অগোচরে কোন পুরুষ কোন মহিলাকে যদি বলে আমি তোমাকে বিবাহ করলাম। জওয়াব মহিলা বলল, আমি তোমাকে গ্রহণ করলাম। এমতাবস্থায় সেখানে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা উপস্থিত থাকলে নাকি বিবাহ হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
ও
বিলকিস রাণী
মজিদপুর, কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ উল্লিখিত পদ্ধতিতে বিবাহ জায়েয নয়। তাছাড়া অলী ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ নয়। নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন মহিলা যদি অলীর বিনা অনুমতিতে বিবাহ করে তাহ'লে তার ঐ বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১৩১ ও ৩১৩০ 'বিবাহে অলীর কাছে মহিলাদের অনুমতি' অনুচ্ছেদ)*।

নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন, 'কোন মহিলা কোন মহিলার বিয়ে দিতে পারবে না এবং কোন মহিলা নিজেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবে না' *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১৩৬; ইরওয়া হা/৮৪১)*।

প্রশ্নঃ (১১/৩৭১)ঃ জনৈক ব্যক্তি ১ম স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, কিন্তু মোহর পরিশোধ করেনি। পরে ঐ স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ হয় এবং তিন সন্তানের মা হয়ে সে মৃত্যুবরণ করে। তবে ১ম স্বামীর পক্ষে কোন সন্তানাদি নেই। এক্ষণে অনাদায়ী ১ম স্বামীর মোহর ২য় স্বামীর পক্ষের ছেলেদের দেওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ
আল-জাহারা, কুয়েত।

উত্তরঃ মোহরের মূলতঃ হকদার যেহেতু উক্ত মহিলা, সেহেতু তার সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে অংশ হিসাবে তার ছেলেরা পাবে। যদি মাইয়েতের পিতা-মাতা না থাকেন, তাহ'লে ছেলেদের মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে। আর যদি পিতা-মাতা বেঁচে থাকেন তাহ'লে ৬ ভাগ করে

দুই ভাগ পিতা-মাতা ও বাকী ৪ ভাগ ছেলেদের মাঝে সমানভাবে বন্টন করে দিতে হবে। যদি ছেলের সাথে মেয়ে থাকে তাহ'লে মেয়ে যা পাবে ছেলে তার দ্বিগুণ পাবে' *(নিসা ১১)*।

প্রশ্নঃ (১২/৩৭২)ঃ জেনে-শুনে সূদ খেলে ইবাদত কবুল হবে কি?

-মুজাহিদুল ইসলাম
শুকদেবপুর, চিরির বন্দর
দিনাজপুর।

উত্তরঃ হারাম খাদ্য ভক্ষণ করে ইবাদত করলে ইবাদত কবুল হবে না। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ব্যতীত কিছুই কবুল করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে যে আদেশ করেছেন, মুমিনগণকেও সেই আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ করুন এবং সৎ আমল করুন' *(মুমিনূন ৫২)*। মুমিনদের সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! আমার দেওয়া পাক-পবিত্র বস্তু হ'তে ভক্ষণ কর, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে রিযিক হিসাবে দান করেছেন' *(বাক্বারাহ ১৭২)*। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করেছে, এলোমেলো তার মাথার চুল ও শরীরে ধুলা-বালি। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি আসমানের দিকে হাত উত্তোলন করে আল্লাহর নিকটে কাতর কণ্ঠে দো'আ করছে, হে প্রভু! হে প্রভু! বলে। অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং সে হারাম খাদ্য খেয়েছে। ঐ ব্যক্তির প্রার্থনা কিভাবে কবুল হবে? *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'হালাল উপার্জন' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৭৩)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন মৃত সুন্নাত কেউ জীবিত করলে সে নাকি ১০০ জন শহীদের সমান নেকী পাবে, এ কথা কি সঠিক? জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-বিলকিস বিনতে রহমান
মজিদপুর, কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তাহক্বীক্ব মিশকাত, ১ম খণ্ড হা/১৭৬, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*। তবে কোন ব্যক্তি যদি কাউকে কোন সুন্নাতের প্রতি আমলের জন্য কিংবা সৎ পথের দিকে আহ্বান করে, তাহ'লে ঐ আহ্বানকারীর জন্য প্রচুর ছওয়াব রয়েছে। তার নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে সৎ পথের দিকে ডাকে, তার জন্য সেই পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে যা তা পালনকারীদের জন্য রয়েছে। অথচ তাদের ছওয়াবের কোন অংশই কমবে না' *(তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/১৫৮, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৭৪)ঃ আমি সরকারী চাকুরীজীবি। আমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড-এর অর্থ দিয়ে হজ্জ সম্পাদন করতে পারি কি-না ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ওসমান গণি
ভদ্রা, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে যদি সূদ দেওয়া হয়, তবে তা দিয়ে হজ্জ করা জায়েয নয়। কেননা সূদী ব্যাংকে টাকা জমা রেখে যে মুনাফা অর্জিত হয় তার সম্পূর্ণই সূদ। অতএব সেই অর্থ দিয়ে হজ্জ সম্পাদন করা শরী'আত সম্মত নয়। কেননা পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, 'মহান আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। তবে সূদের টাকা বাদ রেখে উক্ত ফাণ্ডে আপনার জমাকৃত আসল টাকা দিয়ে হজ্জ সম্পাদন করায় কোন দোষ নাই।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৭৫)ঃ মহিলাদের কোন্ কোন্ অঙ্গ পর্দার অন্তর্ভুক্ত? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মিসেস হালীমা বেগম
কাজী ভিলা, কালীগঞ্জ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ মহিলাদের আপাদমস্তক সকল অঙ্গই পর্দার অন্তর্ভুক্ত। পর পুরুষের সামনে তাদের সৌন্দর্যের কোন অঙ্গই প্রকাশ করা যাবে না। 'তবে যেটা প্রকাশিত হয়ে যায়, সেটা ব্যতীত' *(সূরা নূর ৩১)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর দ্বারা মেয়েদের মুখমন্ডল ও দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত বুঝানো হয়েছে। যা প্রয়োজনবোধে প্রকাশ করতে কোন দোষ নেই *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/২৯৪ পৃঃ)*। যেমন চিকিৎসা, সাক্ষ্য দান ইত্যাদি ক্ষেত্রে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম, তখন আরোহীদল আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় আমাদের প্রত্যেকেই আপন মাথার চাদর চেহারার উপর টেনে দিত। আর যখন অতিক্রম করে চলে যেত, আমরা উহা খুলে দিতাম' *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত 'হজ্জ' অধ্যায়, হা/২৬৯০)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৭৬)ঃ ঈসা (আঃ) আল্লাহর নিকট এই বলে প্রার্থনা করেছিলেন যে, 'আমি নবী না হয়ে যদি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত হ'তে পারতাম তাহ'লে বেশী খুশী হ'তাম'। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জীবিত অবস্থায় তুলে নিয়েছেন। আবার তাঁকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত হিসাবেই ক্বিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন। এই তথ্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডাঃ আহমাদ আলী
ভবানীগঞ্জ বাজার, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত ঘটনাটি কুরআন বা ছহীহ হাদীছে

নেই। তবে 'কথিত আছে' (قيل) মর্মে ফাৎহুল বারীতে বর্ণিত হয়েছে। ঈসা (আঃ) ক্বিয়ামতের পূর্বে শেষনবীর উম্মত হিসাবে অবতরণ করবেন এবং দাজ্জাল বধ করবেন, ক্রুশ ও শুকর ধ্বংস করবেন ও মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন। অবশেষে মৃত্যুবরণ করবেন ও মুসলমানেরাই তাঁর জানাযা পড়বেন *(আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, ফাৎহুল বারী 'নবীদের কাহিনী অধ্যায় ৬/৫৬৮-৬৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৭৭)ঃ অবৈধ মেলামেশা করার সন্দেহে আমি আমার স্ত্রীর সাথে ৬/৭ মাস একই ঘরে বসবাস করলেও স্ত্রী সহবাস থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকি। পরিশেষে স্ত্রী বাবার বাড়ীতে চলে যায়। সেখানে ৪/৫ মাস অবস্থান করার পর উভয়ের সম্মতিক্রমে আমি আমার স্ত্রীর মোহরানা প্রদান করে একই বৈঠকে তিন তালাক প্রদান করি। এমতাবস্থায় এক বৎসর অতিবাহিত হয়। পরিশেষে আমি আমার ভুল বুঝতে পেরে উক্ত স্ত্রীকে পুনরায় নিতে চাই। সেও আমার কাছে আসতে চায়। শরী'আতের বিধান অনুযায়ী উক্ত তালাকের সমাধান কি হ'তে পারে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ আমীনুল হক
গ্রামঃ একডালা, মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তরঃ কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে একই বৈঠকে তিন তালাক প্রদান করে, তাহ'লে উক্ত তিন তালাক এক তালাক হিসাবে গণ্য হবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে এবং আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে ও ওমর ফারূক (রাঃ)-এর প্রথম দু'বছরের খেলাফতকাল পর্যন্ত এক সঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে একটি মাত্র তালাক হিসাবে গণ্য করা হ'ত। তারপর ওমর (রাঃ) বললেন, লোক তো ধীরস্থিরভাবে তালাক সম্পাদনের সুযোগ গ্রহণ না করে তাড়াহুড়া করছে। এমতাবস্থায় তিনি এক সাথে তিন তালাককে তিন তালাক হিসাবেই চালু করে দেন *(ছহীহ মুসলিম ৯/৩১২ পৃঃ, 'তিন তালাক প্রসঙ্গ' অধ্যায়)*।

এটি ছিল উমর (রাঃ)-এর ইজতিহাদ মাত্র। এর দ্বারা রাজঈ তালাক-এর কুরআনী পদ্ধতিকে বাতিল করা যায় না। ওমর (রাঃ) এটি করেছিলেন লোকদের ভয় দেখাবার জন্য সাময়িক কঠোরতা হিসাবে। কিন্তু এতে তার উদ্দেশ্য মোটেই হাছিল হয়নি বিধায় মৃত্যুর পূর্বে তিনি লজ্জিত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন *(ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান ১/২৭৬; দ্রঃ তালাক ও তাহলীল পৃঃ ২৫)*।

সুতরাং ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর উক্ত স্ত্রীকে স্বামী নতুন বিবাহের মাধ্যমে পুনরায় ফিরিয়ে নিতে পারবেন। তবে জাহেলী 'হিল্লা' প্রথার মাধ্যমে নয়।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৭৮)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন ধরনের দাড়ি রাখার নির্দেশ প্রদান করেছেন? অনেকে বলেন, দ্বীনী আন্দোলন করার জন্য যুবক চেহারা প্রকাশার্থে দাড়ি ছোট রাখা যায়। কথাটির সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ মুহসিন
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন। দাড়ি কর্তন করার পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর, দাড়ি বাড়াও ও গোফ ছোট কর' *(বুখারী ২/৮৭৫ পৃঃ)*।

দ্বীনী আন্দোলন করার জন্য যুবক চেহারা প্রকাশার্থে দাড়ি ছোট রাখা যায়- এরূপ কথা একেবারেই ভিত্তিহীন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর আমল সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে তা কেবলমাত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনের সময় মাথা মুণ্ডানোর সাথে সম্পৃক্ত। অন্য সময় তারা এরূপ করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না' *(বুখারী, ফাৎহুলবারী সহ, ১০/৪২৯ পৃঃ; আত-তাহরীক ১ম বর্ষ অক্টোবর '৯৭ ২/৫ সংখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৭৯)ঃ খাট বা চৌকির উপর বিছানো কাপড়ে প্রস্রাব বা অন্য কারণে নাপাক থাকলে তার উপর জায়নামায বিছিয়ে ছালাত আদায় করলে শুদ্ধ হবে কি? সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-লুৎফর রহমান খাঁন
বরিশাল।

উত্তরঃ খাট কিংবা চৌকির নাপাক বিছানার উপর পাক জায়নামায বিছিয়ে ছালাত আদায় করলে উক্ত ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। যদি জায়নামায সে নাপাকীকে চোষণ না করে *(মুগনী ২/৪৭৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩৮০)ঃ হারাম জিনিস কাছে রেখে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি-না সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ হাসানুজ্জামান
সোন্দাহ মাদরাসা
ছাতিয়ান, গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ যে সমস্ত জিনিস ইসলামী শরী'আতে হারাম, কিন্তু তা স্পর্শ করলে মানুষ অপবিত্র হয় না। যেমন বিড়ি, তামাক, সূদ-ঘুষের টাকা ইত্যাদি। এ সমস্ত জিনিস সঙ্গে রেখে ছালাত আদায় করলে ছালাত আদায় হয়ে যাবে। কেননা মুছল্লীর দেহ ও পোষাক বাহ্যিক নাপাকী হ'তে পবিত্র হওয়া আবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ অপবিত্র পোষাক পরে ছালাত আদায় করে, তবুও তার ছালাত জায়েয হবে। যদিও ওয়াজিব তরক হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯৫)*। তবে 'আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন'। 'তিনি পবিত্র ও পবিত্র বস্তু ভিন্ন তিনি কবুল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*।

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

***প্রশ্নঃ (২১/৩৮১)ঃ** কালেমা, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত এইগুলি কোন ধনী ব্যক্তির পালন করার মনোভাব থাকা সত্ত্বেও তা আদায় করার পূর্বেই যদি মারা যায়, তাহ'লে কি সে উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসিত হবে? উত্তরদানে বাধিত করবেন।*

-আজাদ
এজেন্ট নং ১২৫
কচুয়া, সরদার পাড়া, নীলফামারী।

উত্তরঃ উক্ত বিষয়গুলি ফরয হওয়াকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফির ও জাহান্নামী। ঐ ব্যক্তি ইসলাম হ'তে বহিষ্কৃত। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐগুলির প্রতি ঈমান রাখে, অথচ অলসতা ও ব্যস্ততার অজুহাতে সেগুলি তরক করে, সে ব্যক্তি ফাসিক্ব হবে এবং তাকে ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র নিকটে জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে। 'ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক বান্দাকে প্রথমে ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব, আত-তারগীব ওয়াত্ তারহীব হা/৩৬৯, ১/২২২; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১৮)*।

***প্রশ্নঃ (২২/৩৮২)ঃ** কোন ব্যক্তি বিবাহ করে স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বেই তার শ্বশুর মারা যায়। এখন স্ত্রীকে বাদ দিয়ে স্ত্রীর মাতাকে বিবাহ করতে পারবে কি? দলীল সহ সমাধান দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।*

-ছখিনা
কালীগঞ্জ বাজার
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ বর্ণিত অবস্থায় স্ত্রীর মাতাকে বিবাহ করা বৈধ। সূরা নিসার ২৩নং আয়াতে ১৪ জন মহিলার সাথে বিবাহ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, উক্ত মহিলা তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।

***প্রশ্নঃ (২৩/৩৮৩)ঃ** ছালাত আদায় করে না, পর্দার বিধান মেনে চলে না এবং সূদভিত্তিক এন,জি,ও-এর সাথে জড়িত, এমন ব্যক্তির বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া বৈধ হবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।*

-শিহাবুদ্দীন আহমাদ
বি,এ, অনার্স ৪র্থ বর্ষ
আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ অনুরূপ ব্যক্তির বাড়ীতে এবং বিশেষ করে সূদী আয়ের উপরে নির্ভরশীল ব্যক্তির বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া থেকে বিরত থাকা যরূরী। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করেন না' *(মিশকাত, 'বেচা-কেনা' অধ্যায়, 'হালাল ও হারাম উপার্জন' অনুচ্ছেদ)*।

***প্রশ্নঃ (২৪/৩৮৪)ঃ** আমাদের জামে মসজিদে প্রায় শুক্রবার মুছল্লীদের মধ্য হ'তে অনেকেই বিভিন্ন কাজের উপলক্ষে দো'আ চায়। তৎপ্রেক্ষিতে ইমাম সাহেব মুছল্লীগণ সহ হাত উত্তোলন করে দো'আ করেন। সকলে আমীন! আমীন! বলেন। এরূপ দো'আ করা যায় কি-না? ছহীহ দলীলের আলোকে জবাবদানে বাধিত করবেন।*

-মুহাম্মাদ আব্দুন নূর খান
সাং খানপাড়া, ফুলতলা, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ ইসতিসক্বার ছালাত ব্যতীত অন্য সময় ইমাম-মুক্তাদী সকলে মিলে সম্মিলিতভাবে হাত উত্তোলন করে দো'আ করার পক্ষে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এটা একটি নবাবিষ্কৃত পদ্ধতি।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই' তা প্রত্যাখ্যাত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*।

কেউ দো'আ চাইলে ইমাম ছাহেব মুছল্লীদের অবহিত করবেন, যেন সবাই স্ব স্ব দো'আর নিয়তের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে শামিল করে নেন ও তার জন্য দো'আ করেন। এভাবে ইমাম ও মুক্তাদী সবাই দো'আপ্রার্থী ব্যক্তির জন্য ব্যক্তিগতভাবে মৌখিক দো'আ করবেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্য হ'তে সত্তর হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ঐ সমস্ত লোক যারা অশুভ লক্ষণ মানে না, ঝাড়ফুঁক ও তন্ত্র-মন্ত্রের ধার ধারে না এবং অঙ্গে দাগায় না। তারা আপন প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে। তখন উক্কাশা ইবনে মিহছান দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্‌র নিকটে দো'আ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন তিনি এই বলে (মৌখিক) দো'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! একে তাদের মধ্যে শামিল কর' *(মিশকাত হা/৫০৬৫, 'তাওয়াক্কুল ও ছবর' অনুচ্ছেদ পৃঃ ৪৫২)*।

মুসলিম শরীফেও অনুরূপ বর্ণনা আছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, আপনি আমার মাতার জন্য দো'আ করুন। তিনি যেন ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৌখিক দো'আ করলেন যে, 'হে আল্লাহ! তুমি আবু হুরায়রার মাতাকে হেদায়াত দান কর'।

তবে কেউ ব্যক্তিগতভাবে হাত তুলেও দো'আ করতে পারেন। কিন্তু সম্মিলিতভাবে নয়। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)!) আবু আমের আপনার নিকট তার মাগফেরাতের জন্য দো'আ চেয়েছেন। অতঃপর তিনি পানি এনে ওযূ করলেন ও দু'হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! উবাইদ বিন আবু আমেরকে মাফ কর' *(বুখারী ৬১৯ পৃঃ দেউবন্দ ছাপাঃ আওতাসের যুদ্ধ অনুচ্ছেদ)*।

***প্রশ্নঃ (২৫/৩৮৫)ঃ** দেশে অনেক ইসলামী দল আছে। এর মধ্যে যেকোন একটির সাথে থাকা যাবে কি?*

-মাহদী হাসান

কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ নিজের ইচ্ছামত যেকোন ইসলামী দলের সাথে থাকা যাবে না। এমন একটি দলের সাথে থাকতে হবে, যে দলের ভিত্তি বা মূলনীতি একমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ এবং দলনেতা হবেন উক্ত দুই মূলনীতির একনিষ্ঠ অনুসারী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হক্বপন্থী দল ও হক্বের একনিষ্ঠ অনুসারী নেতাকে খুঁজে বের করতে বলেছেন। যদি না পাওয়া যায় তাহ'লে একাই থাকতে বলেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩৮২ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়)*।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মত ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একটি দলই মাত্র জান্নাতে যাবে। বাকী সব দল জাহান্নামী হবে। নাজী দলটি হবে তারাই যারা আমার ও আমার ছাহাবীদের তরীকার উপরে থাকবে' *(ছহীহ তিরমিযী হা/২১২৯; সিলসিলা ছহীহা হা/১৩৪৮; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৭১)*। ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, হক্বপন্থী একজন ব্যক্তি হ'লেও তিনি একটি জামা'আত *(ইবনু আসাকির, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৭৩-এর টীকা দ্রষ্টব্য)*। অতএব বাছাই করে সঠিক ইসলামী দলের সাথে থাকতে হবে। যেকোন দলের সাথে নয়।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৮৬)ঃ স্বামী কতদিন নিখোঁজ থাকলে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হালীমা বেগম
কাজী ভিলা, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় স্ত্রীকে চার বছর অপেক্ষা করতে হবে। যেমন ওমর ফারূক (রাঃ) এমন নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রীকে চার বছর অপেক্ষা করতে বলতেন' *(মুবাল্লা ৯/৩১৬ পৃঃ; 'নিরুদ্দিষ্ট স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৮৭)ঃ আমরা জানি ইবলীস মাত্র একজন। কিন্তু পৃথিবীর সর্বস্থানে ইবলীসের কারণেই সকল পাপকার্য সংঘটিত হচ্ছে। তাহ'লে ইবলীসের সংখ্যা কি একাধিক?

-আব্দুল খালেক
গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ইবলীস একজনই। তবে তার সাঙ্গপাঙ্গ আছে, যারা ইবলীসের আদেশক্রমে মানবজাতিকে বিপথগামী করে। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই ইবলীস তার আসনকে পানির উপর স্থাপন করে। অতঃপর মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তার নির্ধারিত সৈন্যদলকে পাঠায়। তাদের মধ্যে যে মানুষকে সবচেয়ে বেশী বিপথগামী করতে পারে, তাকে ইবলীস অতি নিকটে করে নেয়। তাদের কেউ যখন এসে বলে আমি এই এই ভাবে বিভ্রান্ত করেছি, তখন ইবলীস বলে তুমি কিছুই করো নি। কিন্তু যখন তাদের কেউ এসে বলে যে, আমি অমুক স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ না করে ছাড়িনি। তখন তাকে সে বলে, তুমি কতই না সুন্দর! এরপর সে তাকে টেনে নেয় ও বুকে জড়িয়ে ধরে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭১ 'ঈমান' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৮৮)ঃ দু'রাক'আত ও চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের শেষ বৈঠকে বসার সুন্নাতী পদ্ধতি জানতে চাই।

-আবদুল্লাহ
আরামনগর, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ আবু হুমায়েদ আস-সা'এদী বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী মুছল্লী তার শেষ বৈঠকে ডান পায়ের তলা দিয়ে বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে দিয়ে নিতম্বের উপরে বসবে ও ডান পা খাড়া রাখবে। এই সময় ডান পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ কেবলামুখী রাখার চেষ্টা করবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯২; ঐ আবুদাউদ, তিরমিযী হা/৮০১; দ্রঃ মির'আত হা/৮০৭-এর ভাষ্য পৃঃ ৩/৬৮-৬৯, 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৭১)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৮৯)ঃ লোক সমাজে প্রচলিত সেন্ট ব্যবহার করা যায় কি? সেন্ট কিসের তৈরি আর আতর কিসের তৈরি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ যেকোন হালাল বস্তু দ্বারা তৈরি সুগন্ধি ব্যবহার করা যায়। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পুরুষের সুগন্ধি হচ্ছে যার গন্ধ প্রকাশ পায় আর রং গোপন থাকে। নারীর সুগন্ধি হচ্ছে যার রং প্রকাশ পায় আর গন্ধ গোপন থাকে *(নাসাঈ, নায়লুল আওত্বার ১/১৪৫ পৃঃ, 'ত্বাহারাত বা পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

শোনা যায় সেন্টে এ্যালকোহল বা মদ থাকে। কিন্তু আতরে থাকে না। এটা যদি সত্যি হয়, তাহ'লে সেন্ট ব্যবহার করা যাবে না। তবে দু'টিই যদি হালাল বস্তু দ্বারা প্রস্তুত করা হয় তাহ'লে দু'টিই জায়েয হবে।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৯০)ঃ স্বামীর হুকুম ছাড়া স্ত্রী অন্যের ঔরসজাত সন্তানকে দুধ পান করাতে পারে কি? কতটুকু দুধ পান করালে দুধ মা সাব্যস্ত হবে?

-হালিমা বেগম
কাজী ভিলা, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে অন্যের ঔরসজাত সন্তানকে দুধ পান করাতে পারে। কেননা 'স্বামী তার পরিবারের দায়িত্বশীল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়)*। স্বামীর অনুমতি থাক বা না থাক কোন মহিলা অন্যের সন্তানকে দুধ পান করালে সে 'দুধ মা' সাব্যস্ত হবে। আর দুধ মা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য পাঁচ ঢোক দুধ পান করানো শর্ত। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন, পবিত্র কুরআনে দুধ পান সম্পর্কে পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাতে দশ ঢোকে দুধ মা সাব্যস্ত হ'ত। পরবর্তীতে পাঁচ ঢোকের হুকুম রহিত হয়ে যায় আর বাকী পাঁচ ঢোকের হুকুম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত জারী থাকে *(মুসলিম, আল বানী, মিশকাত হা/৩১৬৭ 'যাদেরকে বিবাহ করা হারাম' অনুচ্ছেদ)*।

Contents

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা,

প্রশ্নঃ (৩১/৩৯১)ঃ গোরস্থানের উপর বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করে দোতলার উপর মাদরাসা বা মসজিদ নির্মাণ করা যায় কি?

-আবুল হোসেন
১৩ মধ্য বাসবো, ঢাকা-১২১৪।

উত্তরঃ কবরের উপর যেমন মসজিদ নির্মাণ করা যায় না, তেমনি ঘরও নির্মাণ করা যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের পূর্বের লোকেরা তাদের নবী ও সৎ লোকদের কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করত। সাবধান! তোমরা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ কর না। আমি তোমাদেরকে এথেকে কঠোরভাবে নিষেধ করছি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭১৪ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবর পাকা করতে, কবরের উপর ঘর নির্মাণ করতে এবং কবরের উপর বসতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৭ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৯২)ঃ স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী যে কোন কাজ করতে পারে কি? যদি স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন কাজ করে তাহ'লে এর পরিণতি কি হবে?

-হুসনেআরা
দক্ষিণ গোড়ান, ঢাকা-১২১৯।

উত্তরঃ স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী সাংসারিক প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করতে পারে। আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে না বলে একটি চাদর ক্রয় করেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯২)*। স্বামীর আনুগত্য ছাড়া স্ত্রী স্বামীর অর্থ-সম্পদ দান করতে পারে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৭, ১৯৪৮)*। তবে স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোথাও যাওয়া যাবে না। মহিলারা জান্নাতে যাওয়ার পাঁচটি কারণ আছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে স্বামীর আনুগত্য *(আবু নু'আইম, সনদ হাসান মিশকাত হা/৩২৫৪ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। অনুমতি ছাড়া কোথাও যাওয়া আনুগত্য না করার শামিল। তবে স্বামী হৌক, পিতা হৌক বা যে কেউ হৌক 'আল্লাহ্র অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোনরূপ আনুগত্য করা যাবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৫, শারহুস সুন্নাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৯৩)ঃ সূদী ব্যাংকের কর্মচারীরা পাপী হবে কি?

-জেসমিন
কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ সূদী কারবারই পাপের কাজ। আর সূদী ব্যাংকের কর্মচারীরা যেহেতু এ কাজে সহযোগিতা করে, সেহেতু তারা পাপী সাব্যস্ত হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পাপ ও অন্যায়ের কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ দাতা, সূদ গ্রহীতা, সূদের লেখক এবং সূদের সাক্ষীদ্বয়ের উপর অভিসম্পাত করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭ 'সূদ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৯৪)ঃ কারণবশতঃ এক ওয়াক্ত ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়। রাতে বিতর ছালাতের পর স্মরণ হ'লে তা আদায় করা যাবে কি-না?

-আতাউর রহমান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বিতর ছালাতের পর কোন ছালাত আদায় করা যায় না এ ধারণা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিতরের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৮৪)*। এছাড়াও ফরয ছালাত ক্বাযা হয়ে গেলে তা আদায় করার জন্য কোন নির্ধারিত সময় নেই। স্মরণ হওয়া মাত্রই আদায় করতে হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৩, ৬০৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৯৫)ঃ আমাদের ইমাম ছালাত পূর্ণ হয়েছে কি-না সন্দেহ করে সহো সিজদা করেন। সালামের পর মুক্তাদীরা বলে ছালাত এক রাক'আত কম হয়েছে। বিষয়টি আলেমদের নিকট জানতে চাইলে কেউ বলেন, পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে। আবার কেউ বলেন, আদায় করতে হবে না। এ বিষয়ে সঠিক মতামত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রফীক মাষ্টার
মাষ্টারপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মুক্তাদীদের কথায় যদি ইমাম রাক'আত কম হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হন, তাহ'লে তিনি মুক্তাদীদের নিয়ে বাকী ছালাত আদায় করবেন ও সহো সিজদা করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০২১)*। আর যদি নিজের সিদ্ধান্তে নিশ্চিত থাকেন এবং সহো সিজদা করে থাকেন, তবে পরে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে না। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কারো যখন সন্দেহ হবে সে কত রাক'আত ছালাত আদায় করেছে- তিন রাক'আত না চার রাক'আত? তখন সে যেন সন্দেহ দূর করে ও কোন একটির উপর দৃঢ়তা পোষণ করে এবং সালামের পূর্বে দু'টি সিজদা করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৫ 'সহো সিজদা' অনুচ্ছেদ)*।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

*প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আপনাদের সার্বিক কুশল কামনা করি। পর ৬ষ্ঠ বর্ষের শুভাগমনের সাথে সাথে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে যে, বিভিন্ন কারণে ৬ষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যা (অক্টোবর ২০০২) থেকে আপনাদের প্রিয় **'আত-তাহরীক'**-এর খুচরা মূল্য ১২/= (বার টাকা) নির্ধারণ করা হয়েছে। এই অনাকাঙ্খিত মূল্য বৃদ্ধির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আশা করি আপনাদের সহযোগিতা পূর্বের ন্যায় অব্যাহত থাকবে। ওয়াসসালাম। ইতি -সম্পাদক।*

Contents

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ... আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

YEAR TABLE (5th. Vol.) বর্ষসূচী-৫ (Oct. 2001 to Sept. 2002)

(৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০০১ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০২ পর্যন্ত)

✪ সম্পাদকীয়ঃ

১. শেষ হ'ল পালাবদল (অক্টোবর ২০০১) ২. আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা (নভেম্বর ২০০১) ৩. এশিয়ার দুর্গের পতন। অতঃপর... (ডিসেম্বর ২০০১) ৪. অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ! (জানুয়ারী ২০০২) ৫. আহলেহাদীছ আন্দোলন (ফেব্রুয়ারী ২০০২) ৬. ধর্ম নিরপেক্ষতার ভয়াল রূপ (মার্চ ২০০২) ৭. বিধ্বস্ত ফিলিস্তীন ও আমরা (এপ্রিল-মে ২০০২) ৮. বিব্রত সরকার বিব্রত আমরা (জুন ২০০২) ৯. রক্তঝরা কাশ্মীর, নিষ্পিষ্ট গুজরাট ও জেনিনঃ মুসলিম বিশ্বের নীরবতা ও অমুসলিম বিশ্বের কপটতার মাঝখানে (জুলাই ২০০২) ১০. জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করুন (আগষ্ট ২০০২) ১১. জাতির নিকটে আমাদের প্রস্তাবঃ ইসলামী খেলাফত (সেপ্টেম্বর ২০০২)।

✪ দরসে কুরআন *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

১. খ্রীষ্টান-মুসলিম সম্পর্ক (অক্টোবর ২০০১) ২. জিহাদ ও ক্বিতাল (ডিসেম্বর ২০০১) ৩. নারীর সামাজিক অবস্থান (এপ্রিল-মে ২০০২) ৪. বায়তুল মুক্বাদ্দাস কাদের? (জুলাই ২০০২)।

✪ দরসে হাদীছ *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

১. .ছবি ও মূর্তি (সেপ্টেম্বর ২০০২)।

✪ প্রবন্ধঃ

অক্টোবর ২০০১

১. জিনের নামে বিপথগামী ইনসান *-এমদাদুল হক* ২. টুইন টাওয়ার ট্রাজেডি *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩. জ্ঞানের কথা জ্ঞানীদের জন্য হারানো সম্পদ (৫/১, ২) *-আব্দুছ ছামাদ সালাফী* ৪. প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ (৫/১,২,৩ ও ৫ সংখ্যা) *-আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ*।

নভেম্বর ২০০১

৫. সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিয়াম সাধনা *- নূরুল ইসলাম* ৬. *ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল -আত-তাহরীক ডেস্ক।* ৭. আধ্যাত্মিক বিজয় ছওম *-রফীক আহমাদ* ৮. বিশ্ব জনসংখ্যা সমস্যা নয়, এক বিরাট সম্পদ *-ডঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম* ৯. আল্লাহর পথে দা'ওয়াত ও উহার বাধাসমূহ *(৫/২, ৩ সংখ্যা) -আহমাদ আবদুল লতীফ নাছীর।* ১০. যৌতুক প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন! *-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান।*

ডিসেম্বর ২০০১

১১. হালাল জীবিকা ইবাদত কবুলের আবশ্যিক শর্ত *- মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম।*

জানুয়ারী ২০০২

১২. আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলিম নির্যাতন (১৯৪২-৭৮) *-মুহাম্মাদ মাহফুযুর রহমান* ১৩. হাদীছ সংকলনে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর অবদান *-আবু তাহের.* ১৪. হাদীছ কি ও কেন? (৫/৪, ৫, ৬, ৭-৮, ৯ সংখ্যা) *-মুহাম্মাদ হারূন আযীযী নদভী* ১৫. অতীন্দ্রিয় যে জগত অপেক্ষা করছে *-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* ১৬. আল্লাহর আনুগত্য *-এডভোকেট গিয়াছুদ্দীন আহমাদ,* ১৭. মৃত্যুঃ এর জন্যে আমরা কি প্রস্তুত? *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান।*

ফেব্রুয়ারী ২০০২

১৮. ইসলাম সমর্থিত কয়েকটি স্বভাবজাত অধিকার (৫/৫, ৭-৮, ৯ সংখ্যা) *-অনুবাদঃ মুহাম্মাদ রশীদ* ১৯. আমার প্রিয় মক্কা ও মদীনা *-রফীক আহমাদ* ২০. মুসলিম গৃহে প্রবেশাধিকারঃ দো'আ ও পর্দা *-যহুর বিন ওছমান।*

মার্চ ২০০২

২১. আশূরা ও কারবালা *-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল* ২২. মাহে মুহাররাম *-গোলাম রহমান* ২৩. ইল্‌ম-ই অজ্ঞতা ধ্বংসকারী *-শেখ মাহদী হাসান* ২৪. কতিপয় শিরকী আমল (৫/৬, ৯ সংখ্যা) *-আহমাদ আবদুল লতীফ নাছীর।*

এপ্রিল-মে ২০০২

২৫. মৌমাছি ও মধুঃ ইসলাম ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ (৫/৭-৮, ৯ সংখ্যা) *-ইমামুদ্দীন বিন আবদুল বাছীর* ২৬. 'ঈদে মীলাদুন্নবী' ও 'এপ্রিল ফুল' সমাচার *-আত-তাহরীক ডেস্ক।*

জুন ২০০২

২৭. ফিক্বহ শাস্ত্র ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি (৫/৯, ১০ সংখ্যা) *-অনুবাদঃ মুহাম্মাদ শামসুয্যোহা* ২৮. বৈবাহিক পদ্ধতিঃ আধুনিক ও ইসলামিক দৃষ্টিকোণে *-মুহাম্মাদ আমীরুল হক,* ২৯. মুছল্লীদের জন্য সতর্কবাণী *- অনুবাদঃ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী।*

জুলাই ২০০২

৩০. শামায়েলে মুহাম্মাদী (ছাঃ) (৫/১০, ১১, ১২ সংখ্যা) *-মুহাম্মাদ হারূন আযীযী নদভী* ৩১. তওবা *-রফীক আহমাদ।*

আগষ্ট ২০০২

৩২. বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে নারীঃ একটি সমীক্ষা (৫/১১, ১২ সংখ্যা)*-হাফেয মাসউদ আহমাদ* ৩৩. ইসলামী শিক্ষা নিয়ে কিছু কথা *-মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন,* ৩৪. মুসাফির ও মেহমানদারী *- আব্দুর রহমান,* ৩৫. ইসলামে ধূমপান *- মুহাম্মাদ গোলাম কিবরিয়া।*

✪ ছাহাবা চরিতঃ

১. আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ) *-আব্দুল আলীম* (অক্টোবর, নভেম্বর ২০০১) ২. হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) *-ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল*

Contents

বারী (ডিসেম্বর ২০০১) ৩. কা'ব বিন যুহাইর (রাঃ) -*নূরুল ইসলাম* (ফেব্রুয়ারী, মার্চ ২০০২) ৪. হাসসান বিন ছাবিত -*নূরুল ইসলাম* (জুলাই, আগষ্ট ২০০২)।

✪ মনীষী চরিতঃ

১. মাওলানা আসাদুল্লাহেল গালিব (রহঃ) -*আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন* (নভেম্বর ২০০১) ২. ইমাম বুখারী (রহঃ) -*ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী* (জানুয়ারী ২০০২), ৩. ইমাম মুসলিম (রহঃ) -*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (ফেব্রুয়ারী, মার্চ ২০০২)*।

✪ অর্থনীতির পাতাঃ

১. পুঁজিবাদী আগ্রাসনের কবলে মুসলিম বিশ্ব ও আমাদের করণীয় (অক্টোবর ২০০১) -*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান,* ২. বাংলাদেশে ইসলামী বীমাঃ সমস্যা ও আমাদের করণীয় (ডিসেম্বর ২০০১) -*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান,* ৩. বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার প্রসারে প্রতিবন্ধকতা (এপ্রিল-মে ২০০২) -*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান*।

✪ সাময়িক প্রসঙ্গঃ

১. সেনাবাহিনী ও মাদরাসা শিক্ষা তুলে দেওয়ার দাবী (?) -*ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী* (অক্টোবর ২০০১) ২. নাড়া দিল প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসা বিষয়ক আহ্বান, কিন্তু... -*এস,কে, মজীদ মুকুল* (এপ্রিল-মে ২০০২) ৩. সামাজিক অস্থিরতা ও প্রতিকার -*শহীদুল মুলক* (জুন ২০০২) ৪. সন্ত্রাসঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট -*মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান* (৫/১০, ১১ সংখ্যা)।

✪ নবীনদের পাতাঃ

১. পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে সোনামণি সংগঠনের মূলমন্ত্র ও গুণাবলী (৫/১, ২ সংখ্যা)-*মুযাফ্ফর বিন মুহসিন,* ২. মায়ের দুধ ও অন্যান্য দুধঃ কুরআন, সুন্নাহ ও আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে (৫/৩, ৪ সংখ্যা) -*ইয়ামুদ্দীন বিন আব্দুল বাশীর,* ৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে আক্বীদা (৫/৫, ৬ সংখ্যা) -*এইচ,এম, মুহসিন বিন রিয়াযুদ্দীন,* ৪. বস্তাপচা সংস্কৃতির কবলে বনী আদম (৫/৭-৮, ৯ সংখ্যা) -*মুহাম্মাদ হাশেম* ৫. ইসলামের দৃষ্টিতে রোগ ও তার প্রতিকার (৫/১০, ১১ সংখ্যা) -মুহিব্বুর রহমান হেলাল।

✪ হাদীছের গল্পঃ

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মু'জেযা -*মুহাম্মাদ ইলিয়াস শাহ* (অক্টোবর ২০০১) ২. ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বক্ষণে বিশেষ তিনটি আলামত -*মুযাফ্ফর বিন মুহসিন* (আগষ্ট ২০০২)।

✪ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ

১. গুপ্তধন -*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (অক্টোবর ২০০১) ২. একজন মানুষের কতখানি জমি দরকার -*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (নভেম্বর ২০০১) ৩. (ক) ভাগ্যের পরিহাস -*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (খ) কৃপণ ও নিঃস্ব -*মুহাম্মাদ খুরশিদ আলম* (ডিসেম্বর ২০০১) ৪. (ক) আভিজাত্যের পরিণাম (খ) পান্থশালা -*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (জানুয়ারী ২০০২) ৫. পারভীনের পর্দা -*মুহাম্মাদ আব্দুল মাজেদ* (ফেব্রুয়ারী ২০০২), ৬. জামাতা নির্বাচন -*মুহাম্মাদ হাশেম* (এপ্রিল-মে ২০০২) ৭. দ্বীনি শিক্ষা বনাম আধুনিক শিক্ষা -*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (জুন ২০০২), ৮. কারূনের সম্পদ ধ্বংসের কাহিনী -*আবদুল ওয়াদুদ* (জুলাই ২০০২)।

✪ চিকিৎসা জগৎঃ

১. উচ্চ রক্তচাপ ও কিডনী রোগ -*ডাঃ হারুনুর রশীদ* (অক্টোবর ২০০১) ২. অ্যানথ্রাক্স আতঙ্কঃ আপনার করণীয় (নভেম্বর ২০০১) -*ডাঃ রিপন বেগ* ৩. হেলথ টিপসঃ ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় রসুন, কমলার জুস ঝুঁকি কমায় হৃদয় রোগের, পুরোনো তেলে ভাজা খাবার খাবেন না, হার্ট এ্যাটাকের কারণ, টাকের চিকিৎসায় আঙ্গুরের বীচি (ডিসেম্বর ২০০১) ৪. ডেঙ্গুজ্বরঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও প্রতিকার -*ডাঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ভূঁইয়া* (জানুয়ারী সংখ্যা) ৫. (ক) ব্লাড ক্যান্সারের নতুন চিকিৎসা (খ) কচু শাকের পুষ্টিগুণ (ফেব্রুয়ারী ২০০২ সংখ্যা) ৬. এপেনডিসাইটিস -*ডাঃ মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন* (মার্চ ২০০২) ৭. মোরগ-মুরগীর গামবোরো রোগ -*ডাঃ মুহাম্মাদ মনছুর আলী* (এপ্রিল-মে ২০০২) ৮. চোখ ওঠা -*ডাঃ মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন* (জুন ২০০২) ৯. স্ট্রোক প্রতিরোধে করণীয় -*ডাঃ মুহাম্মাদ ফিরোজ* (জুলাই ২০০২), ১০. গরমে শিশুর যত্ন -*ডাঃ আমীরুল মোরশেদ খসরু* (আগষ্ট ২০০২)।

✪ মহিলাদের পাতাঃ

১. আমীরের আনুগত্য -*মুসাম্মাৎ আখতার বানু* (মার্চ ২০০২)।

✪ ক্ষেত-খামারঃ

১. বাসার ছাদে ও বারান্দায় শাক-সবজির চাষ (জুন ২০০২) ২. (ক) বর্ষাকালে গবাদি পশুর সংক্রামক রোগ এবং তার প্রতিকার (খ) বন্যা কবলিত এলাকায় ভাসমান বীজতলা তৈরী (জুলাই ২০০২) ৩. বন্যা কবলিত এলাকায় পশু-পাখির জন্য করণীয় (আগষ্ট ২০০২)।

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

(১) সম্পাদকীয় ১১টি (২) দরসে কুরআন ৪টি (৩) দরসে হাদীছ ১টি (৪) প্রবন্ধ ৩৫টি (৫) ছাহাবা চরিত ৪টি (৬) মনীষী চরিত ৩টি (৭) অর্থনীতির পাতা ৩টি (৮) সাময়িক প্রসঙ্গ ৪টি (৯) নবীনদের পাতা ৫টি (১০) হাদীছের গল্প ২টি (১১) গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৮টি (১২) চিকিৎসা জগৎ ১০টি (১৩) মহিলাদের পাতা ১টি (১৪) ক্ষেত-খামার ৩টি ও (১৫) প্রশ্নোত্তর। সোনামণি, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ, পাঠকের মতামত, জনমত কলাম ইত্যাদি কলাম গুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

প্রশ্নোত্তর

মাস ও সংখ্যা	প্রশ্নকারী	প্রশ্নঃ	উত্তর সংখ্যা
অক্টোবর ২০০১ (৫/১)	আতাউর রহমান, সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।	কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুন খাওয়া যায় কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১/১)
"	আলী আহমাদ ভূঁইয়া, বাঞ্ছারামপুর, বি-বাড়িয়া।	বিবাহের কিছুদিন পর স্ত্রী পাগল হয়ে যাওয়ায় বাবা-মা মেয়ের বিনা অনুমতিতে স্বামীর কাছ থেকে তালাক নিয়ে নেয়। ১৫ মাস পর স্ত্রী সুস্থ হ'লে স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে চায়। এমতাবস্থায় স্বামীর নিকট ফিরে যাওয়ার শারঈ বিধান কি?	(২/২)
"	এইচ, বি, ছফিয়ুন নেসা, সহকারী শিক্ষিকা, মাগুরা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা।	অন্যের কাছে ব্যবসার জন্য দেয়া টাকা যদি নেছাব পরিমাণ হয়, তবে সেই টাকার যাকাত দিতে হবে কি-না।	(৩/৩)
"	মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ, গাবতলী, বগুড়া।	কুরবানীর পশু অন্যের মাধ্যমে যবেহ করে নেওয়া যায় কি?	(৪/৪)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কুমিল্লা	মোহর ধীরে ধীরে পরিশোধ করা যায় কি?	(৫/৫)
"	আব্দুল খালেক, জোতখামার, লালগোলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	পুত্রের উপার্জিত সম্পদ পিতা বিনা অনুমতিতে খরচ করতে পারে কি?	(৬/৬)
"	আবুল কালাম, কৃষি অফিস, কুষ্টিয়া।	মুসাফির অবস্থায় ৪ রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে মুক্বীম ইমামের সাথে দু'রাক'আত পাওয়া গেলে বাকী দু'রাক'আত আদায় করতে হবে কি?	(৭/৭)
"	নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক, চট্টগ্রাম।	জনৈক যুবকের এক মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে। পরে উভয়ের অভিভাবকের সম্মতিতে তাদের বিবাহ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছেঃ সদ্যজাত এই সন্তানটি কি জারজ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে এবং সে কি পিতার সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে?	(৮/৮)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, গ্রাম ও পোঃ এলাহাবাদ, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	মালিকানাবিহীন একখণ্ড জমি আমি প্রায় ৩০ বৎসর যাবত চাষাবাদ করে উহার উৎপাদিত ফসল ভোগ করেছি। এখন জমিটি সরকারী মালিকানায় চলে গেছে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, ইতিপূর্বের সকল ফসল বা এর মূল্য কি সরকারকে ফেরৎ দিতে হবে?	(৯/৯)
"	ডন ডব্লিউ, ১নং গুলশান, ঢাকা।	কুকুর বিক্রির মূল্য ভোগ করা যাবে কি-না?	(১০/১০)
"	মুহাম্মাদ ইজাবুল হক্ব, বিদ্যালয় পরিদর্শক (অবঃ), রাজশাহী।	কোন মহিলার পূর্বের স্বামীর মেয়ের সাথে পরের স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছেলের বিবাহ কি জায়েয হবে?	(১১/১১)
"	আব্দুর রাযযাক, গ্রামঃ নয়াটি পাড়া, পোঃ চোরঘোর, থানাঃ তানোর, রাজশাহী।	আমি আমার স্ত্রীকে তিন মাসে তিন তালাক কাযীর মাধ্যমে প্রদান করি। কিন্তু আমার স্ত্রী তালাকনামা গ্রহণ করেনি। এখন আমার স্ত্রী আমার নিকট আসতে চায়। শরীয়তে তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার কোন বিধান আছে কি?	(১২/১২)
"	মীযানুর রহমান, কালাই, জয়পুরহাট।	শরীয়তের দৃষ্টিতে ব্যাঙ খাওয়া বৈধ কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাবদানে বাধিত করবেন।	(১৩/১৩)
"	মোরশেদ, কালাই, জয়পুরহাট।	তওবা করলে ব্যভিচারের মত জঘন্য অপরাধ মার্জনা হবে কি?	(১৪/১৪)
"	আবু সাঈদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	বিবাহ পড়ানোর বিনিময়ে টাকা-পয়সা গ্রহণ করা বৈধ কি?	(১৫/১৫)
"	নাজমুল হুদা, নওদাপাড়া, রাজশাহী।	কোন মুসলিম দেশে কোন বিধর্মী সম্প্রদায় তাদের ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করলে সে দেশের সরকার ও জনগণের করণীয় কি হবে?	(১৬/১৬)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, পঞ্চগড়।	নাপিত কিংবা কসাই-এর মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি?	(১৭/১৭)
"	মুহাম্মাদ সাকী, সঊদী আরব।	স্বামীর সদুপদেশ না মানলে এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া যেখানে-সেখানে চলে গেলে তার বিধান কি হবে?	(১৮/১৮)
"	রফীকুল ইসলাম মুসাফির, চকবোচাই, গাবতলী, বগুড়া।	বিড়ি-সিগারেট খাওয়া অবস্থায় রাস্তায় কোন মুসলমান ভাই সালাম দিলে তার সালাম নেওয়া যাবে কি?	(১৯/১৯)

Contents

"	আব্দুর রহীম, নাড়ুয়া মালা, বগুড়া।	কুরবানীর পশু যবেহ করার কোন নির্ধারিত স্থান আছে কি?	(২০/২০)
"	আবুল কালাম, কৃষি অফিস, কুষ্টিয়া।	হাত উঁচু করে সালাম দেওয়া যায় কি?	(২১/২১)
"	আব্দুর রহমান, জয়ন্তবাড়ী, কামারপাড়া, বগুড়া।	গীবতকারীর শাস্তি কি যেনাকারীর ন্যায় পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা?	(২২/২২)
"	মুন্তাছির রহমান, মোবারকপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। ও এস,এম, মনীরুযযামান, উত্তর কামালনগর, সাতক্ষীরা।	ইলেকট্রোনিক্স সামগ্রী তথা টিভি, ফ্রিজ, ফ্যান, ভিসিডি, ভিসিপি, রেডিও, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদির দোকান করা যাবে কি?	(২৩/২৩)
"	জি,এম, জসীমুদ্দীন খান, সভাপতি, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, দাউদকান্দি এলাকা, কুমিল্লা।	আমাদের এলাকায় এক যুবক তার বড় ভাইয়ের স্ত্রীর বড় বোনের বিবাহিতা মেয়েকে বিবাহ করেছে। মেয়ের পূর্বের স্বামী তাকে তালাক দেয়নি। মেয়েও খোলা করেনি। এই বিবাহ কি বৈধ হয়েছে?	(২৪/২৪)
"	আব্দুর রহমান, বাগমারা, রাজশাহী।	'টুইন টাওয়অর' ধ্বংসে বিমান ছিনতাইকারীগণকে কি শহীদ বলা যাবে?	(২৫/২৫)
"	নযরুল ইসলাম (জালাল), এ,বি, ব্যাংক লিঃ, নওগাঁ।	ফজরের সুন্নাত ছালাত বাড়ীতে পড়ে মসজিদে গিয়ে ২ রাক'আত দাখেলী ছালাত আদায় করা যাবে কি-না?	(২৬/২৬)
"	আবদুল্লাহ আল-মামুন, রাজশাহী।	ঈদুল আযহার দিন না খেয়ে ছালাত আদায় করতে যাওয়া কি ঠিক নয়?	(২৭/২৭)
"	দিদার, মোহনপুর, রাজশাহী।	এক ওয়াক্ত ছালাত কাযা করলে নাকি ৮০ হুক্বা জাহান্নামে জ্বলতে হবে?	(২৮/২৮)
"	আকবর আলী, বাগরামা, রাজশাহী।	ছালাতে জানাযায় ক্বিরাআত উচ্চৈঃস্বরে না চুপে চুপে পড়তে হবে?	(২৯/২৯)
"	যিয়াউর রহমান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	জুম'আর দিন খুৎবা চলাকালীন সময়ে কথা বলা যায় কি?	(৩০/৩০)
"	আযীযুর রহমান, বায়সা (নূরপুর), কেশবপুর, যশোর	এক বঙ্গানুবাদ মিশকাতে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার (মোট ৯৯ বার) এবং শত পূর্ণ করার জন্য শেষে একটি দো'আ লেখা আছে। বলা হয়েছে, এই দো'আ পড়লে সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গোনাহও মাফ হবে। কথাটি কি সত্য?	(৩১/৩১)
"	মাওলানা শামসুদ্দীন, সাপাহার, নওগাঁ।	পরপর দু'বারে দু'তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়েছেন। তৃতীয়বার স্ত্রী খোলা তালাক নিয়েছেন। এক্ষণে উক্ত স্ত্রী পুনরায় ফেরত নেওয়া যাবে কি?	(৩২/৩২)
"	আব্দুল্লাহ, পোঃ বক্স নং ২৯১৮৭, আবুধাবী	বন্ধক রাখা জমির ফসল গ্রহণ করা যায় কি?	(৩৩/৩৩)
"	হাবীবুর রহমান, কোন্দা, বাগমারা, রাজশাহী।	মৃত ব্যক্তিকে কবরে নিয়ে যাওয়ার সময় সম্মিলিতভাবে 'আল্লাহু আকবর' বলা শরী'আত সম্মত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৪/৩৪)
"	মোস্তফা, রামপাল বিদ্যালয়, মুন্সীগঞ্জ।	'খায়রুল কুরূনি ক্বারনী' (خير القرون قرني) বলতে কি বুঝানো হয়েছে?	(৩৫/৩৫)
		***	
নভেম্বর ২০০১ (৫/২)	মুনীরুযযামান, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।	সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টানদের সাথে মুসলমানদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত?	(১/৩৬)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	আমার বিবাহের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। তবুও আমার পিতা-মাতা সে ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা করছেন না। অনেক সময় মনে মনে অনেক খারাপ কল্পনা হয়। এমনকি বীর্যপাতও হয়ে যায়। এতে আমার কোন পাপ হবে কি?	(২/৩৭)
"	ফযলুল হক্ব, কাযীপুর, গাংনী, মেহেরপুর।	'মহান আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-কে সৃষ্টি না করলে পৃথিবীর কোন কিছুই সৃষ্টি করতেন না' এটা কি হাদীছ?	(৩/৩৮)
"	মোস্তফা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	গুল ব্যবহার করলে কি ছিয়াম নষ্ট হবে?	(৪/৩৯)
"	শিহাবুদ্দীন ফারূক, লালমণিরহাট।	মরা গরুর খুলে নেওয়া চামড়া সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?	(৫/৪০)
"	জমীরুদ্দীন সরকার, চিতলমারী, বাগেরহাট।	রুকূর পরে رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًامُبَارَكًا فِيْهِ সরবে পড়া প্রসঙ্গে।	(৬/৪১)
"	হেলেনা আক্তার, পুঠিয়া, রাজশাহী।	স্বামীর মৃত্যুর পর নতুন বিবাহের জন্য স্ত্রীকে কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?	(৭/৪২)
"	খালিদ, বোহাইল, বগুড়া।	ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে ঋতুস্রাব বন্ধ করে ছিয়াম পালন করা যায় কি?	(৮/৪৩)
"	হারূনুর রশীদ, ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ।	ছিয়াম অবস্থায় তরকারী বা অন্য কোন কিছুর স্বাদ চেখে দেখলে ছিয়াম নষ্ট হবে কি?	(৯/৪৪)

Contents

”	সাঈদুর রহমান, জোড়বাগান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	রামাযান মাসে ছিয়াম অবস্থায় নাজায়েয ও হারাম কথা-বার্তা বললে ছিয়াম নষ্ট হবে কি?	(১০/৪৫)
”	ইসমাঈল হোসাইন, রংপুর সেন্ট্রাল রোড, রংপুর।	রামাযান মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা থাকে। তাহ'লে এ মাসে কেউ মৃত্যুবরণ করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে কি?	(১১/৪৬)
”	আব্দুল মালেক, কেশবপুর, যশোর।	ছিয়াম অবস্থায় ইনজেকশন নেওয়া যাবে কি?	(১২/৪৭)
”	আব্দুল হামীদ, গাবতলী, বগুড়া।	অপবিত্র অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে ছিয়াম পালন করা যাবে কি?	(১৩/৪৮)
”	আব্দুর রহমান, কামারপাড়া, বগুড়া।	দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে কি?	(১৪/৪৯)
”	আব্দুল হাফীয, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	ছিয়াম পালন করতে সক্ষম না এমন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য করণীয় কি?	(১৫/৫০)
”	রাজীব, ইন্দিরা রোড, ঢাকা।	যিনি নিজে হজ্জ করেননি, তিনি অন্যের জন্য বদলী হজ্জ করতে পারেন কি?	(১৬/৫১)
”	ওবায়দুল্লাহ, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।	মার্কিনীদের বিরুদ্ধে কুনূতে নাযেলা পড়া যাবে কি?	(১৭/৫২)
”	মাহমুদ ও হুমায়ূন কবীর, কুমিল্লা।	হাই আসলে কি বলতে হবে?	(১৮/৫৩)
”	আহমাদ, হাজীটোলা, নবাবগঞ্জ।	ছিয়াম অবস্থায় যেকোন সময় মিসওয়াক করা যায় কি?	(১৯/৫৪)
”	মুক্তাদির, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।	আমার দ্বারা শরী'আত বিরোধী কোন কাজ হ'লে আমার অন্তর ইবাদতের প্রতি বেশী আগ্রহী হয় এবং আমি খুব অনুতপ্ত হই। এর কারণ জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২০/৫৫)
”	মুস্তাফীযুর রহমান ও আনোয়ার হোসাইন, হেতেম খাঁ, রাজশাহী।	ছালাতের সূরা পাঠে ভুল হ'লে সূরা ইখলাছ পাঠ করতে হবে, এ কথা কি সঠিক?	(২১/৫৬)
”	আব্দুল্লাহিল কাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।	যেকোন দো'আ কবুল হওয়ার জন্য পূর্বে দরূদ পড়া যরূরী কি?	(২২/৫৭)
”	ইমামুদ্দীন, উজিরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	কুনূতে নাযেলা কি? কুনূতে নাযেলায় হাত তোলা যাবে কি?	(২৩/৫৮)
”	এনামুল হক্ব, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	দো'আ শেষে হাত মুখে মুছার কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি?	(২৪/৫৯)
”	হারূনুর রশীদ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।	পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতেই কি কুনূতে নাযেলা পড়া যায়?	(২৫/৬০)
”	ইউসুফ, নাগবাড়ী, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।	জনৈক ইমাম বলেন, যারা মাযহাব মানে না, তাদের মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যুর ন্যায়। তিনি দলীল হিসাবে নিম্নোক্ত হাদীছ পেশ করেন, مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِه مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً অর্থঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল অথচ তার যুগের ইমামকে চিনল না, সে যেন জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল'। উল্লেখিত হাদীছ কোথায় আছে জানতে চাইলে তিনি উত্তর দিতে পারেননি।	(২৬/৬১)
”	হাসীনা মেহনাজ, আব্দুল্লাহর পাড়া, বারকোনা, গাইবান্ধা।	টিভি ও রেডিও-তে আযানের দো'আর শেষাংশে 'ওয়াদ-দারাজাতার রাফী'আহ ইন্নাকা লা- তুখলিফুল মী'আদ'।	(২৭/৬২)
”	আব্দুল হাকীম, বর্ষাপাড়া, গোপালগঞ্জ।	আমাদের মসজিদের ইমাম ছাহেব ভুলবশতঃ বিনা অযূতে আছরের ছালাতে ইমামতী করেন। পরে ব্যাপারটি স্মরণ হ'লে তিনি মুছল্লীদের নিকট ক্ষমা চেয়ে অযূ করে সকলকে নিয়ে আবার ছালাত আদায় করেন। ইমাম ছাহেবের ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পুনরায় ছালাত আদায় করা ঠিক হয়েছে কি?	(২৮/৬৩)
”	সেতাবুর রহমান, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	সর্বোত্তম রমণী কে? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৯/৬৪)
”	আব্দুল্লাহ, আবুধাবী।	অমুসলিম শিশুরা জান্নাতে যাবে কি?	(৩০/৬৫)
”	ডাঃ মুহসিন, বাগমারা, রাজশাহী।	একজনের মিসওয়াক অন্যজন ব্যবহার করতে পারে কি?	(৩১/৬৬)
”	সুলতান মাহমুদ, কাটাবাড়িয়া, বগুড়া।	আমার পিতা অতিবৃদ্ধ হওয়ায় ছালাতে দাঁড়ালে মাঝে মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা পেশাব পড়ে। এমতাবস্থায় তাঁর ছালাত হবে কি?	(৩২/৬৭)
”	মুজাহিদুল ইসলাম, ভগবান গোলা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	স্ত্রীর নাকি সংসারের কোন দায়-দায়িত্ব থাকে না। এ সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?	(৩৩/৬৮)

Contents

"	হারেছ মণ্ডল, বারোতলা, শ্রীপুর, গাজীপুর।	মুক্তাদের জামা'আত আরম্ভ হওয়ার পর দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করে জামা'আতে শরীক হওয়া কি সঠিক?	(৩৪/৬৯)
"	আব্দুল্লাহ, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	ছিয়াম অবস্থায় হস্তমৈথুন করলে ছিয়াম নষ্ট হবে কি?	(৩৫/৭০)
		***	
ডিসেম্বর ২০০১ (৫/৩)	বুলবুল আহমাদ, বড় দরগা, পীরগাছা, রংপুর।	'বিদ'আত করতে থাকলে সমপরিমাণ সুন্নাত লোপ পেতে থাকে' হাদীছটি ছহীহ না যঈফ?	(১/৭১)
"	মুহাম্মাদ ফুরক্বান, নোনামাটিয়াল, দাওকান্দী, রাজশাহী।	'বিশ্বনবীর জীবন কথা' নামক একটি বইয়ে পড়েছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই সিজদায় পড়ে 'ইয়া উম্মাতী' 'ইয়া উম্মাতী' বলেছিলেন। এ কথার সত্যাসত্য জানতে চাই।	(২/৭২)
"	নিযামুদ্দীন, নওহাটা, রাজশাহী।	সাপের বিষ ঝেড়ে অর্থ গ্রহণ জায়েয আছে কি?	(৩/৭৩)
"	খালেকুযযামান, রূপসা, খুলনা।	আমার মাতা-পিতা কিছু সম্পত্তি রেখে মারা গেছেন। উক্ত সম্পত্তি হ'তে তাদের জন্য ছাদাক্বাহ করা যাবে কি?	(৪/৭৪)
"	জার্কিস মণ্ডল, ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	মসজিদে 'ছালাতুল জানাযা' আদায় করা যায় কি এবং উক্ত জামা'আতে মহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারে কি?	(৫/৭৫)
"	ছালাহুদ্দীন, গাবতলী, বগুড়া।	পীর-আওলিয়াগণ মানুষের কোন মঙ্গল বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন কি?	(৬/৭৬)
"	নাঈমুর রহমান, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	মেয়েরা কি প্যান্ট-সার্ট পরতে পারে?	(৭/৭৭)
"	মুহাম্মাদ একরামুল হক্ব, চরকুড়া, জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।	যে ব্যক্তি মসজিদে সর্বদা ছালাতে রত থাকে, ফেরেশতাগণ নাকি সে ব্যক্তির উপর রহমতের দো'আ করে। এটা কি হাদীছ?	(৮/৭৮)
"	মুঈনুল হক্ব, সুন্দরপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	ছহীহ, যঈফ ও জাল হাদীছ কাকে বলে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৯/৭৯)
"	মুহাম্মাদ হায়দার আলী, হোসেনপুর, মান্দা, নওগাঁ।	আমার এক ফুফু পরিবার-পরিকল্পনায় চাকুরী করেন। তিনি নানাভাবে অকাল গর্ভপাত ঘটান। আমার প্রশ্ন হ'ল, এর পরিণাম কি?	(১০/৮০)
"	মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, গ্রামঃ গাযীপুর, জামালপুর।	শী'আদের উক্তি হ'ল, 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) শরী'আতের কোন কোন বিষয় গোপন করেছেন'। এর সত্যতা জানতে চাই।	(১১/৮১)
"	তৈমুর আলী, ফার্মেসী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতকালে যে আয়াতগুলিতে সিজদা পাওয়া যায়, সেগুলিতে সিজদা করা কি ইচ্ছাধীন? না অপরিহার্য?	(১২/৮২)
"	মাওলানা মুহাম্মাদ রুহুল আমীন, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	জীবন বাঁচানোর তাগিদে মিথ্যা বলা শরী'আত সম্মত কি?	(১৩/৮৩)
"	আব্দুস সালাম, পুটিহার, ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।	কুরবানীর চাঁদ উঠলে নাকি কোন পশু যবেহ করা যায় না। তাহ'লে এ সময় জন্মের ৭ম দিনে আক্বীক্বা করতে হ'লে করণীয় কি?	(১৪/৮৪)
"	আবু জা'ফর, পোঃ বক্স নং ২০৩ হাইল, সঊদী আরব।	আমি ও এক অমুসলিম একই মালিকের কর্মচারী। মালিক আমাদের একত্রে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এমতাবস্থায় আমি কি তার সাথে খেতে ও থাকতে পারি?	(১৫/৮৫)
"	আব্দুল হাফীয, চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েয আছে কি?	(১৬/৮৬)
"	আব্দুছ ছবূর কয়েরদাড়া, সপুরা, রাজশাহী।	স্বামী বেশ কয়েকবছর যাবৎ বিদেশে অবস্থান করছে। এমতাবস্থায় যদি তার স্ত্রীর সন্তান হয়, তবে কি সে সন্তান তার স্বামীর সন্তান বলে গণ্য হবে?	(১৭/৮৭)
"	আব্দুল মজীদ, কাজলা, রাজশাহী।	ছালাত অবস্থায় ডান বৃদ্ধাঙ্গুল নড়ানো যাবে কি?	(১৮/৮৮)
"	মুসাম্মাৎ মফেলা আকতার, নলছিয়া, জুমারবাড়ী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।	বিবাহ পড়ানো শেষ হ'লে বর ও কনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দ্রুত দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে, এরূপ ছালাত জায়েয কি?	(১৯/৮৯)
"	মুহাম্মাদ আব্দুল জাব্বার, গ্রামঃ ঝাপাঘাট, পোঃ সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	মাসিক আত-তাহরীক মে ২০০০ সংখ্যার ২১ নং প্রশ্নোত্তরে জনৈক প্রশ্নকারীর প্রশ্নঃ 'জনৈক হুযুরের কাছে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি জুম'আর ছালাতের জন্য মসজিদে গেলে তার প্রতি কদমে এক বৎসরের নফল ছালাত ও ছিয়ামের সমান নেকী হবে। এর সত্যতা জানতে চাই'-এর জওয়াবে উপরোক্ত বক্তব্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলা হয়েছে। কিন্তু সেপ্টেম্বর ২০০০ সংখ্যার ১৪ নং প্রশ্নোত্তরে একই প্রশ্নের জওয়াবে উপরোক্ত বক্তব্য সত্য বলা হয়েছে। এক্ষণে এই পরস্পর বিরোধী ফৎওয়ার সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২০/৯০)

"	আব্দুল্লাহ মা'ছূম, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	রাত-দিনে ১২ রাক'আত সুন্নাত ছালাতের কিরূপ ফযীলত রয়েছে?	(২১/৯১)
"	আশরাফুল ইসলাম (রেযা), পাঁচদোনা বাজার, নরসিংদী।	ঈদগাহে মহিলাদের ছালাতের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও গ্রামে মহিলারা পৃথক ঈদের জামা'আত করে। এটা কি শরীয়ত সম্মত?	(২২/৯২)
"	ফাহীমা নাসরীন, সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।	শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করলে নাকি সারা বছর ছিয়াম পালন হয়ে যায়। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৩/৯৩)
"	আনছার আলী, মুর্শিদাবাদ, ভারত।	বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার উপকারিতা কি?	(২৪/৯৪)
"	মুছল্লীবৃন্দ, বোয়ালিয়া মাঝের পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	জনৈক খত্বীব জুম'আর খুৎবায় সূরা নাস ও ফালাকের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, মক্কায় একজন মূর্তিপূজক একটি স্বর্ণের মূর্তিপূজা করতো। হঠাৎ একদিন মূর্তিটি নড়াচড়া করে বলল, তোমাদের মাঝে মুহাম্মাদ নামে একজন নবী এসেছেন। তিনি সত্য নবী নয়। পরে ঐ মূর্তিপূজক তার বন্ধুদের সহ আবু জাহলকে জানালে তারা জিজ্ঞেস করায় মূর্তিটি একই কথা বলে। ফলে আবু জাহল পরামর্শ দেয়, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সংবাদ দিলে তিনি তাঁর কিছু ছাহাবাদেরকে নিয়ে মূর্তির নিকট যান। তখন মূর্তিপূজক মূর্তিকে লক্ষ্য করে বলল, মাগো! গত দু'দিন যা বলেছ আজকেও তাই বল। মূর্তি বলল, তোমাদের মাঝে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই সত্য নবী। কথা শুনে সবাই হতবাক হয়ে গেল এবং বলতে লাগল দুই দিন তুমি বললে সত্য নবী নয়, আর আজকে বললে সত্য নবী। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ফিরে আসার পথে একটি জিন সাক্ষাৎ করে বলল, দুষ্ট জিন মূর্তির মধ্যে ঢুকে গত দু'দিন বলেছে আপনি সত্য নবী নন। আপনার আগমনের কথা শুনে আমি ঐ শয়তানকে হত্যা করে আমি মূর্তির ভিতরে ঢুকে আপনি সত্য নবী বলে ঘোষণা করেছি। উক্ত ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।	(২৫/৯৫)
"	হযরত আলী, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।	স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীর পরিণাম সম্পর্কে জানতে চাই।	(২৬/৯৬)
"	মুহাম্মাদ নেছারুদ্দীন, হাটগাঙ্গোপাড়া, রাজশাহী।	আফগানিস্তানে তালেবান ও উত্তরাঞ্চলীয় বিরোধী জোটের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে উভয় দলের সৈন্যই মারা যায়। আমরা কাদেরকে শহীদ মনে করব।	(২৭/৯৭)
"	নাজমা খাতুন, শিতলাই, রাজশাহী।	মা সন্তানকে কত বছর দুধ পান করাতে পারেন? দু'বছর পর দুধ পান করালে কি পাপ হবে?	(২৮/৯৮)
"	আব্দুল্লাহ, লক্ষিকোল, পাবনা।	তওবা কি? একাধিকবার তওবা ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হবে কি?	(২৯/৯৯)
"	মুহাম্মাদ ফারূক হুসাইন, নুরুল্লাগঞ্জ, আটরশি, ফরিদপুর।	'তাশাহহুদ' পড়ার সময় যে শাহাদাত আঙ্গুলি উঠিয়ে রাখতে এবং শেষ পর্যন্ত নড়াতে হবে তার প্রমাণসহ বিস্তারিত জানতে চাই।	(৩০/১০০)
"	আব্দুল করীম, নখোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।	অনুদানের প্রত্যাশায় অপারেশনের মাধ্যমে নির্বীর্য হয়েছে, এমন ব্যক্তির ইমামতী বা মুওয়াযযিনী বৈধ হবে কি?	(৩১/১০১)
"	সাইফুল ইসলামী, আরবী বিভাগ, রাঃ বিঃ।	জুম'আর দিন খুৎবা দেওয়ার সময় খত্বীবের ওযূ নষ্ট হ'লে করণীয় কি?	(৩২/১০২)
"	মুহাম্মাদ ওয়ালিল্লাহ, দৌলতখালী, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	চুন শামুকের তৈরী আর শামুক হারামের অন্তর্ভুক্ত। তাহ'লে চুন খাওয়া কি জায়েয?	(৩৩/১০৩)
"	মুহাম্মাদ দেলোয়ার হুসাইন, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	বাম হাতে তাসবীহ পড়লে সুন্নাতের খেলাফ হবে কি?	(৩৪/১০৪)
"	ডাঃ মুহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ, কুষ্টিয়া।	কাফনের কাপড় বিনা ধৌতে মাইয়েতকে পরানো যাবে কি?	(৩৫/১০৫)
		***	
জানুঃ ২০০২ (৫/৪)	মুহাম্মাদ রেযাউল করীম, রাজশাহী।	'মুক্বীম' অবস্থায় সাত ভাগে কুরবানী দেওয়া শরী'আত সম্মত কি?	(১/১০৬)
"	মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, নাটোর।	'ঈদুল ফিতর' ও ঈদুল আযহা' উভয় দিনেই কি তাকবীর পাঠ করতে হয়?	(২/১০৭)
"	ফেরদাউস, আবুধাবী।	ওশর-যাকাত আদায় না করলে কি সম্পদ ও শস্য হারাম হয়ে যাবে?	(৩/১০৮)
"	যয়নুল আবেদীন, নওগাঁ।	খুৎবা দেওয়ার সময় দু'হাত উঁচু করে খুৎবা দেওয়া যায় কি?	(৪/১০৯)
"	সেলিম শাহ, মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী।	জনৈক মহিলা তার স্বামীকে রেখে এক যুবকের সাথে পালিয়ে গিয়ে ভুয়া কাগজপত্র তৈরী করে 'খোলা তালাক' প্রমাণ করে ঐ যুবকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিছুদিন পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে ১ম স্বামীর নিকট ফিরে আসতে চায় এবং স্বামীও তাকে নিতে চায়। এক্ষণে ১ম স্বামীর নিকট ফিরে আসার শারঈ বিধান কি?	(৫/১১০)

Contents

"	নঈমুদ্দীন মাষ্টার, পাঁচদোনা, নরসিংদী।	দা'ওয়াত দাতা কেমন গুণের অধিকারী হবেন?	(৬/১১১)
"	আতাউল্লাহ শেখ, নাযিরা বাজার, ঢাকা।	শীতকালে রাতে ঘর গরম করার জন্য আগুন জ্বালিয়ে ঘুমানো কি জায়েয?	(৭/১১২)
"	শহীদ আখতার, পুরানা মোগলটুলী, ঢাকা।	ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে পার্থক্য কি? সবগুলিই দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য নয় কি?	(৮/১১৩)
"	হেলালুদ্দীন সরকার, রেল বাজার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	রামাযান মাসের শেষ জুম'আয় সম্মিলিতভাবে কবর যিয়ারত করা এবং হাত উঠিয়ে দো'আ করার প্রথা আমাদের এলাকায় চালু আছে। এ ধরনের কবর যিয়ারত কি শরী'আত সম্মত?	(৯/১১৪)
"	মেহের আলী মণ্ডল, কুমিল্লা।	'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' অবতীর্ণ হওয়ার কারণ কি?	(১০/১১৫)
"	হাসীনুর রহমান, গান্ধাইল, সিরাজগঞ্জ।	বড় ভাইয়ের কন্যার কন্যাকে বিবাহ করা যাবে কি?	(১১/১১৬)
"	মেহরাব হোসাইন, নাচোল বাজার, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	জনৈক ছাত্র কোন এক বাড়ীতে লজিং থাকা অবস্থায় লজিং বাড়ীর মহিলার সাথে খালা সম্পর্ক স্থাপন করে। উক্ত খালা ঐ ছেলের সাথে সফর করতে পারবে কি?	(১২/১১৭)
"	মাওলানা আব্দুল হান্নান, বাগীপাড়া, নাটোর।	সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে মৃত বল না; বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রভুর নিকটে রিযিক পেয়ে থাকে'। উল্লেখিত আয়াতে রিযিক বলতে কি দুনিয়াবী রিযিক বুঝানো হয়েছে, না আখেরাতের রিযিক বুঝানো হয়েছে?	(১৩/১১৮)
"	আব্দুল ওয়াদুদ, জোত খামার, লালগোলা বাজার, মুর্শিদাবাদ, ভারত।	জনৈক মহিলা স্বামীর উপর অভিমান করে আত্মহত্যা করার কারণে তার জানাযার ছালাত কেউ পড়েনি। গ্রামবাসীরা কাজটি কি ঠিক করেছেন?	(১৪/১১৯)
"	মেছবাহুল ইসলাম, চাকলা, গাবতলী, বগুড়া।	মসজিদের ময়লা ফেলার জন্য মসজিদের ভিতরের এক কর্ণারে ডাষ্টবিন রাখা।	(১৫/১২০)
"	জমসেদ আলী, ভূষণছড়া, বরকল, রাঙ্গামাটি।	ছালাতে থুথু ফেলার প্রয়োজন হ'লে সামনে না ফেলে বামে অথবা পায়ের নীচে ফেলার নির্দেশ কেন?	(১৬/১২১)
"	আব্দুল খালেক, মোহনপুর, রাজশাহী।	সিল্কের পাঞ্জাবী, শাড়ী প্রভৃতি ব্যবহার করা যাবে কি?	(১৭/১২২)
"	খালেদ, গাবতলী, বগুড়া।	নর্তকীদেরকে এবং তাদের নাচ দেখা শরী'আতের দৃষ্টিতে কেমন অপরাধ?	(১৮/১২৩)
"	শরীফুল ইসলাম, মোহনপুর, রাজশাহী।	ঈদের ছালাত আদায় শেষে পরস্পরে কোলাকুলি করা যাবে কি?	(১৯/১২৪)
"	যাকির হোসাইন, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	৬০ বছর বয়সের জনৈক হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে খাৎনা করতে লজ্জাবোধ করছে। খাৎনা না করলে মুসলমান হওয়া যাবে কি?	(২০/১২৫)
"	আব্দুল আলীম, বিভাগদা, যশোর।	আমরা জানি যে, ঘুম থেকে উঠে হাত ধৌত না করে পাত্রে প্রবেশ করাতে হাদীছে নিষেধ করা হয়েছে। তবে কি টিউবওয়েলে ওযূ করলেও প্রথমে হাত ধৌত করতে হবে?	(২১/১২৬)
"	দ্বীন ইসলাম, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	ছোট ছেলেরা জামা'আতের প্রথম কাতারে অথবা বড়দের কাতারের মাঝখানে দাঁড়াতে পারে কি?	(২২/১২৭)
"	আহসান, লালবাগ, নাটোর।	'রাসূল (ছাঃ) রোদের মধ্যে পথ চললে তাঁর শরীরে রোদ লাগত না, এক খণ্ড মেঘ তাঁকে ছায়া করে রাখত' এ কথা কি সঠিক?	(২৩/১২৮)
"	নু'মান, দাউকান্দী, মোহনপুর, রাজশাহী।	'রাসূল (ছাঃ)-কে আগে সালাম করার জন্য কেউ কেউ গোপনে পিছন দিক হ'তে আসত। কিন্তু তবুও সফল হ'তে পারত না। কেননা তিনি সম্মুখে, পশ্চাতে সমভাবেই দেখতেন'। আলোচ্য বক্তব্য কি সঠিক?	(২৪/১২৯)
"	মুঈনুদ্দীন আহমাদ, রাজশাহী	বিতর ছালাতে দো'আয়ে কুনূত পড়া কি আবশ্যক?	(২৫/১৩০)
"	ফারহানা, নোয়াগাঁও, আড়াইহাযার নারায়ণগঞ্জ।	তাহাজ্জুদ পড়ার আশায় বিতর পড়িনি। ঘুম থেকে ওঠে দেখি সকাল হয়ে গেছে। এখন আমার করণীয় কি?	(২৬/১৩১)
"	এনামুল হক্ব, দাউকান্দী, রাজশাহী।	জিন কি মানুষকে ধরতে পারে এবং বিয়ে করতে পারে?	(২৭/১৩২)

Contents

"	মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন, আতা নারায়নপুর, গোছা, মোহনপুর, রাজশাহী।	মসজিদ ও মাদরাসার নামে ব্যাংকে সংরক্ষিত টাকার বর্ধিত অংশ বা সুদ উক্ত প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা যাবে কি? যদি না যায় তাহ'লে উক্ত সুদের টাকার ব্যবস্থা কি হবে?	(২৮/১৩৩)
"	আবুল কাসেম, কুয়েত।	আমরা জানি যে, মৃত্যুর সময় কালিমা পড়লে জান্নাতী হওয়া যায়। কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় মারা গেলে কালেমা পড়ার সুযোগ থাকে না। তাই ঘুমানোর সময় কালেমা পড়ে ঘুমালে ঐ হাদীছের আওতাভুক্ত হওয়া যাবে কি?	(২৯/১৩৪)
"	মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, দিয়াড় মানিক চক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	কোদালকাটি, চাঁপাই নবাবগঞ্জে জনৈক মহিলা মারা গেলে তিনটি কাফনের কাপড় পরিয়ে তার দাফন-কাফন সম্পন্ন করা হয়। এতে কতিপয় লোকের মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয়।	(৩০/১৩৫)
"	মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	জন্মের পর সাত দিনের পূর্বে সন্তান মারা গেলে তার আক্বীক্বা দিতে হবে কি?	(৩১/১৩৬)
"	মুহাম্মাদ গোলাম কিবরিয়া, সাপাহার, নওগাঁ।	ঈদের খুৎবা চলা কালে টাকা-পয়সা আদায় করা যাবে কি?	(৩২/১৩৭)
"	মাঈনুল ইসলাম, আলাদীপুর মাদরাসা সাপাহার, নওগাঁ।	কুরবানীর দিনে কুরবানীর গোশত খাওয়া পর্যন্ত অনেকেই না খেয়ে থাকেন। এটা কি শরী'আত সম্মত?	(৩৩/১৩৮)
"	আবুল কালাম, জুমারবাড়ী, গাইবান্ধা।	আরাফার দিন বা ৯ই যিলহাজ্জ ছিয়াম রাখর ফযীলত কি?	(৩৪/১৩৯)
"	মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, কর্মকার পাড়া, গুরুদাসপুর, নাটোর।	মুকুল অবস্থায় কিংবা মুকুল আসার পূর্ব অথবা ৪/৫ বছর একসঙ্গে আম বাগান বিক্রি করা কি শরী'আত সম্মত? ***	(৩৫/১৪০)
ফেব্রুঃ ২০০২ (৫/৫)	মাওলানা হাশমতুল্লাহ, কড়াই আলিয়া মাদরাসা, জয়পুরহাট।	মসজিদ মার্কেটের দোকানঘর 'সিকিউরিটী মানি' (নিরাপত্তা জামানত)-তে নয় বরং পজিশন বিক্রির টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ জায়েয কি-না?	(১/১৪১)
"	যহুরা খাতুন, দূর্গাপুর, রাজশাহী।	অমুসলিম ঘরে জন্ম গ্রহণকারী শিশু কত দিন পর্যন্ত মুসলমান থাকে?	(২/১৪২)
"	আহমাদ, দূর্গাপুর, রাজশাহী।	জুম'আ ও ঈদ একই দিনে অনুষ্ঠিত হ'লে কোন ব্যক্তি যদি জুম'আর ছালাত আদায় না করে, তাহ'লে সে কি পাপী হবে?	(৩/১৪৩)
"	রনজু, ছিপিনগর,বাগমারা, রাজশাহী।	কোন ধর্মভীরু ব্যক্তি জীবনে কোন দিন দাড়ি না কাটলে সে হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিয়ের বরযাত্রী হ'তে পারবে, একথা কি ঠিক?	(৪/১৪৪)
"	মজনু, ছয় রশিয়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	অবৈধ পন্থায় জন্ম নেওয়া কোন মেয়েকে গৃহস্থালীর কাজের জন্য রাখা কি জায়েয?	(৫/১৪৫)
"	আমিরুল ইসলাম, মহাদেবপুর, নওগাঁ।	জামা'আত চলাকালীন এসে জামা'আতে শরীক হ'লে ছানা পড়তে হবে কি?	(৬/১৪৬)
"	*********	সফরে ছালাত ক্বছর করলে নফল ছালাত আদায় করতে হবে কি?	(৭/১৪৭)
"	যাকারিয়া, কাদীরগঞ্জ, রাজশাহী।	মৃত ব্যক্তিকে মরহূম, গফূর বলা যাবে কি?	(৮/১৪৮)
"	আব্দুল কাফী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।	মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামানোর সময় কোন দিক থেকে নামাতে হবে?	(৯/১৪৯)
"	নাজমুল আনাম, বুলারাটি, আলীপুর, সাতক্ষীরা।	পবিত্র কুরআনে যেসব আয়াতে 'মুহাম্মাদ' শব্দ রয়েছে, সেসব আয়াত ইমাম ছালাতে পড়লে বা মনিতে কুরআন পড়ার সময় '(ছাঃ)' বলতে হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১০/১৫০)
"	মুহাম্মাদ ইয়াকূব আলী, শিবদেব বর, পীরগাছা, রংপুর।	'শরী'আত, তরীকত, হকীকত ও মারিফত' এ চার তরীকা কি কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত? এব তরীকা মানা যাবে কি-না?	(১১/১৫১)
"	সাইফুদ্দীন, মিয়াপুর, বগুড়া।	খাসীর অণ্ডকোষ বিচ্ছিন্ন করার কারণে অনেকেই খুঁৎওয়ালা জন্তু হিসাবে বিবেচনা করে। এটা কি ঠিক? হৃষ্টপুষ্ট এক বছর বয়সী খাসী না দাঁতলে কুরবানী জায়য হবে কি-না?	(১২/১৫২)
"	যিয়াউর রহমান, পানিহার, গোদাগাড়ী রাজশাহী।	চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে ইমাম তিন রাক'আত পড়ে সালাম ফিরান। মাসবূক মুছল্লীরা তাদের বাকী ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায়। পরে ইমাম ছাহেব মুক্তাদীসহ বাকী ছালাতের জন্য দাঁড়ান। ফলে মাসবূক মুছল্লীরা শেষ রাক'আত ইমাম ছাহেবের সাথে হয়ে যায়। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, দ্বিতীয় বার ইমামেরইক্তেদা করা কি ঠিক হয়েছে?	(১৩/১৫৩)
"	আবুল কাসেম, মেহেরচণ্ডী, রাজশাহী।	মসজিদের ভিতরে মাইকে আযান দেওয়া যায় কি?	(১৪/১৫৪)

Contents

"	*তারীকুল ইসলাম, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।*	আলেমদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করলে নাকি জাহান্নামে যেতে হবে?	(১৫/১৫৫)
"	*মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (রাজু) নয়াপাড়া জামে মসজিদ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।*	আমার ছোট বোনের একটি চোখে অসুবিধা হওয়ায় ঝাপসা দেখে। অনেক চিকিৎসা করেও কোন লাভ হয়নি। কেউ কেউ পরামর্শ দিচ্ছে, সূরা ফাতিহা লিখে পানিতে ভিজিয়ে ঐ পানি চোখে দিলে ভাল হবে। এটা করা কি বৈধ?	(১৬/১৫৬)
"	*আব্দুল জলীল ও মোবারক হুসাইন, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*	আমরা জানি যে, রামাযান মাসের শেষ দশকে ই'তেকাফ করা সুন্নাত। প্রশ্ন হ'ল, ঈদুল ফিতরের চাঁদ উঠার সাথে সাথে ই'তেকাফের স্থান ত্যাগ করে স্ব স্ব বাড়ীতে ফিরে যাবে নাকি ঈদের ছালাত আদায় করে বাড়ী ফিরবে?	(১৭/১৫৭)
"	*মুহাম্মাদ মাহফুযুল ইসলাম, পাঁচদোনা, নরসিংদী।*	গর্ভবতী মহিলাদের উপর চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের ফলে কোন প্রভাব পড়ে কি? শুনেছি ঐ সময় মহিলারা কোন কাজ করলে সন্তানের ক্ষতি হয়।	(১৮/১৫৮)
"	*মুহাম্মাদ মফিযুদ্দীন খান, জারেরা, গাংগেরকুট, কুমিল্লা।*	শরী'আতের আলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ করার কিছু দিন পর পুনরায় ঐ স্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ করা কি শরী'আত সম্মত?	(১৯/১৫৯)
"	*মিসেস সালমা (জুমেরা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।*	বিবাহের দিন কনের সাথে শ্বশুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে অন্য একজন মহিলাকে পাঠানো হয়ে থাকে। পরের দিন মেয়ের পিতা বাড়ী হ'তে ছেলের বাড়ীতে যতক্ষণ নাস্তা না পাঠাবে ততক্ষণ উক্ত মহিলাকে খেতে দিবে না। এ প্রথা কি শরী'আত সম্মত?	(২০/১৬০)
"	*আয়েশা আখতার, বগুড়া।*	ঈদের খুৎবা কয়টি?	(২১/১৬১)
"	*সুলতান মাহমূদ, আল-মাজাল কোম্পানী আল-জুবাইল, সঊদী আরব।*	বেশী দাম দিয়ে একটি এবং তদাপেক্ষা কম দাম দিয়ে দু'টি ছাগল কুরবানী করলে কার নেকী বেশী হবে?	(২২/১৬২)
"	*আবেদ আলী, পাংশা, রাজবাড়ী।*	বদলী হজ্জ মূলতঃ কাদের জন্য?	(২৩/১৬৩)
"	*আনছার আলী, মহাদেবপুর কলেজ পাড়া, নওগাঁ।*	স্বামী-স্ত্রী পরষ্পরের খেদমত করতে পারে কি? স্বামী স্বীয় স্ত্রীর খেদমত করলে তাকে স্ত্রীর গোলাম বলা কতটুকু যুক্তিযুক্ত?	(২৪/১৬৪)
"	*আশরাফুল ইসলাম, জামালপুর।*	সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কেউ কুরবানী না করলে সে কেমন পাপী হবে?	(২৫/১৬৫)
"	*মুফীযুদ্দীন, জয়পুরহাট।*	কোন পীর বা অলীর কবরের উপর মাযার নির্মাণ করা যায় কি?	(২৬/১৬৬)
"	*হাশমাতুল্লাহ, কড়ই মাদরাসা, জয়পুরহাট।*	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর কোন পীর, অলী, গাওছ, কুতুবের কাছে জিবরীল (আঃ)-এর আগমনের কোন প্রমাণ কুরআন ও হাদীছে আছে কি?	(২৭/১৬৭)
"	*ফাহিমা খাতুন, বানেশ্বর, রাজশাহী।*	মৃত ব্যক্তি কষ্টে থাকলে নাকি স্বপ্নে দেখা দেয়। এ কথা সত্য কি?	(২৮/১৬৮)
"	*আল আমীন, ইকবালপুর, জামালপুর।*	মসজিদের কোন একটি বিশেষ স্থানকে কোন মুছল্লী তার নিজের জন্য নির্ধারিত করতে পারে কি?	(২৯/১৬৯)
"	*বেলালুদ্দীন, মোহনপুর, রাজশাহী।*	কুরআন তিলাওয়াত শেষে 'ছাদাক্বাল্লা-হুল 'আযীম' পড়া যাবে কি-না?	(৩০/১৭০)
"	*মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।*	আযান ও একামতের সময় 'মুহাম্মাদ' নাম শুনে কি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওলা সাল্লাম বলতে হবে?	(৩১/১৭১)
"	*মুকাররম বিন মুহসিন, রাজশাহী।*	বিনা ওযূতে আযান দেওয়া যাবে কি?	(৩২/১৭২)
"	*হারুনুর রশীদ, চরকোল, ঝিনাইদহ।*	খোদা, নামায, রোযা এই শব্দগুলি ব্যবহার করা যাবে কি-না? এবং এই শব্দগুলির উৎপত্তি কোথায় দলীল ভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(৩৩/১৭৩)
"	*আবদুল ওয়াহ্হাব লালবাগী, নওগাঁ।*	মৃত অবস্থায় বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করলে তার জানাযা পড়তে হবে কি?	(৩৪/১৭৪)
"	*আনোয়ারুল হক, মোগলহাট, লালমনিরহাট।*	কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ মাইকে প্রচার করা যাবে কি?	(৩৫/১৭৫)
		***	
মার্চ ২০০২ (৫/৬)"	*তোতা, গড়েরবাড়ী, বগুড়া।*	কেউ মারা গেলে সে বাড়ীতে তিন দিন পর্যন্ত চুলা না জ্বালানো এবং অন্যের বাড়ীতে খাওয়ার ব্যবস্থা করার প্রচলন সঠিক কি-না?	(১/১৭৬)
"	*জসীমুদ্দীন, জামদহ, নওগাঁ।*	মসজিদের কোন্ স্থানে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করলে বেশী নেকী হয়?	(২/১৭৭)
"	*ফাতিমা বিনতে শহীদুল্লাহ, রাজবাড়ী।*	পিতা বা অন্য যে কোন মাহরাম ব্যক্তির সামনে মাথার চুল খোলা যায় কি?	(৩/১৭৮)

Contents

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

"	*রেযাউল করীম, বেকারী দোকান, সাততলা, বাগেরহাট।*	এক ব্যক্তি তার আপন বোনের সৎ দেবরের কন্যাকে বিবাহ করতে চায়। শরী'আতে এ বিবাহ জায়েয হবে কি-না?	(৪/১৭৯)
"	*রফীকুল ইসলাম, গাবতলী, বগুড়া।*	টুপি বিহীন অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা যায় কি-না?	(৫/১৮০)
"	*মুর্শিদা যামান, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।*	سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে হবে, না বলার পরে? রাফ'উল ইয়াদায়েন করার সময় হাত কতক্ষণ উঠিয়ে রাখতে হবে?	(৬/১৮১)
"	*এমদাদুল হক, মোহনপুর, রাজশাহী।*	মিম্বার কত স্তরের হওয়া সুন্নাত এবং ইমাম কোন্ স্তরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিবেন?	(৭/১৮২)
"	*আফসার আলী, প্রসাদপুর, নবাবগঞ্জ।*	ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীরগুলিতে হাত উত্তোলন করতে হবে কি?	(৮/১৮৩)
"	*মুহাম্মাদ হারেছুদ্দীন, কালিকাপুর, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।*	আমরা মুসলমান-হিন্দু একই গ্রামে বসবাস করি। রাস্তার পূর্ব ধারে আমাদের জমিতে আমরা একটি মসজিদ তৈরী করেছি। মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে হিন্দুদের একখণ্ড জমি ছিল, যা আমরা ক্রয় করে নিয়েছি। ঐ জমির পূর্বপার্শ্বে রাস্তার ধারে একটি গাছ আছে যার পাশে হিন্দু মহিলারা বছরে একবার 'ভাটুই পূজা' করে। গাছটি আমরা বিক্রি করতে চাইলে হিন্দুরা বলে, গাছটির বিক্রয়লব্ধ অর্থ অর্ধেক মসজিদে ও অর্ধেক মন্দিরে লাগানো হোক। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি?	(৯/১৮৪)
"	*আবদুল্লাহ, আখিলা, নবাবগঞ্জ ও আবদুল হামীদ, রাণীবন্দর, দিনাজপুর।*	চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত এক সালাম ও দু'সালাম উভয় নিয়মেই কি পড়া যায়?	(১০/১৮৫)
"	*মাহফূযুল গনী, বাদিনারপাড়া, সাঘাটা গাইবান্ধা।*	আমার পিতা আমার এক ফুফাত ভাইকে আমাদের বাড়ীতে লালন-পালন করেন। সে এখন বড় হয়েছে। তাকে আমাদের সম্পত্তির অংশ দিতে হবে কি?	(১১/১৮৬)
"	*রজব আলী, গাংনী, মেহেরপুর।*	কাকে লক্ষ্য করে ছালাত শেষের সালাম করা হয়?	(১২/১৮৭)
"	*আব্দুল্লাহেল কাফী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, গিভেন্সী স্পিনিং মিল্‌স লিঃ, গাযীপুর।*	ইসলামী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা যদি কেউ সূদে খাটায় এবং ঐ সূদে খাটানো টাকা দ্বারা ব্যাংকের কিস্তি পরিশোধ করে তবে ইসলামী ব্যাংকের জন্য সেটি জায়েয হবে কি?	(১৩/১৮৮)
"	*হারুনুর রশীদ, ঘোড়াশাল, নরসিংদী।*	মাথা মুণ্ডানো কি হারাম?	(১৪/১৮৯)
"	*শাহীনুর রহমান, নন্দলালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।*	আমি একজন স্কুল ছাত্র। পরীক্ষার প্রশ্নে উল্লেখ ছিল তারাবীহ'র ছালাত কত রাক'আত? ১ম সাময়িক পরীক্ষায় উত্তর দিয়েছিলাম ৮ রাক'আত। এতে আমাকে নম্বর দেওয়া হয়নি। আবার বার্ষিক পরীক্ষায় একই প্রশ্ন এসেছিল। আমি উত্তর দিয়েছিলাম ২০ রাক'আত। এতে পুরো নম্বর যোগ করা হয়। আমার প্রশ্নঃ জেনে শুনে সঠিককে বেঠিক লিখলে কোন পাপ হবে কি?	(১৫/১৯০)
"	*আবুল হাসনাত, পাঁচদোনা, নরসিংদী।*	জনৈক ব্যক্তি নিজ ভাগনীর মেয়েকে বিবাহ করেছে এবং তারা স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করছে। এ বিবাহ কি শরী'আত সম্মত হয়েছে?	(১৬/১৯১)
"	*মুহাম্মাদ মহসিন আলী, ভেড়ীপাড়া সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।*	কুরবানী পশু মারা বা চুরি হয়ে গেলে পুনরায় কুরবানীর পশু ক্রয় সম্ভব না হ'লে কুরবানী দাতা নেকী পাবেন কি?	(১৭/১৯২)
"	*আতাউর রহমান, সন্ন্যাসবাড়ী, নওগাঁ।*	মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার জন্য বাংলায় দো'আ করা জায়েয হবে কি?	(১৮/১৯৩)
"	*শামস ইবনে মেয়েয, ৫৫৯/১ দক্ষিণ গোড়ান (নীচতলা পূর্ব) ঢাকা-১২১৯।*	আমার পিতা ..র মৃত্যুর পর তার রূহের মাগফিরাতের জন্য বিরাট খানার আয়োজন করার অনুরোধ জানান। কিন্তু আমি বিদ'আত ভেবে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করি। এতে বিশেষ করে আমার মা মনে কষ্ট পান। এমতাবস্থায় আমি কি অপরাধী হব?	(১৯/১৯৪)
"	*মুহাম্মাদ আশরাফ আলী, ঢাকা ১০০০।*	ইনস্যুরেন্স বা জীবন বীমা বৈধ কি-না?	(২০/১৯৫)
"	*মীযানুর রহমান, ছাতিয়ান, গাংনী, মেহেরপুর।*	মাসবূক মুছল্লী দু'রাক'আত ছালাত ইমামের সাথে পেলে এবং সে দু'রাক'আতকে প্রথম ধরে শেষের দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়লে চার রাক'আতেই কেবল সূরা ফাতিহা পড়া হয়। এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?	(২১/১৯৬)
"	*নওশের, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম।*	পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে আমার শ্বশুর আমার স্ত্রীকে বাড়ীতে না পাঠিয়ে কাযীর মাধ্যমে আমাকে তালাক দিয়ে তালাকনামা পাঠিয়ে দেয়। প্রশ্ন হ'ল, এ রকম তালাক বৈধ কি-না?	(২২/১৯৭)
"	*সাঈদুর রহমান, ৫৩/৭-ই, ব্লক, মিরপুর-*	ছালাতের প্রথম রাক'আতে সূরা নাস 'তেলাওয়াতে কোন শারঈ প্রতিবন্ধকতা	(২৩/১৯৮)

Contents

	১২, ঢাকা।	আছে কি?	
"	মুহাম্মাদ মুশতাক আহমাদ, গোছা, মোহনপুর, রাজশাহী।	কুরআন মাজীদের প্রথমে অনেক বিষয়ের নকশা লিখে বিভিন্ন ফযীলতের কথা লেখা আছে। এই নকশার উপরে আমল করা যাবে কি?	(২৪/১৯৯)
"	মীর বিলালুদ্দীন, রাজশাহী, বিশ্ববিদ্যালয়।	বিবাহ, আক্বীক্বা বা অনুরূপ কোন অনুষ্ঠানে অমুসলিম প্রতিবেশীকে দাওয়াত দেওয়া এবং তাদের আনীত উপহার গ্রহণ করা যাবে কি?	(২৫/২০০)
"	মুহসিন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	রাসূল (ছাঃ) কি মসজিদে সুন্নাত ছালাত আদায় করতেন?	(২৬/২০১)
"	মুহাম্মাদ ছাকী হোসায়েন, উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), টিএসপি সিএল, চট্টগ্রাম।	কেউ কেউ বলে থাকেন, লোকের সামনে নফল ইবাদত-বন্দেগী করলে ছওয়াব কমে যায়। এমতাবস্থায় মসজিদে নফল ছালাত আদায় বা তেলাওয়াত করলে ছওয়াব কমে যাবে কি?	(২৭/২০২)
"	মাসুদ রানা, দূর্গাদহ, হাট শেরপুর সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	হিন্দু মেয়েকে মুসলমান করে বিয়ে করতে হবে? না হিন্দু অবস্থায় বিয়ে করে মুসলমান করতে হবে? বিবাহ করলে তাদের সাক্ষী কে হবে? ছহীহ দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	(২৮/২০৩)
"	ইয়াকুব আলী, পীরগাছা, রংপুর।	প্রচলিত মোযার উপর মাসাহ করা যাবে কি-না?	(২৯/২০৪)
"	আবু তালেব সরকার, হরিরামপুর, মিরগ বাঘা, রাজশাহী।	দীর্ঘদিন বেহুশ অবস্থায় কেউ যদি বিছানায় শুয়ে থাকে, তবে তার কাছে কয়েকজন মিলে অনুষ্ঠান করে কুরআন শরীফ পড়া যাবে কি?	(৩০/২০৫)
"	ফেরদাউস আলম ও ফাতেমা তারাপাইয়া, লাকসাম, কুমিল্লা।	পীর-দরবেশদের জন্ম ও মৃত্যু তারিখে 'ওরস'-এর আয়োজন করা কি জায়েয?	(৩১/২০৬)
"	আব্দুল মান্নান, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।	খাদ্য শস্য কতদিন মজুদ রেখে বিক্রি করা যাবে?	(৩২/২০৭)
"	এস,এম, শাফা'আত হোসাইন নাচুনিয়া, জুনারী, তেরখাদা, খুলনা।	হজ্জ উপলক্ষে মক্কা গমনের পথে দুর্ঘটনাবশতঃ কিংবা রোগাক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করলে হজ্জের ছওয়াব পাবেন কি?	(৩৩/২০৮)
"	মশিউয্যামান, মাষ্টারপাড়া, চাঁপাইনবাবগ।	মি'রাজের সময় নাকি ২৭ বছর সময়ের গতি থেমে ছিল। কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন?	(৩৪/২০৯)
"	মাওলানা মুহাম্মাদ আফতাবুদ্দীন ইমাম, হরিপুর নতুন পাড়া জামে মসজিদ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	'মহিলাদের জামা'আতের জন্য মসজিদ ও ঈদগাহে যাওয়া 'মাকরূহ তাহরীমী' আর তাদের জন্য পৃথক মসজিদ তৈরী করা নাজায়েয ও 'বিদ'আতে সাইয়িয়াহ' মাসিক 'আল-বাইয়্যেনাত'-এর এ বক্তব্য কি সঠিক? ***	(৩৫/২১০)
এপ্রিল ২০০২ (৫/৭)	আতাউর রহমান, বি,আই,টি, রাজশাহী।	আমরা জানি যে, হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর বাম পাঁজরের হাড় থেকে বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে কি পৃথিবীর প্রত্যেক নারী সে সকল পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্ট, যাদের সঙ্গে তাদের বিয়ে হয়?	(১/২১১)
"	জামিরুল ইসলাম, হাড়াভাঙ্গা ফাযিল মাদরাসা, গাংনী, মেহেরপুর।	ঈদের ছালাতে প্রথম রাক'আতে পাঁচ ও দ্বিতীয় রাক'আতে সাত তাকবীর বলে ছালাত আদায় করলে কি ছালাত সিদ্ধ হবে?	(২/২১২)
"	আলহাজ্জ যেকের মোল্লা, গ্রামঃ বরিদ বাঁশাইল, দুর্গাপুর, রাজশাহী।	কোন্ পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দান ব্যতীত কোন ব্যক্তি স্বীয় কদম নাড়াতে পারবে না?	(৩/২১৩)
"	সাঈদুর রহমান, সপুরা, রাজশাহী।	আমার ছোট বোনের শরীর দিয়ে দুর্গন্ধ বের হয়। সেজন্য বাধ্য হয়ে তাকে সব সময় আতর ব্যবহার করতে হয়। এভাবে তার আতর ব্যবহার করা ঠিক হচ্ছে কি?	(৪/২১৪)
"	আরীফ, কঠিপাড়া, পাবনা।	গণতন্ত্রের অন্যতম শ্লোগান 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস'। অথচ আল্লাহ পাক হচ্ছেন সকল ক্ষমতার উৎস। এমতাবস্থায় প্রচলিত এ গণতন্ত্র শিরক নয় কি এবং এর অনুসারীরা মুশরিক নয় কি?	(৫/২১৫)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, মোহনপুর, রাজশাহী।	আমার স্বামীর গোপন অপারেশনের ব্যাপারটা বিয়ের পর জানতে পারলে সে আমার হাতে কুরআন মাজীদ দিয়ে এ মর্মে শপথ করায় যে, আমি যেন কোনদিন তাকে ত্যাগ না করি। বিয়ের বয়স এখন ১৬ বছর। অথচ আজ পর্যন্ত আমার কোন সন্তান নেই। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?	(৬/২১৬)
"	তোতা মিয়া, গড়েরবাড়ী, রাজশাহী।	মৃত ব্যক্তির দাফনের কাজ কেবল পুরুষরা করে থাকে। মহিলারা নেকী থেকে বঞ্চিত হয়। সেজন্য কিছু মাটি বাড়ী নিয়ে গিয়ে সকল মহিলাকে স্পর্শ করিয়ে কবরে দেওয়ার প্রচলন অনেক এলাকায় আছে। এতে মহিলাদের নেকী হবে কি?	(৭/২১৭)

Contents

"	*আতাউর রহমান, উত্তর নাড়ীবাড়ী, গুরুদাসপুর, নাটোর।*	বিভিন্ন হাদীছে আছে, ছাহাবায়ে কেরাম বলতেন 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হৌন'। আলোচ্য বক্তব্যের মর্মার্থ কি?	(৮/২১৮)
"	*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।*	পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিনী নারী ব্যতীত বিবাহ করে না এবং ব্যভিচারিনী নারী ব্যভিচারী পুরুষ ব্যতীত বিবাহ করে না' (নূর ৩)-এর মর্মার্থ কি? যারা ব্যভিচারী পুরুষ তাদের ভাগ্যে কি তাহ'লে কোন সতী-সাধ্বী রমণী জুটবে না?	(৯/২১৯)
"	*আব্দুল্লাহ আল-মামুন, আল-মাদানী নূরানী মাদরাসা, লক্ষ্মীফলা, পাবনা।*	প্রচলন আছে যে, জানাযার ছালাতে ইমাম ছাহেব মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে কাফফারা স্বরূপ একটি কুরআন মজীদ দিয়ে থাকেন। মৃত ব্যক্তি মুছল্লী হৌন বা না হৌন সবার ক্ষেত্রে কি এরূপ কাফফারা দেওয়া ঠিক? কাফফারা কি? তা কাদের জন্য আদায় করা আবশ্যক এবং তার পরিমাণ কত? কাফফারা আদায় না করলে গোনাহ হবে কি?	(১০/২২০)
"	*মুহাম্মাদ আলী, সাতনালা জোত চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।*	জুম'আর দিন মসজিদে একজন মুছল্লী ২টি ডিম এবং অন্য একজন ১ কেজি দুধ দান করেছেন। ডাকের মাধ্যমে দরকষাকষি করে ২টি ডিমের দাম ১১০ টাকা এবং দুধের দাম ১২০ টাকা ধার্য করা হয়। এভাবে অতিরিক্ত মূল্যে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় শরী'আত সম্মত কি-না? শরী'আত সম্মত হ'লে কার ছওয়াব বেশী হবে, ক্রেতার না দাতার?	(১১/২২১)
"	*রফীকুল ইসলাম মুসাফির, গাবতলী, বগুড়া।*	ই'তিকাফ অবস্থায় পেপার পেপার-পত্রিকা পাঠ করা যাবে কি?	(১২/২২২)
"	*দাউদ হোসাইন, কুষ্টিয়া।*	আকীকার জন্তু যবেহ করার পৃথক কোন দো'আ আছে কি?	(১৩/২২৩)
"	*মুহাম্মাদ আযহার আলী ও মুহাম্মাদ আব্দুল করীম, নখোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।*	অনেক মাওলানা বক্তব্যে বলে থাকেন যে, হযরত নূহ (আঃ) জনৈকা বুড়িমাকে বলেছিলেন, বুড়িমা! দেশের মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান না আনার কারণে আল্লাহ মহাপ্লাবন দিয়ে সকলকে ধ্বংস করে দিবেন। তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছ। কাজেই প্লাবন শুরু হ'লে তুমি আমার নৌকায় উঠবে। কিন্তু প্লাবন শুরু হ'লে নূহ (আঃ) বুড়িমার কথা ভুলে গেলেন। অতঃপর প্লাবন শেষে নূহ (আঃ) ফিরে এসে দেখেন বুড়িমা মাঠে ছাগল চরাচ্ছে। ঘটনাটি আমার নিকট বিস্ময়কর মনে হয়।	(১৪/২২৪)
"	*আবদুল্লাহ, বারমদি, গাংনী, মেহেরপুর।*	ব্যাংকে একাউন্ট খোলার সময়ে যদি লিখি যে, সূদ গ্রহণ করব না। তবে ব্যাংক আমাকে কোন সূদ দিবে না। আমার ইচ্ছা যে, সূদের টাকা ব্যাংকে ফেলে না রেখে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করব। এক্ষণে সূদের টাকা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করব এ উদ্দেশ্যে 'সূদ গ্রহণ করব না' না লিখে একাউন্ট খোলা শরী'আত সম্মত হবে কি?	(১৫/২২৫)
"	*মুহাম্মাদ জয়েনুদ্দীন, মাসিন্দা, কালিগঞ্জ হাট, তানোর, রাজশাহী।*	আত্মহত্যাকারীর জানাযা সম্পর্কে শরীয়তের সঠিক বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৬/২২৬)
"	*মুহাম্মাদ এমাযুদ্দীন, মুহাম্মাদপুর, তানোর, রাজশাহী।*	মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানের কোন সুনির্দিষ্ট বিধান আছে কি? মৃতের স্ত্রীরা অথবা সন্তানরা গোসল দিতে পারে কি?	(১৭/২২৭)
"	*মাওলানা মুকাদ্দেস হোসাইন বোয়ালিয়া, কুষ্টিয়া।*	বাকীতে অতিরিক্ত মূল্য ধরে কোন জিনিস বিক্রি জায়েয হবে কি?	(১৮/২২৮)
"	*এম, আযীযুর রহমান, ধারা বারিষা, গুরুদাসপুর, নাটোর।*	যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বে ছুটে যাওয়া চার রাক'আত সুন্নাত ফরযের পরে আদায় করা যায় কি? উক্ত সুন্নাত ছালাত আদায় না করলে কোন গোনাহ হবে কি?	(১৯/২২৯)
"	*মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান ছাতিয়ান, গাংনী, মেহেরপুর।*	ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব ও এশা এই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের শাব্দিক অর্থ কি? এগুলির নামকরণ কার মাধ্যমে হয়েছে? আল্লাহ নাকি তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে? পাঁচ ওয়াক্তের পূর্বে যে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়েছিল, এর কোন নামকরণ ছিল কি?	(২০/২৩০)
"	*ডাঃ মুহাম্মাদ আলী হোসাইন সোহাগদল, স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর।*	মৃত্যুর পর মুমিন, কাফের ও শিশুদের আত্মা কোথায়, কিভাবে রাখা হয়?	(২১/২৩১)
"	*আসমা খাতুন, মটমড়া, গাংনী, মেহেরপুর।*	যের, যবর, পেশ ছাড়া কুরআন শরীফ পড়লে অথবা কোন শব্দ উচ্চারণে ভুল হ'লে এর জন্য কোন শাস্তি হবে কি?	(২২/২৩২)
"	*মমতাজুর রহমান চুপিনগর, বগুড়া।*	ডিগ্রী ক্লাসের ইতিহাসে দেখেছি যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর সময় জুম'আর খুৎবা ছালাতের পর হ'ত। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে জনগণ খুৎবা না শুনে চলে যেত। ফলে মু'আবিয়া (রাঃ) খুৎবা ছালাতের পূর্বে নির্ধারণ করে দেন।	(২৩/২৩৩)

Contents

"	মুহাম্মাদ বদরুদ্দীন মণ্ডল বিভাগীয় প্রকৌশলী, টেলিকম রাজশাহী কার্যালয়, রাজশাহী।	সলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'আমপারা, শব্দার্থ সহ কতিপয় ফযীলতের আয়াত' বইয়ে সূরা বাক্বারাহ'র শেষ দু'আয়াতের ফযীলত সম্পর্কে উল্লেখ আছেঃ (ক) রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারাহ'র শেষ দু'আয়াত পাঠ করবে, তা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি আয়াত জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে অবতীর্ণ করেছেন। জগত সৃষ্টির দুই হাযার বৎসর আগে আল্লাহ পাক তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। (এশার ছালাতের পর এ দু'টি আয়াত পাঠ করলে তাহাজ্জুদ ছালাতের সমান ছওয়াব পাওয়া যায়)। (গ) ...সূরা বাক্বারার শেষ আয়াতগুলি আমাকে আরশের নীচের গুপ্তধন থেকে দেওয়া হয়েছে... (বায়হাক্বী ও মুস্তাদরাকে হাকেম), উপরোক্ত বর্ণনাগুলি ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৪/২৩৪)
"	সুজন মিয়া, আবদুল্লাহর পাড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা।	তিনবারের অধিক তওবা নাকি কবুল হয় না, এর সত্যতা জানতে চাই।	(২৫/২৩৫)
"	মুহাম্মাদ আবুল কাসেম পোঃ বক্স নং ৪১১৭১, কুয়েত।	আমরা শুনেছি যে, হাদীছে আছে 'যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলবে সে জান্নাতে যাবে'। কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে কালেমা পাঠের সুযোগ থাকে না। তাহ'লে ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীদের অবস্থা কি হবে? এমন কোন দো'আ আছে কি, যা পাঠে কালেমা পাঠের সমান গণ্য হবে?	(২৬/২৩৬)
"	শামসুল আলম, দুর্গাপুর, রাজশাহী।	যাদের বাড়ীতে টিভি, ভিসিআর আছে এবং সবসময় গান-বাজনায় মত্ত থাকে তাদের সাথে আত্মীয়তা করা যাবে কি?	(২৭/২৩৭)
"	শেখ সেতাবুদ্দীন গ্রামঃ মুহাম্মাদপুর, জঙ্গীপুর মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	'মুসলমান' শব্দের বর্ণগত অর্থ কি হবে? যেমন 'শিক্ষক' শব্দের বর্ণগত অর্থ হলঃ 'শ'-এর শিষ্টাচার 'ক্ষ'-এর ক্ষমা এবং 'ক'-এর কর্মনিষ্ঠা। এই তিনটি গুণ একজন শিক্ষকের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। অনুরূপ 'বই' এর বর্ণগত অর্থঃ 'ব' বক্তব্য এবং 'ই'-এ ইহকাল। অর্থাৎ বইয়ে ইহকালের বক্তব্য লেখা থাকে।	(২৮/২৩৮)
"	আলহাজ্জ কসীমুদ্দীন মণ্ডল সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	শুয়ে ছালাত আদায় করলে মাথা ও পা কোন্ দিকে রাখতে হবে?	(২৯/২৩৯)
"	আব্দুর রহমান কালিগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।	নবুঅত লাভের পর আবু জাহাল, ওৎবা, শায়বাহ সহ ইসলাম বিরোধী শক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট সমঝোতা করার জন্য এসে কতিপয় প্রস্তাব দিয়েছিল। সে প্রস্তাব গুলি কি কি?	(৩০/২৪০)
"	মফিযুদ্দীন রুদ্রেশ্বর কাকিনা বাজার কালিগঞ্জ, লালমণিরহাট।	জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি ও সমাজ সেবক ইয়াতীমের সম্পদ জবর দখল করে খায় এবং অপর এক দ্বীনী আলেম অর্থ সঞ্চয়ের মানসে জিনের পূজা করে। এদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে কি?	(৩১/২৪১)
"	মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী আলী ভিলা, মাষ্টারপাড়া পি,টি,আই, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	আমরা হাঁস-মুরগী যবেহ করে সাধারণতঃ আগুনে পুড়িয়ে অথবা গরম পানিতে দিয়ে লোম পরিষ্কার করে থাকি। যবেহকৃত প্রাণীর লোম এভাবে পরিষ্কার করা জায়েয হবে কি?	(৩২/২৪২)
"	ছাহেব আলী, বাগমারা, রাজশাহী।	ছালাতের এক্বামতের পর ছালাত শুরুর পূর্বে কথা বলা যায় কি না?	(৩৩/২৪৩)
"	আব্দুল গণি, কেঁড়াগাছি, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	'হেরা' গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) কি করতেন।	(৩৪/২৪৪)
"	মুসাম্মাৎ ফাতিমা খাতুন কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	একাধিক বিবাহিতা মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করলে কোন স্বামীর সাথে তার বসবাস হবে?	(৩৫/২৪৫)
"	মুহসিন আকন্দ, জোরবাড়িয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।	মসজিদে ছালাতে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে আমার জামা কাপড়ে পাখি পায়খানা করে দেয়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?	(৩৬/২৪৬)
"	মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান মজীদপুর, কেশবপুর, যশোর।	উপুড় হয়ে শয়ন করা যায় কি? শুনেছি, পুরুষেরা উপুড় হয়ে শুইলে যেনার ন্যায় পাপ হয়। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৭/২৪৭)
"	আব্দুল হালীম, হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী।	বিদায় নেওয়ার সময় কেউ যদি বলেন, আমার জন্য দো'আ করবেন। তখন আমরা কি বলব বা করব? কেউ দো'আ চাইলে অনেকে 'ফী আমানিল্লাহ বলেন'। এরূপ বলা যায় কি?	(৩৮/২৪৮)
"	মুহাম্মাদ মাখন, পাশুণ্ডিয়া, জামিরা, রাজশাহী।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক ফরয ছালাতান্তে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশের জন্য মৃত্যু ব্যতীত আর কোন বাধা থাকে না' নাসাঈ-এর উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?	(৩৯/২৪৯)

Contents

"	*আলহাজ্জ সিরাজুদ্দীন, সভাপতি, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ নুন্দাপুর শাখা, রাজশাহী।*	আমাদের গ্রামে তিন ব্যক্তি নারিকেল চুরি করে ধরা পড়লে সামাজিক বিচারে তাদের জরিমানা ধার্য করা হয়। জরিমানার এ অর্থ দিয়ে ঈদগাহের জন্য কার্পেট কেনা হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এই কার্পেটে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি-না?	(৪০/২৫০)
"	*মুহাম্মাদ গোলাম কিবরিয়া (বিপুল) মথুরাপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।*	কোন স্থানের নাম 'আল্লাহ্র দরগা' এবং কোন দোকান বা এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নাম 'আলিফ-লাম-মীম' রাখা যাবে কি?	(৪১/২৫১)
"	*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সাতক্ষীরা।*	অসুখের কারণে জনৈক কবিরাজের কাছে গেলে তিনি লাল কালি দিয়ে আরবী হরফে লেখা একটি কাগজ পানিতে ভিজিয়ে পানিসহ তা আমাকে খাওয়ালেন। খাওয়ার পর তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, কাগজে কুরআনের আয়াত লেখা ছিল। এ কাজটি শিরকের মধ্যে পড়বে কি-না? যদি পড়ে তাহ'লে এ পাপ থেকে বাঁচার উপায় কি?	(৪২/২৫২)
"	*মুসাম্মাৎ মুনীরা খাতুন, বাখড়া, মোলামগাড়ী হাট, কালাই, জয়পুরহাট।*	রুকূতে তিনবার এবং সিজদায় চারবার এরূপ কম-বেশী করে তাসবীহ্ পাঠ করা যাবে কি?	(৪৩/২৫৩)
"	*আ,জ,ম, যাকারিয়া, জলাইডাঙ্গা, গোপালপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর।*	لا إله إلا الله محمد رسول الله এই কালেমাটি কে, কখন চালু করেন? এর নাম 'কালেমা ত্বাইয়েবা' কে রেখেছেন এবং কেন?	(৪৪/২৫৪)
"	*মুহাম্মাদ তৈমুর রহমান, ফার্মেসী বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*	গোরস্থান সংশ্লিষ্ট মসজিদ অর্থাৎ মসজিদের উত্তর-দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বে কবর থাকলে ঐ মসজিদে ছালাত হবে কি?	(৪৫/২৫৫)
		***	
জুন ২০০২ (৫/৯)	*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান, উত্তর নাড়ীবাড়ী, গুরুদাসপুর, নাটোর।*	'আল্লাহ পাক আদম (আঃ)-কে আপন আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন' হাদীছটির প্রকৃত ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১/২৫৬)
"	*মামুনুর রশীদ, বাঁকড়া, চারঘাট রাজশাহী।*	ছালাতে কিংবা ছালাতের বাইরে হাই উঠলে করণীয় কি? 'লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলা যাবে কি?	(২/২৫৭)
"	*আব্দুল বারিক ভুঁইয়া, একলারামপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।*	আমার প্রবাসী বড় ছেলে বিদেশে বসেই দু'টি ছাগল আল্লাহ্র রাস্তায় ছেড়ে দেওয়ার মানত করেছে। এখন কোন্ পদ্ধতিতে দু'টি ছাগল ছেড়ে দিলে শরী'আত মোতাবেক মানত আদায় হবে?	(৩/২৫৮)
"	*নেছার আলী, দক্ষিণ দনিয়া, নয়াপাড়া ডেমরা, ঢাকা-১২৩১।*	আমি যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি, জনকল্যাণ মূলক কাজও করি। আমার জানা মতে, কারো প্রতি অন্যায় করি না। তথাপিও আমার উপর নানা রকম বালা-মুছীবত আসে কেন।	(৪/২৫৯)
"	*ইদরীস, বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।*	জানাযার ছালাতে ছানা পড়া যায় কি?	(৫/২৬০)
"	*আবদুছ ছবূর, চান্দা, সোনাবাড়িয়া কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*	জনৈক আলেমের নিকট থেকে শুনলাম, 'মালাকুল মউত' হযরত মূসা (আঃ)-এর জান কবয করতে আসলে তিনি তাঁকে থাপপড় মেরে একটি চোখ কানা করে দেন। এ ঘটনা কি সত্য?	(৬/২৬১)
"	*মুহাম্মাদ সানাউল হক, কুষ্টিয়া।*	কাতারের ভিতর পিলার রেখে দু'পাশে দাঁড়ালে ছালাত হবে কি-না?	(৭/২৬২)
"	*মুহাম্মাদ বদরুদ্দীন রাজশাহী মহানগরী।*	মাগরিবের সময় প্রথম কাতারে স্থান গ্রহণ করার জন্য মুছল্লীগণ বসে থাকেন। অনেকের ধারণা আছর ও মাগরিবের মাঝে কোন ছালাত নেই। আশে-পাশে, সামনে-পিছনে সবাই বসে থাকে। আমি দুই রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতে ইচ্ছুক। কিন্তু সবাই বসে থাকার কারণে সুন্নাত পড়তে বা দাঁড়িয়ে থাকতে খারাপ লাগে। আবার এক্বামতের কিছু পূর্বে গেলেও পিছন কাতারে দাঁড়াতে হয়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?	(৮/২৬৩)
"	*আবদুর রশীদ, কাকডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।*	অর্থের প্রয়োজন হেতু কোন ব্যক্তি কারো কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি এ শর্তে বন্ধক রাখে যে, যতদিন সে উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে না পারবে ততদিন ঋণদাতা উক্ত জমির ফসল ভোগ করবে। এ ধরনের নিয়ম কি শরী'আত সম্মত?	(৯/২৬৪)
"	*আমীনুল ইসলাম, কমরগ্রাম, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।*	ছালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠের পর অন্য সূরা পাঠ করতে যদি ভুলে যায় বা আয়াত ছাড়া পড়ে যায়, এমতাবস্থায় সেই সূরার পরিবর্তে অন্য সূরা পড়বে?, না সহো সিজদা দিবে?	(১০/২৬৫)
"	*মুহসিন আলম, ইসমাঈলপুর বাগমারা, রাজশাহী।*	আমরা জেনে আসছি যে, পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬। কিন্তু আমি নিজে হিসাব করে দেখলাম ৬২৩৬টি। কোনটি সঠিক?	(১১/২৬৬)

Contents

"	আবুল বাশার, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	কেউ কাদিয়ানী হ'লে তাকে মুসলমান বানানোর পদ্ধতি কি?	(১২/২৬৭)
"	ওয়াহীদুযযামান ভূঁইয়া পাঁচদোনা, নরসিংদী।	এক পাউণ্ড সুতা নগদ ৬০ টাকায় ক্রয় করা যায়। কিন্তু বাকীতে কিনলে ৬১ টাকা লাগে। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে কি?	(১৩/২৬৮)
"	মানিক ও সেলিম, বাসুদেবপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	অনেকেই ভেমটে সাপ (এক ধরনের সাপ যা বৃষ্টির সময় স্থলভাগে অধিক পরিমাণে দেখা যায়, যা মানুষকে সাধারণত দংশন করে না) মারতে নিষেধ করেন। এটা কি সঠিক?	(১৪/২৬৯)
"	আব্দুল ওয়ারেছ, প্রধান মাওলানা, দরদী উচ্চ বিদ্যালয়, হারাগাছ, রংপুর।	গোবর জিনদের খাদ্য হওয়ায় তা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এক্ষণে প্রশ্ন- উক্ত গোবর হ'তে তৈরী শলা বা নুন্দা দ্বারা রান্না-বান্না করা যাবে কি?	(১৫/২৭০)
"	যাকির হোসাইন আযাদী, সাতক্ষীরা।	জমি, গাড়ী-বাড়ী, স্বর্ণালংকার প্রভৃতি বিক্রয় করে হজ্জ করা যাবে কি?	(১৬/২৭১)
"	মুসাম্মাৎ হালীমা বেগম, কাজী ভিলা, কালীগ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।	বাসর রাতে স্ত্রীর হাতে কিছু টাকা দিয়ে মোহরানা মাফ করিয়ে নেওয়া শরী'আত সম্মত কি-না।	(১৭/২৭২)
"	আতাউর রহমান, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।	প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা জান্নাতে যাবেন কি?	(১৮/২৭৩)
"	মুহাম্মাদ সিনহাবুল ইসলাম ১নং লালবাগ, দিনাজপুর।	মৃত অবস্থায় সন্তান জন্ম নিলে তাকে নাভী কেটে, না-কি নাভী সহ দাফন করতে হবে?	(১৯/২৭৪)
"	মুহাম্মাদ আতাউর রহমান সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।	নৌকায় বসে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা উত্তম, নাকি এক/দেড় ঘন্টা পরে মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করা উত্তম?	(২০/২৭৫)
"	মুহাম্মাদ মকবুল হোসায়েন, টাংগাইল।	যারা ছালাত আদায় করে না, তাদের সাথে আত্মীয়তা করার শারঈ বিধান কি?	(২১/২৭৬)
"	মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান, রহমতপুর (ফেরুসা), দীঘিরহাট, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	জামা'আত চলাকালে ইমামকে যে অবস্থায় পাওয়া যায় সে অবস্থায় জামা'আতে শামিল হ'তে হবে, না ছুটে যাওয়া রাক'আত বাদ দিয়ে পরবর্তী রাক'আতে শামিল হ'তে হবে? জেহরী ছালাতের ১ম রাক'আত ছুটে গেলে পরবর্তীতে সে রাক'আত আদায়ের সময় ক্বিরাআত সরবে পড়তে হবে, না নিরবে?	(২২/২৭৭)
"	ডাঃ মুহাম্মাদ শাহাদত হোসায়েন আলাইপুর, বাঘা, রাজশাহী।	দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে সক্ষম ব্যক্তি বসে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত আদায় শরী'আত সম্মত হবে কি?	(২৩/২৭৮)
"	আখতারুযযামান বিন আকবর হোসায়েন জাঙ্গালিয়া, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।	আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই শারীরিক অসুস্থতার কারণে অপবিত্রাবস্থায় ফজরের ছালাত আদায় করি। এ ক্ষেত্রে আমার স্ত্রীর বক্তব্য ছিল যে, রোগ বৃদ্ধি নয়, বরং মৃত্যুর আশংকা থাকলে অপবিত্রাবস্থায় ছালাত আদায় করা জায়েয হবে। কোন কথাটি সঠিক?	(২৪/২৭৯)
"	মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।	বিবাহিত পুরুষ বা মহিলা ব্যভিচার করলে পাথর মেরে হত্যা করাই শারঈ বিধান। আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থায় যেহেতু তা করা হয় না, সেহেতু ঐ অপরাধে অপরাধী নারী-পুরুষের পরবর্তী জীবনের নেক আমলসমূহ আল্লাহ্র দরবারে কবূল হবে কি?	(২৫/২৮০)
"	মুহাম্মাদ ওমর ফারূক, সিরাজগঞ্জ।	অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে তালাক দেওয়া যাবে কি?	(২৬/২৮১)
"	আলমগীর হুসাইন, পিতাঃ ইমামুদ্দীন মণ্ডল, বাড়ীগ্রাম, হাটগাঙ্গোপাড়া, বাঘমারা, রাজশাহী।	আমি স্বপ্নে একটি পাথর থেকে প্রচুর আলো বিচ্ছুরিত হয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকা আলোকিত হ'তে দেখলাম। এরপর পাথরটি একটি ছেলে হাতে নিলে আলোটা অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। অতঃপর আমি সেটা হাতে নিয়ে তিনবার আল্লাহু আকবর বলে ফুঁক দিলে তা আগের মত আলো ছড়াতে থাকে। এই স্বপ্নটি ভাল না খারাপ?	(২৭/২৮২)
"	রফীকুল ইসলাম, বোহাইল, বগুড়া।	পাকা দাড়ি ও পাকা চুল উঠানো যাবে কি?	(২৮/২৮৩)
"	সাঈদুর রহমান, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	জমির আইল ঠেলার পরিণতি কি?	(২৯/২৮৪)
"	শামসুর রহমান ঢালী, সাতক্ষীরা।	আপন ছোট চাচার আপন ফুফাত শালীকে বিবাহ করা জায়েয কি?	(৩০/২৮৫)
"	হালীমা, কাজী ভিলা, কালীগঞ্জ দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।	বিবাহের সাক্ষী শুধু মহিলা হ'লে ক'জন মহিলা প্রয়োজন হবে? কোন সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতা মহিলা বিয়ে পড়াতে পারেন কি?	(৩১/২৮৬)
"	ছাকী হুসায়েন, উত্তরপতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	৮/১০ জন মহিলা একত্রে হজ্জ করতে গেলে তাদের মাহরামের প্রয়োজন হবে কি?	(৩২/২৮৭)

Contents

"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।	বোনের সতীনের মেয়ের মেয়েকে বিবাহ করা যায় কি?	(৩৩/২৮৮)
"	নাজমুল হাসান, বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।	তারাবীহ-এর ছালাত বিশ রাক'আত না আট রাক'আত?	(৩৪/২৮৯)
"	মুহাম্মাদ আব্দুল বাকী বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া।	পুকুরের বদ্ধ পানিতে মাছের খাদ্য হিসাবে মল-মূত্র প্রভৃতি নিক্ষেপের পর ঐ পানি দ্বারা ওযূ-গোসল করা যাবে কি?	(৩৫/২৯০)
		***	
জুলাই ২০০২ (৫/১০)	আবুল কালাম, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	ঈদের ময়দানে মুছল্লীদের জন্য শামিয়ানা ইত্যাদির মাধ্যমে ছায়ার ব্যবস্থা করা যায় কি?	(১/২৯১)
"	আব্দুস সাত্তার, পারঈল, নওগাঁ।	ইসলামে নতুন উদ্ভাবিত বস্তুমাত্রই বিদ'আত। তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে নাকি কুরআনে যের, যবর, পেশ ইত্যাদি ছিল না, পরে যুক্ত করা হয়েছে। এটি বিদ'আত নয় কি?	(২/২৯২)
"	আব্দুল্লাহ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।	জুম'আর খুৎবার শুরুতে 'আঊযুবিল্লাহ' পড়া যাবে কি? যদি না যায়, তাহ'লে খুৎবা শুরুর নিয়ম কি?	(৩/২৯৩)
"	ফারূক আহমাদ, লালমণিরহাট।	শ্বশুর-শাশুড়ীকে আব্বা-আম্মা বলে সম্বোধন করা যায় কি?	(৪/২৯৪)
"	মুছাদ্দেক, পলিকাদোয়া, বানিয়াপাড়া জয়পুরহাট।	আমরা গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি একটি সমিতি ও ক্লাব গঠন করি এবং টাকা ব্যবসায় ঋণ দিয়ে লভ্যাংশ চুক্তিহারে নির্ধারিত সময়ে গ্রহণ করি। ঐ লভ্যাংশ দিয়ে কিছু জমি ক্রয় করি। এক্ষণে আমরা সকল সদস্য ঐ জমি ও ক্লাব মসজিদে দান করতে চাই। বিষয়টি বিস্তারিত জানাবেন।	(৫/২৯৫)
"	আব্বাস, দক্ষিণ শুকদেবপুর, দিনাজপুর।	এক্বামত বিহীন ছালাত আদায় করলে ছালাত আদায় হবে কি?	(৬/২৯৬)
"	আবুল কালাম, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	ফির'আউনের স্ত্রী আছিয়া এবং ঈসা (আঃ)-এর মা মারইয়ামের সাথে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বিবাহ হবে, এ কথা কি ঠিক?	(৭/২৯৭)
"	শফীকুল ইসলাম, রুদ্রপুর, ধুলিহর, সাতক্ষীরা।	জনৈক আলেমের কাছে শুনলাম, একটি কুকুর জান্নাতে যাবে। কথাটির সত্যতা কতটুকু? যদি সত্যি হয়, তাহ'লে সেটি কোন কুকুর?	(৮/২৯৮)
"	আব্দুর রাযযাক, কিশোরীনগর, কুষ্টিয়া।	ঈদগাহের পশ্চিম পার্শ্বের দেওয়ালে মেহরাব ও মিম্বর নির্মাণ করা যায় কি?	(৯/২৯৯)
"	রফীকুল ইসলাম, কালদিয়া, বাগেরহাট।	গরু-ছাগলের বাচ্চা প্রসবের ৩/৪ মাস পরে নর বাচ্চার অন্ডকোষ ফেলে দেওয়া হয় অথবা যৌন ক্ষমতা নষ্ট করার জন্য ডাক্তার দ্বারা শিরা নষ্ট করে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে শরী'আতের হুকুম জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১০/৩০০)
"	শেখ তুহিন, সাহারবাটী, গাংনী, মেহেরপুর।	প্রকাশ্য জনসম্মুখে কোন হিন্দুকে কালেমা পড়িয়ে মুসলমান বানানো যায় কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি এভাবে কাফিরদেরকে মুসলিম বানাতেন?	(১১/৩০১)
"	নযরুল ইসলাম, কাশিয়াবাড়ী, রহণপুর চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	আমাদের এলাকার এক কবিরাজ শিরক মুক্ত ঝাড়-ফুঁক করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এটা কি শরী'আত সম্মত?	(১২/৩০২)
"	আনোয়ার হোসায়েন, রাঃ বিঃ।	মেয়েরা চুল ছোট করতে পারে কি?	(১৩/৩০৩)
"	নাহীদ আখতার, চোপীনগর, কামারপাড়া, বগুড়া।	খুৎবায় অনেক খত্বীবকে নেচে-নেচে, হেলে-দুলে, দুই হাত উঁচু করে বক্তব্য দিয়ে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে দেখা যায়। এটা কি ঠিক?	(১৪/৩০৪)
"	ক্বামারুযযামান (শামীম), শেরকোল, নাসিরগঞ্জ, বাগমারা, রাজশাহী।	আযান দেওয়ার সময় 'আশহাদু আন্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্যগুলি উচ্চৈঃস্বরে বলার আগে নিম্নস্বরে বলা যাবে কি-না ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	(১৫/৩০৫)
"	আব্দুল্লাহেল কাফী, মণিপুর, গাজীপুর।	শুনেছি রাসূল (ছাঃ)-এর নাকি কোন ছায়া ছিল না এবং তাঁর গায়ে নাকি মাছি বসত না। এসব বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।	(১৬/৩০৬)
"	হালীমা বেগম, কাজী ভিলা, কালীগঞ্জ দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।	স্বামী একাধিক বিবাহ করলে এবং স্ত্রীদের বয়সের মধ্যে কম-বেশী হ'লে রাত্রি যাপনের ব্যাপারে স্বামী কি নিয়ম পালন করবেন?	(১৭/৩০৭)
"	মুহাম্মাদ আবু তাহের, ঢাকা।	কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করলে মুসাফির বলে গণ্য হবে?	(১৮/৩০৮)
"	আব্দুল্লাহ, প্রেমতলী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	জনৈক মাওলানার কাছে শুনলাম, সুলায়মান (আঃ) কোন এক পাহাড়ী এলাকায় সুন্দর সুন্দর কতগুলি ঘোড়া দেখে বিস্মিত হয়ে আছরের ছালাত ক্বাযা করে ফেলেন। যার জন্য তিনি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চেয়ে কান্নাকাটি	(১৯/৩০৯)

Contents

		শুরু করে দেন। তাঁর কান্না শুনে আল্লাহ পাক সূর্যকে পুনরায় উদিত হওয়ার আদেশ দেন। ঘটনাটির সত্যতা জানতে চাই। তাঁর আমলে কোন ফরয ছাল[illegible] ছিল কি?	
"	মুহাম্মাদ হাকীম মণ্ডল, বগুড়া।	হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) নূরের তৈরী, না মাটির তৈরী?	(২০/৩১০)
"	দেলোয়ার হোসায়েন, ঠিকানা বিহীন	পানির ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পেশাব-পায়খানার পর ঢিলা-কুলুপ ব্যবহার করা ছহীহ হাদীছ সম্মত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২১/৩১১)
"	আব্দুল্লা-হিল হাদী, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, ৬২৮/ধ, মিরপুর-১২৩, ঢাকা।	১১-০৪-০২ইং তারিখের দৈনিক ইনকিলাবের 'আপনাদের জিজ্ঞাসার জবাব' কলামে বলা হয়েছে- যদি কোন মহিলা চুলার উপর হাঁড়ি বসিয়ে ছালাত আদায় করতে শুরু করে। এমন সময় রান্নার হাঁড়ি উথলে উঠল। এতে করে রান্নার বস্তু বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় সে ছালাত ছেড়ে দিয়ে হাঁড়ি ঠিক করতে পারবে। এরূপ বিধান শরী'আতে আছে কি?	(২২/৩১২)
"	আতাউর রহমান, সহকারী শিক্ষক ব্রাইট কিণ্ডার গার্টেন, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	ক খ -এর কাছে এক হাযার টাকার সার ও কীটনাশক ঔষধ বিনিয়োগ করে এই শর্তে যে, 'খ' তার ফসল কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াই যদি ঘরে তোলে, তবে 'ক'-কে ১৫০০ শত টাকা দিতে হবে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে 'ক' শুধু মূলধন ফেরৎ নিবে। এরূপ বিনিয়োগ কি জায়েয হবে?	(২৩/৩১৩)
"	সাইফুল ইসলাম, সাতক্ষীরা।	বিদ্যুৎ না থাকায় মুখে আযান দেওয়া শুরু হ'ল, কিন্তু আযান শেষ না হ'তেই বিদ্যুৎ চলে আসলে আযান ছেড়ে দিয়ে পুনরায় মাইকে আযান শুরু করা যাবে কি?	(২৪/৩১৪)
"	আবূ মূসা আব্দুল্লাহ, আনন্দনগর, নওগাঁ।	আমরা জানি যে, 'তুলসী গাছ' হিন্দুদের একটি মর্যাদাপূর্ণ গাছ। তারা এ গাছের পূজা করে থাকে। এক্ষণে উক্ত গাছ ঔষধের প্রয়োজনে মুসলমানদের বাড়ীতে লাগানো যাবে কি-না?	(২৫/৩১৫)
"	ডাঃ কমরুদ্দীন প্রাং, ফাতেমা ডেন্টাল ক্লিনিক, নওগাঁ।	পিতার সংসার থেকে পৃথকভাবে বসবাসকারী কোন ছেলে পিতা জীবিত থাকতে হজ্জব্রত পালন করতে পারে কি?	(২৬/৩১৬)
"	মতীউর রহমান, ছোট চওড়া সাতদরগা বাজার, পীরগাছা, রংপুর।	সরকারী রাস্তা থেকে মসজিদ পর্যন্ত পৌছানের রাস্তাটি কি ওয়াকফকৃত হওয়া শর্ত? মসজিদের জমিটি যে ব্যক্তি ওয়াকফ করে দিয়েছেন তিনি বেঁচে নেই। এখন তার ছেলেরা মাঝে-মধ্যে বলে থাকে, আমার বাবার মসজিদ। আমার বাবার জমিতে মসজিদ তৈরী করা হয়েছে। এরূপ উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?	(২৭/৩১৭)
"	আফতাবুদ্দীন, দেওয়ানপাড়া, কাকনহাট, রাজশাহী।	আমাদের এলাকার হরিপুর নতুন পাড়ায় একটি মসজিদ নির্মাণের সময় পশ্চিম দিক ভালভাবে নির্ণীত হয়নি। ফলে মসজিদটি উত্তর দিকে বেঁকে আছে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'লঃ মসজিদের অবস্থান অনুযায়ী ছালাত আদায় করা যাবে কি? না কাতার পশ্চিম দিক অনুযায়ী ঠিক করে নিতে হবে? ইমাম যদি পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়ান আর মুক্তাদীরা মসজিদের অবস্থান অনুযায়ী দাঁড়ায়, তবে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি-না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৮/৩১৮)
"	মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিম চত্তর।	শুনেছি সন্তান শিশু অবস্থায় মারা গেলে পিতা-মাতাকে না নিয়ে জান্নাতে যাবে না। কথাটি ঠিক হ'লে বিনা আত্মীক্বায় মৃত্যুবরণকারী শিশু পিতা-মাতাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে কি-না?	(২৯/৩১৯)
"	ওবায়দুর রহমান, সহকারী শিক্ষক হরিপুর আলিম মাদরাসা, পীরগঞ্জ, রংপুর।	আমাদের এলাকার অনেক চাকুরীজীবী ব্যাংকের চেকবই জমা রেখে নির্ধারিত ফরমে ঋণের জন্য আবেদন করে ঋণ উঠান। নিয়ম হচ্ছেঃ শতকরা ৩ টাকা হারে জমা দিয়ে ফরম ক্রয় করে ঋণের জন্য আবেদন করতে হয়। অতঃপর আবেদন মঞ্জুর হ'লে চেক বই জমার মাধ্যমে অগ্রিম মাসিক বেতন ভাতার অংশটুকু দিয়ে থাকে। যা বিল টু বিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এভাবে ফরম ক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ সূদের আওতাভুক্ত হবে কি?	(৩০/৩২০)
"	নওশাদ আলী ও মেরিনা খাতুন বিরামপুর, দিনাজপুর।	জনৈক মাওলানা বক্তব্যের মাঝে বলেছেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ) খাদীজা (রাঃ)-কে বিবাহের পর বাসর রাতে উভয়ে লজ্জাতে কথা বলেননি। এমন সময় আল্লাহ গায়েব থেকে জানালেন, তুমি তোমার স্ত্রীর পাঁচ স্থানে ৫টি চুমো দাও। তাহ'লে খাদীজাও তোমার দু'জায়গায় চুমো দিবে। রাসূল (ছাঃ) ও খাদীজা (রাঃ) তাই করলেন। কাজেই বাসর রাতে প্রত্যেক উম্মতে মুহাম্মাদীকে তাই করতে হবে। একথা কি ঠিক? বাসর রাত্রির পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩১/৩২১)
"	মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন, মেহেরপুর।	পিতা-মাতার কথামত স্ত্রীকে তালাক দেওয়া শরী'আত সম্মত কি?	(৩২/৩২২)

"	*ঠিকানা বিহীন*	বঙ্গানুবাদ তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনের ৬৫ পৃষ্ঠায় তিরমিযীর বরাতে বলা হয়েছে, 'হে মানব জাতি! আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। এতদুভয়কে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্র কিতাব এবং অপরটি আমার সন্তান ও পরিবার-পরিজন'। এক্ষণে প্রশ্নঃ উপরোক্ত হাদীছটি কি ছহীহ? সঠিক জবাব দানে বাধিত করবেন। সন্তান ও পরিবার পরিজনের ব্যাখ্যা কি?	(৩৩/৩২৩)
"	*ডাঃ মুহাম্মাদ ছাবের আলী, রাজশাহী।*	মসজিদের দেওয়াল ঘেঁষে পায়খানা নির্মাণ করা যাবে কি-না?	(৩৪/৩২৪)
"	*মুহাম্মাদ মাসঊদুর রহমান সুলতানপুর (চাঁদপুর), সাতক্ষীরা।*	আমাদের এলাকায় জনৈক মৃতের জানাযার সময় নির্ধারিত হয় বাদ এশা। ফলে বিতর ছালাত আদায় নিয়ে মুছল্লীদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। কারো মতে, বিতর পড়ে জানাযা পড়তে হবে। আবার কারো মতে, আগে জানাযা পড়তে হবে এবং পরে বিতর পড়তে হবে। উক্ত বিষয়ে সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৫/৩২৫)
		***	
আগস্ট ২০০২ (৫/১১)	*খালেদা, পশ্চিম নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।*	আমার ছেলের অসুখ হ'লে দু'টি ছাগল মানত করি। এখন আমার ছেলে সুস্থ। ছাগল দু'টি কি করতে হবে?	(১/৩২৬)
"	*আবদুর রহমান, উপরবিল্লী, গোদাগাড়ী রাজশাহী।*	একজন জুম'আর খুৎবা দিবেন এবং অপরজন ছালাত আদায় করাবেন- এটা কি জায়েয?	(২/৩২৭)
"	*আনোয়ার, ইটাপোতা, লালমনিরহাট।*	স্বামী তার স্ত্রীর অগোচরে সরকারী কোন মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে পারে কি?	(৩/৩২৮)
"	*আবদুল মুছাব্বির, আদিতমারী, লালমণিরহাট।*	কুরআন-হাদীছের বিধান বর্জন করে স্বরচিত বিধান দ্বারা যারা ফায়ছালা করে, তারা কি কাফির?	(৪/৩২৯)
"	*তৈমুর, ফার্মেসী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*	জনৈক মাওলানার নিকট শুনেছি যে, কোন এক যুদ্ধে একজন ছাহাবী মৃত্যুমুখে পতিত হ'লে রাসূল (ছাঃ) তাকে উটের পেশাব পান করাতে বলেন এবং এতে সে সুস্থ হয়। ঘটনাটি সত্য হ'লে প্রশ্ন হচ্ছে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেকোন হারাম জিনিসের মাধ্যমে চিকিৎসা করা যায় কি?	(৫/৩৩০)
"	*আব্দুল্লাহ, বেহালাবাড়ী, বল্লা, টাঙ্গাইল।*	টিনের বেড়া সম্বলিত ঘরগুলির চতুর্দিকে অথবা উপরে টিনের গায়ে প্রাণীর ছবি থাকে। এসব ঘরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৬/৩৩১)
"	*পিয়ার, জয়ন্তীবাড়ী, কামারপাড়া, বগুড়া।*	আমাদের তিনজনের একজন ইমাম হ'লেন। পিছনে একজনের ওযূ টুটে গেলে সে ওযূ করতে চলে গেল। অপরজন কি করবে? যার ওযূ টুটে গেল সে ওযূ করে ফিরে এলে কোন অবস্থায় জামা'আতে শরীক হবে?	(৭/৩৩২)
"	*সাইফুল ইসলাম, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।*	একাধিক বিবাহ সম্পর্কে শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাই।	(৮/৩৩৩)
"	*আশরাফুল ইসলাম, হাড়াভাংগা, গাংনী মেহেরপুর।*	ফজরের ছালাতের সময় প্রায় শেষ হওয়ার পর্যায়ে। এমতাবস্থায় ইমাম ছাহেব মসজিদে আসেন এবং মুছল্লীগণও ছালাতের জন্য দাঁড়িয়ে যান। এমন সময় ইমাম ছাহেব পূর্বে সুন্নাত ছালাত আদায় না করে থাকলে প্রথমে জামা'আত আরম্ভ করবেন না কি সুন্নাত পড়বেন?	(৯/৩৩৪)
"	*জসীমুদ্দীন, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।*	ইক্বামত দেওয়ার সময় মুছল্লীগণও কি ইক্বামতের শব্দগুলি বলবে।	(১০/৩৩৫)
"	*সাঈদুর রহমান ও সানাউর রহমান দামনাশ, বাগমারা, রাজশাহী।*	আমি কতক পাখির ডাক জানি। আমার ডাক কোন কোন পাখির ডাকের মত অবিকল হয়। এতে কোন কোন পাখি আমার কাছে চলে আসে, তখন ঐ পাখি শিকার করলে কি তা বৈধ হবে?	(১১/৩৩৬)
"	*হামীদুল ইসলাম, বামুন্দী, মেহেরপুর।*	এমন কোন দো'আ আছে কি, যা পাঠ করলে আল্লাহ রিযিকের ব্যবস্থা করবেন?	(১২/৩৩৭)
"	*আতাউর রহমান নাঈম, রাজশাহী।*	যবেহকৃত পশুর পেটে বাচ্চা থাকলে সেই বাচ্চা খাওয়া যাবে কি?	(১৩/৩৩৮)
"	*পলাশ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*	একটি মাসিক পত্রিকায় পড়লাম যে, কোন ব্যক্তি যদি দুর্ঘটনায় মারা যায়, তবে তাকে শহীদ বলা যাবে না। কিন্তু সে পরকালে শহীদের মর্যাদা পাবে। কথাটি কি সঠিক?	(১৪/৩৩৯)
"	*মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান, ঢাকা ফ্রী কুরআনিয়া মাদরাসা, বংশাল, ঢাকা।*	মুফতী কাকে বলে? কি কি গুণাবলী থাকলে একজন মানুষ ফৎওয়া প্রদান করতে পারেন? কাবীরা গুনাহকারীর ফৎওয়া গ্রহণযোগ্য হবে কি?	(১৫/৩৪০)

Contents

"	*মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক, মহিষখোচা, লালমণিরহাট।*	উচ্চ শিক্ষিত, সুস্বাস্থ্যবান ব্যক্তি বিবাহের প্রকৃত সময়ের ১২/১৪ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিবাহ করে। এ সম্পর্কে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৬/৩৪১)
"	*মুহাম্মাদ মুযযাম্মেল হক, রাজশাহী।*	গরু, মহিষ দ্বারা আক্বীক্বা দেওয়া যাবে কি?	(১৭/৩৪২)
"	*আব্দুর রাযযাক, বগুড়া সদর, বগুড়া।*	আমার নানার তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। নানার যা জমি ছিল তা কিছু বিক্রয় করেছেন আর বাকী ছেলেদের নামে দলীল করে দিয়েছেন। বর্তমানে নানীর নামে এক বিঘা জমি আছে। এ জমি কি তার দু'মেয়ের নামে গোপনে দলীল করে দিতে পারবেন।	(১৮/৩৪৩)
"	*নূরুল ইসলাম, শেরুয়া গড়ের বাড়ী শেরপুর, বগুড়া।*	আমার মা আমাকে অছিয়ত করেছেন সরকারী চাকুরীজীবী দেখে মেয়ের বিবাহ দিতে। কিন্তু সরকারী চাকুরীজীবী ভাল ছেলে পাওয়া যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় কি করা যায়?	(১৯/৩৪৪)
"	*ইমামুদ্দীন, প্রসাদপুর, নবাবগঞ্জ।*	আমরা শুনেছি কুরআনের প্রতি অক্ষরে ১০টি নেকী হয়। বাংলা উচ্চারণে কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী হবে কি?	(২০/৩৪৫)
"	*আবদুল হাকীম, ৪ সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন বগুড়া।*	কি পরিমাণ অর্থ-সম্পদ, টাকা-পয়সা ও স্বর্ণালংকার থাকলে যাকাত দিতে হয়?	(২১/৩৪৬)
"	*সুলতানা, ১৮/১৩ কচুক্ষেত, মিরপুর ১৪, ঢাকা।*	৭ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও যদি ঋতু অব্যাহত থাকে তাহ'লে গোসল করে ছালাত ও ছিয়াম আদায় করা যাবে কি?	(২২/৩৪৭)
"	*নাযীর হুসাইন, জান্নাতপুর, গাইবান্ধা।*	কোন্ পশু-পাখিকে 'জাল্লালাহ' বলে? এদের খাওয়ার হুকুম কি?	(২৩/৩৪৮)
"	*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, আর,ডি,এ মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।*	আমার একটি গার্মেন্টসের দোকান আছে। দোকানে মেয়েরা নানান ধরনের অশালীন পোষাক পরিধান করে আসে। তাদের সাথে দরদাম করতে গিয়ে অনিচ্ছাসত্বেও তাদের দিকে দৃষ্টি পড়ে যায়। এখন আমার দৃষ্টি এড়ানোর কোন পদ্ধতি আছে কি?	(২৪/৩৪৯)
"	*এস,এম, মনীরুযযামান, কৃপারামপুর, ধানদিয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*	আমরা জানি আত্মহত্যাকারীর পরিণাম জাহান্নাম। বর্তমানে ফিলিস্তিনী মুজাহিদ ভাইয়েরা অভিশপ্ত ইহুদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়ে নিজেকে মানব বোমায় পরিণত করে মারা যাচ্ছে। আখেরাতে তাদের পরিণাম কি হবে।	(২৫/৩৫০)
"	*আব্দুল্লাহ, কাড়াগড়ি, ছাপারবাড়ী বারপেটা, আসাম, ভারত।*	একাকী কিংবা জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়কালীন সময়ে বা যেকোন সময়ে সূরা রহমানের আয়াত فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ-এর জবাব কি প্রত্যেক বারই দিতে হবে? জামা'আতের ক্ষেত্রে কি ইমাম-মুক্তাদী উভয়কেই উত্তর দিতে হবে?	(২৬/৩৫১)
"	*ক্বারী হেকমতুল্লাহ, বায়তুন নূর দাখিল মাদরাসা।*	ভেড়া-ভেড়ী দ্বারা আক্বীকা সম্পন্ন করা শরী'আত সম্মত কি? আক্বীক্বার নিয়ম-পদ্ধতি কি?	(২৭/৩৫২)
"	*মুহাম্মাদ আবু সাঈদ, বল্লা বাজার, কালিহাতী, টাংগাইল।*	কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোকের ইবাদত আল্লাহ্র নিকট কবূল হয় না। তাদের আওতায় পড়লে আমাদের করণীয় কি?	(২৮/৩৫৩)
"	*মিসেস হালীমা বেগম, কাজী ভিলা, কালীগ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।*	অধিকাংশ মহিলাকে দেখা যায় স্বামীর আগে খাওয়া-দাওয়া করে না। এমনকি কোন কারণবশতঃ স্বামী সারা দিন বাড়ীতে না আসলেও না খেয়ে কাটায়। এটা কি শরী'আত সম্মত।	(২৯/৩৫৪)
"	*রাবে'আ আখতার, উত্তর নাগরিয়া কান্দী, নরসিংদী।*	কোন মহিলা মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া ২০/২২ কিলোমিটার দূরে গিয়ে নিজের কার্য সম্পাদন করতে পারে কি?	(৩০/৩৫৫)
"	*মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ, উজালখলসী, দুর্গাপুর, রাজশাহী।*	আযান শুনে বাড়ীতে একাকী ছালাত আদায় করলে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?	(৩১/৩৫৬)
"	*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কমরগ্রাম, বানীয়াপাড়া, জয়পুরহাট।*	যদি কোন ষাঁড় স্বীয় মা, খালা ও বোনদের সাথে মেলামেশা করে, তবে ঐ পশুগুলির বাচ্চা হ'লে দুধ খাওয়া যাবে কি?	(৩২/৩৫৭)
"	*আবুল কালাম আযাদ, কুষ্টিয়া। ও সুলতানা, ঢাকা।*	শিক্ষিকা ও ছাত্রী[illegible]সিক অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত অথবা কুরআন শিক্ষা দিতে পা[illegible]বেন কি[illegible]ারা ঐ অবস্থায় আত-তারহীক পাঠ করতে পারবেন কি?	(৩৩/৩৫৮)
"	*মসজিদের মুছল্লীবৃন্দ।*	গ[illegible]হাট জা[illegible] মসজিদের বারান্দায় পাঁচফিট চার ইঞ্চি উঁচুতে মসজিদের	(৩৪/৩৫৯)

Contents

		নেমপ্লেট দেওয়া হয়েছে। তাতে মুছল্লীদের ছালাত অবস্থায় দৃষ্টি পড়ে। নেমপ্লেটে লেখা আছে, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম, ... গরুহাট জামে মসজিদ ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব ..., মাননীয় চেয়ারম্যান, ... ইউনিয়ন পরিষদ'। এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি-না ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।	
"	*সাইফুল ইসলাম, গোপালপুর কলোনী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, গড়মাটি, বড়াইগ্রাম, নাটোর।*	জনৈক ব্যক্তি তার একাধিক কন্যা সন্তানের মধ্যে হজ্জে যাওয়ার পূর্বে জমি বন্টন করেন এবং কিছু সম্পত্তি তার নিজ নামে রাখেন। উল্লেখ্য যে, ঐ ব্যক্তির দুই ভাই, দুই বোন ও মা জীবিত আছেন। বন্টনটি বৈধ হয়েছে কি-না?	(৩৫/৩৬০)
		***	
সেপ্টেম্বর ২০০২ (৫/১২)	*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রুদ্রেশ্বর, কাকিনা কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।*	আমার বিবাহের সময় মোহরানা কত টাকা ধার্য করা হয়েছিল তা আমার মনে নেই। এমনকি মোহরের কোন টাকাও এ পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়নি। এখন আমার করণীয় কি?	(১১/৩৬১)
"	*আযীযুল হক, সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া গোপালগঞ্জ।*	ফজর, মাগরিব ও এশার ছালাতে প্রথম দু'রাক'আতে যদি ক্বিরাআত নীরবে এবং যোহর ও আছর ছালাতের প্রথম দু'রাক'আতের সরবে পড়া হয়, তবে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি? এক্ষণে জামা'আতে ও একাকী উভয়ের হুকুম কি এক হবে, না ভিন্ন হবে?	(১২/৩৬২)
"	*আবুবকর, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।*	মুমিনদের আত্মা পাখি হয়ে জান্নাতে বেড়াবে মর্মে কোন হাদীছ আছে কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৩/৩৬৩)
"	*শামীম ও সহপাঠীরা, দুবইল, নারায়ণপুর, মান্দা, নওগাঁ।*	বাংলাদেশের টাকায় হরিণ, দোয়েল, মানুষের ছবি রয়েছে। জামার পকেটে এসব ছবি সম্বলিত টাকা রেখে ছালাত হবে কি?	(১৪/৩৬৪)
"	*তাজুল ইসলাম, রাজশাহী।*	আপন ফুফাত বোনের মেয়ে অর্থাৎ ভাগনীকে বিবাহ করা কি শরী'আত সম্মত?	(১৫/৩৬৫)
"	*ড. ফযলুর রহমান, ২৪/এ উত্তর নীলক্ষেত আবাসিক এলাকা, ঢাবি ও এস, হোসেন টরেন্টো, কানাডা ও সাথী, সিলেট।*	শুটকি মাছ খাওয়া কি জায়েয? যদি জায়েয হয় তবে শিদলের শুটকি খাওয়া যাবে কি?	(১৬/৩৬৬)
"	*নো'মান আলী, হাজীটোলা, দেবীনগর চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের ছালাতের পদ্ধতি অনেক মানুষ না জানার ফলে একটি বিরাট সুন্নাত আমাদের মধ্য হ'তে উঠে যাচ্ছে। সুতরাং উক্ত ছালাতের পদ্ধতি মাসিক আত-তাহরীকে প্রকাশ করলে বহু লোক হয়তো সুন্নাতটি আঁকড়ে ধরে থাকবে।	(১৭/৩৬৭)
"	*সাঈদুর রহমান, কয়াগাড়ী গাঁও, টাপা বারপেটা, আসাম, ভারত।*	জনৈক আলেম ফৎওয়া দিয়েছেন যে, চার রাক'আত বিশিষ্ট সুন্নাত ছালাতের শেষের দু'রাক'আতেও সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা মিলিয়ে পড়তে হবে। আবার অন্য একজন বলেন, মিলিয়ে পড়তে হবে না। উভয়ের মধ্যে কার ফাৎওয়া সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৮/৩৬৮)
"	*মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন, বংশাল চৌরাস্তা, ঢাকা।*	জনৈক ব্যক্তি কোন এক মাদরাসায় একটি গরু ছাদাক্বাহ করে। মাদরাসা কমিটি উক্ত গরু বিক্রি করার জন্য হাটে নিয়ে আসলে ছাদাক্বাহ দাতার ছেলে গরুটি ক্রয় করে নেয়। ফলে বাড়ী যাওয়ার পর পিতা ও ছেলের মাঝে তর্ক-বিতর্ক হয়। পিতা বলেন, গরু পুনরায় ক্রয় করা ঠিক হয়নি। ছেলে বলে, আমি নিজের টাকা দিয়ে নিয়েছি তাতে দোষ কি? ছহীহ দলীলের আলোকে উক্ত বিষয়ে সমাধান চাই।	(১৯/৩৬৯)
"	*মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম ও বিলকিস রাণী মজিদপুর, কেশবপুর, যশোর।*	অলী বা অভিভাবকের অগোচরে কোন পুরুষ কোন মহিলাকে যদি বলে আমি তোমাকে বিবাহ করলাম। জওয়াব মহিলা বলল, আমি তোমাকে গ্রহণ করলাম। এমতাবস্থায় সেখানে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা উপস্থিত থাকলে নাকি বিবাহ হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।	(২০/৩৭০)
"	*মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ আল-জাহারা, কুয়েত।*	জনৈক ব্যক্তি ১ম স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, কিন্তু মোহর পরিশোধ করেনি। পরে ঐ স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ হয় এবং তিন সন্তানের মা হয়ে সে মৃত্যুবরণ করে। তবে ১ম স্বামীর পক্ষে কোন সন্তানাদি নেই। এক্ষণে অনাদায়ী ১ম স্বামীর মোহর ২য় স্বামীর পক্ষের ছেলেদের দেওয়া যাবে কি?	(২১/৩৭১)
"	*মুজাহিদুল ইসলাম, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।*	জেনে-শুনে সূদ খেলে ইবাদত কবুল হবে কি?	(২২/৩৭২)
"	*বিলকিস বিনতে রহমান, মজিদপুর,*	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন মৃত সুন্নাত কেউ জীবিত করলে সে নাকি ১০০	(২৩/৩৭৩)

	কেশবপুর, যশোর।	...ন শহীদের সমান নেকী পাবে, এ কথা কি সঠিক? জওয়াবদানে বাধিত করবেন।	
"	মুহাম্মাদ ওসমান গণি, ভদ্রা, রাজশাহী।	আমি সরকারী চাকরীজীবি। আমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড-এর অর্থ দিয়ে হজ্জ সম্পাদন করতে পারি কি-না ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।	(২৪/৩৭৪)
"	মিসেস হালীমা বেগম কাজী ভিলা, কালীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।	মহিলাদের কোন্ কোন্ অঙ্গ পর্দার অন্তর্ভুক্ত? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৫/৩৭৫)
"	ডাঃ আহমাদ আলী, ভবানীগঞ্জ বাজার, কুষ্টিয়া।	ঈসা (আঃ) আল্লাহর নিকট এই বলে প্রার্থনা করেছিলেন যে, 'আমি নবী না হয়ে যদি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত হ'তে পারতাম তাহ'লে বেশী খুশী হ'তাম'। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জীবিত অবস্থায় তুলে নিয়েছেন। আবার তাঁকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত হিসাবেই ক্বিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন। এই তথ্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৬/৩৭৬)
"	মুহাম্মাদ আমীনুল হক, গ্রামঃ একডালা মিঠাপুকুর, রংপুর।	অবৈধ মেলামেশা করার সন্দেহে আমি আমার স্ত্রীর সাথে ৬/৭ মাস একই ঘরে বসবাস করলেও স্ত্রী সহবাস থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকি। পরিশেষে স্ত্রী বাবার বাড়ীতে চলে যায়। সেখানে ৪/৫ মাস অবস্থান করার পর উভয়ের সম্মতিক্রমে আমি আমার স্ত্রীর মোহরানা প্রদান করে একই বৈঠকে তিন তালাক প্রদান করি। এমতাবস্থায় এক বৎসর অতিবাহিত হয়। পরিশেষে আমি আমার ভুল বুঝতে পেরে উক্ত স্ত্রীকে পুনরায় নিতে চাই। সেও আমার কাছে আসতে চায়। শরী'আতের বিধান অনুযায়ী উক্ত তালাকের সমাধান কি হ'তে পারে জানতে চাই।	(২৭/৩৭৭)
"	মুহাম্মাদ মুহসিন, জগতপুর, বুড়িজং, কুমিল্লা।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন ধরনের দাড়ি রাখার নির্দেশ প্রদান করেছেন? অনেকে বলেন, দ্বীনি আন্দোলন করার জন্য যুবক চেহারা প্রকাশার্থে দাড়ি ছোট রাখা যায়। কথাটির সত্যতা জানতে চাই।	(২৮/৩৭৮)
"	লুৎফর রহমান খাঁন বরিশাল।	খাট বা চৌকির উপর বিছানো কাপড়ে প্রস্রাব বা অন্য কারণে নাপাক থাকলে তার উপর জায়নামায বিছিয়ে ছালাত আদায় করলে শুদ্ধ হবে কি? সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।	(২৯/৩৭৯)
"	মুহাম্মাদ হাসানুজ্জামান, সোনাহ মাদরাসা ছাতিয়ান, গাংণী, মেহেরপুর।	হারাম জিনিস কাছে রেখে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি-না সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।	(৩০/৩৮০)
"	আজাদ, এজেন্ট নং- ১২৫ কচুয়া, সরদার পাড়া, নীলফামারী।	কালেমা, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত এইগুলি কোন ধনী ব্যক্তির পালন করার মনোভাব থাকা সত্ত্বেও তা আদায় করার পূর্বেই যদি মারা যায়, তাহ'লে কি সে উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসিত হবে? উত্তরদানে বাধিত করবেন।	(৩১/৩৮১)
"	ছখিনা, কালীগঞ্জ বাজার দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।	কোন ব্যক্তি বিবাহ করে স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বেই তার শ্বশুর মারা যায়। এখন স্ত্রীকে বাদ দিয়ে স্ত্রীর মাতাকে বিবাহ করতে পারবে কি? দলীল সহ সমাধান দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।	(৩২/৩৮২)
"	শিহাবুদ্দীন আহমাদ, বি,এ অনার্স ৪র্থ বর্ষ আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	ছালাত আদায় করে না, পর্দার বিধান মেনে চলে না এবং সূদভিত্তিক এন,জি,ও-এর সাথে জড়িত, এমন ব্যক্তির বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া বৈধ হবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(৩৩/৩৮৩)
"	মুহাম্মাদ আব্দুন নূর খাঁন সাং- খানপাড়া, ফুলতলা, পঞ্চগড়।	আমাদের জামে মসজিদে প্রায় শুক্রবার মুছল্লীদের মধ্য হ'তে অনেকেই বিভিন্ন কাজের উপলক্ষে দো'আ চায়। তৎপ্রেক্ষিতে ইমাম সাহেব মুসল্লীগণ সহ হাত উত্তোলন করে দো'আ করেন। সকলে আমীন! আমীন! বলেন। এরূপ দো'আ করা যায় কি-না? ছহীহ দলীলের আলোকে জবাবদানে বাধিত করবেন।	(৩৪/৩৮৪)
"	মাহাদী হাসান, কেশরহাট, মোহনপুর রাজশাহী।	দেশে অনেক ইসলামী দল আছে। এর মধ্যে যেকোন একটির সাথে থাকা যাবে কি?	(৩৫/৩৮৫)
"	হালীমা বেগম কাজী ভিলা, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।	স্বামী কতদিন নিখোঁজ থাকলে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১/৩৮৬)
"	আব্দুল খালেক, গাংণী, মেহেরপুর।	আমরা জানি ইবলীস মাত্র একজন। কিন্তু পৃথিবীর সর্বস্থানে ইবলীসের কারণেই সকল পাপকার্য সংঘটিত হচ্ছে। তাহ'লে ইবলীসের সংখ্যা কি একাধিক?	(২/৩৮৭)

"	*আবদুল্লাহ আরামনগর, জয়পুরহাট।*	দু'রাক'আত ও চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের শেষ বৈঠকে বসার সুন্নাতী পদ্ধতি জানতে চাই।	(৩/৩৮৮)
"	*মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান কালাই, জয়পুরহাট।*	লোক সমাজে প্রচলিত সেন্ট ব্যবহার করা যায় কি? সেন্ট কিসের তৈরি আর আতর কিসের তৈরি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৪/৩৮৯)
"	*হালিমা বেগম কাজী ভিলা, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।*	স্বামীর হুকুম ছাড়া স্ত্রী অন্যের ঔরশজাত সন্তানকে দুধ পান করাতে পারে কি? কতটুকু দুধ পান করালে দুধ মা সাব্যস্ত হবে?	(৫/৩৯০)
"	*আবুল হোসেন ১৩ মধ্য বাসবো, ঢাকা-১২১৪।*	গোরস্থানের উপর বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করে দোতলার উপর মাদরাসা বা মসজিদ নির্মাণ করা যায় কি?	(৬/৩৯১)
"	*হুসনেআরা দক্ষিণ গোড়ান, ঢাকা-১২১৯।*	স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী যে কোন কাজ করতে পারে কি? যদি স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন কাজ করে তাহ'লে এর পরিণতি কি হবে?	(৭/৩৯২)
"	*জেসমিন, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।*	সূদী ব্যাংকের কর্মচারীরা পাপী হবে কি?	(৮/৩৯৩)
"	*আতাউর রহমান, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*	কারণবশতঃ এক ওয়াক্ত ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়। রাতে বিতর ছালাতের পর স্মরণ হ'লে তা আদায় করা যাবে কি-না?	(৯/৩৯৪)
"	*রফীক মাষ্টার মাষ্টারপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।*	আমাদের ইমাম ছালাত পূর্ণ হয়েছে কি-না সন্দেহ করে সহো সিজদা করেন। সালামের পর মুক্তাদীরা বলে ছালাত এক রাক'আত কম হয়েছে। বিষয়টি আলেমদের নিকট জানতে চাইলে কেউ বলেন, পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে। আবার কেউ বলেন, আদায় করতে হবে না। এ বিষয়ে সঠিক মতামত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১০/৩৯৫)

***

দো'আর আবেদন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা সাংগঠনিক যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফেয সৈয়দ মুহাম্মাদ আলমাস (৫৪) দীর্ঘদিন যাবৎ হৃদরোগে আক্রান্ত। গত ৭ই আগষ্ট ২০০২ ইং ন্যাশনাল হার্ট ফাউণ্ডেশন, মিরপুর-২ ঢাকায় তাঁকে ভর্তি করা হয় এবং ১১ই আগষ্ট অপরাহ্ণ ২-টা হ'তে ৭-টা পর্যন্ত তাঁর হার্টে অস্ত্রোপচার করা হয়। বর্তমানে তিনি ঐ হাসপাতালের আই,সি,ইউ-তে ৬নং বেডে চিকিৎসাধীন আছেন। তিনি সকলের নিকট দো'আপ্রার্থী। *{আমরা তাঁর আশু রোগ মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকটে খাছ দো'আ করছি এবং পাঠক-পাঠিকাদের নিকটেও তাঁর জন্য দো'আর আবেদন করছি। -সম্পাদক}*।

রাজশাহী মেন্টাল হেল্থ ক্লিনিক

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ ঃ

- যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
- মাদকাসক্তি নিরাময়
- সাইকোথেরাপি
- বিহেভিয়ার থেরাপি
- শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

লক্ষীপুর ভাটাপাড়া
রাজশাহী-৬০০০।
ফোনঃ ৭৭৫৮০৫।